সচিত্র

সারনাথের ইতিহাস

(A DOCUMENTARY HISTORY OF SARNATH)

"No trusting without testing"—Lord Acton.

গ্রন্থকার—

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

B. A. (All.), M. A. (Cal.), M. R. A. S.

(Professor, Carmichael College of the Calcutta University, Associate of the Royal Scottish Geographical Society (Edin). Member of the United Provinces Historical Society, Member of the Biher & Orissa Research Society, Contributer of the "Indian Antiquary", the "Modern Review" and the Bengali Monthlies, Curator of the Rangpur Parishad Museum, Licentiate in teaching (in practice, A. U.) &c, &c.

—0—

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্)

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২৫ সাল।

Printed by

R. C. Mittra, at the **Visvakosha-Press**

9, Visvakosha Lane, Bagbazar,

CALCUTTA

মূল্য—১॥০ টাকা।

To

Sir Ashutosh Mukherjee Kt.

C. S. I., D. L., Ph. D., D. Sc., F. A. S. B., F. R. A. S.,

Saraswati, Sastra-Vachaspati,

SAMBUDDHAGAMA-CHAKRAVARTI.

This attempt to write a history of Sarnath
is inscribed as a mark of cordial
respect and devotion.

अज्जाशुतोष सिरिमां इह होसि सारो
अज्जात्त जम्मतिथिए तउ पाणिए खो
नो अत्थि को वि विहवो हिययंत्थि भत्ति
ता सारनाथ मिदमज्ज समप्पयामि ।

ভূমিকা

(মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ Ph. D. কর্ত্তৃক লিখিত)

অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত সারনাথের ইতিহাস প্রকাশিত হইল। ইহাতে বৌদ্ধগণের চারিটী মহাতীর্থের অন্যতম তীর্থের আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কপিলবাস্তু, বুদ্ধগয়া এবং কুশীনগর বৌদ্ধ-ইতিহাসে নানাভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সারনাথ প্রসিদ্ধিতে এই তিনের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। পালি গ্রন্থে সারনাথ মিগদায়, মিগদাব বা ইসিপতন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইখানেই বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই মৃগদাবে (Deer park) বসিয়াই তিনি পাঁচজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের সম্মুখে অমৃতের (Immortality) দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ-ধ্বংসের উপায় এই চারিটী মহাসত্যের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তিনি জগতের লোকের মধ্যে সম্যক্ সম্বোধি প্রচার করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের অনুশাসন-স্তম্ভ, নরপতি কনিষ্কের সময়ের বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি এবং গুপ্তরাজগণের সময়ের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তননিরত শাক্যমুনির বিশ্বজনীন ভাবব্যঞ্জক প্রতিমা এখনও ভগ্নাবশেষরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সারনাথের প্রাচীন মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকযুগেও সারনাথের গৌরব বিলুপ্ত হয় নাই। সেই সময়ের আর্য্যভট্টারিকা তারাদেবী, মারীচী প্রভৃতির প্রতিকৃতি সমূহ সারনাথের বিচিত্র চিত্রশালা পরিশোভিত করিতেছে।

এই সারনাথে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের সময়ের ব্রাহ্মীলিপি, খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর গুপ্তলিপি, এমন কি খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর দেবনাগর লিপি ও বঙ্গলিপি এখনও স্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সারনাথের সুবিশাল প্রান্তরে এখনও যে সকল ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ শত অব্দ হইতে খৃষ্ট পরবর্ত্তী দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র বৎসর কাল মৃগদাব ভারতীয় সভ্যতার পরিমাপকদণ্ডরূপে বিদ্যমান ছিল।

বারাণসী ক্ষেত্র বৈদিক সভ্যতার সুপ্রাচীন কেন্দ্রভূমি। তাহার পার্শ্বেই বৈদিক সভ্যতার আবির্ভাব হওয়ায় উভয় প্রকার সভ্যতার পরস্পর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহারা মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর সংঘর্ষে কত অভিনব মহাসত্যের আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য এবং জয়ন্ত ভট্টের গ্রন্থ পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহারাই কেবল বৌদ্ধগণকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন পরন্তু মাধ্যমিক সূত্র, লঙ্কাবতার সূত্র, অভিসময়ালঙ্কার সূত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণ্যদর্শনের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধিতায় গত হাজার বৎসর মধ্যে ভারতে যে উপাদেয় দার্শনিক-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এখনও পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাদরে আলোচিত হইতেছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র সারনাথের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি পালিগ্রন্থ, উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতির তন্ন-তন্ন অনুসন্ধান করিয়া বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ইহা রচনা করিয়াছেন। কিরূপে সারনাথের ধ্বংস হইল তাহারও বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের সদাশয় বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট উহার ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করিবার জন্য যে সুবৃহৎ চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহারও সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানি বিষয়গৌরবে, বিচার নিপুণতায় ও ভাষার মাধুর্য্যে অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহার সর্ব্বত্র সমাদর একান্ত প্রার্থনীয়।

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা,
২৩ আগষ্ট, ১৯১৮।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন।

কিঞ্চিদধিক ছয়বৎসর কাল বারাণসীতে অধ্যয়নকালে সুবিখ্যাত ডাঃ ভিনিস, অধ্যাপক নর্ম্মান্, অধ্যাপক টার্ণার ও অধ্যাপক মালভ্যাণীর নিকট প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ লাভ করি। তাঁহাদিগের নিকট যে সকল তত্ত্ব (principles) শিখিয়াছিলাম তাহা ব্যবহারিক ভাবে (practically) শিক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে সারনাথে গমন করিতাম। তখন সারনাথ সম্বন্ধে বাৎসরিক রিপোর্ট ব্যতীত আর কিছুই বাহির হয় নাই। সেই সময়ে সারনাথ সম্বন্ধে কিছু সামান্য চর্চ্চা করিয়া মাঝে মাঝে ভারতী, আর্য্যাবর্ত্ত, Indian Antiquary, মানসী প্রভৃতিতে কিছু কিছু লিখিতাম। এই সব নগণ্য প্রবন্ধ পড়িয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। তৎপর পূজায় ও অন্যান্য ছুটীতে যে সকল সুপণ্ডিত ব্যক্তি বারাণসীতে আসিতেন, তাঁহারা প্রায় আমাকে সারনাথ দেখাইতে লইয়া যাইতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও ডাঃ স্যাডলারও এই ভাবে আমাকে সারনাথে লইয়া গিয়াছিলেন এবং উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সব নানাকারণে সারনাথ সম্বন্ধে একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার কল্পনা বহুদিন হইতে আমার মনে পরিপুষ্ট হইতেছিল। চারি বৎসর যাবৎ ধীরে ধীরে অনুসন্ধান করিয়া পুস্তকখানি লিখিতেছিলাম। পুস্তক শেষ হইলে নানাকারণে যন্ত্রস্থ হইতে বিলম্ব হইয়া যায়। অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে হঠাৎ দয়ারাম সাহনী রচিত সারনাথের ক্যাটেলগ্ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন ভাবিলাম আমার পুস্তকখানি ছাপাইবার আর প্রয়োজন আছে কি? কিন্তু অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় দেখাইয়া দিলেন যে আমি নাকি বৌদ্ধ যুগের কথা তৎপূর্ব্বেই Antiquaryতে লিখিয়াছি, মধ্যযুগের ইতিহাস উক্ত ক্যাটেলগে নাই, কোন নূতন সমাচার উহাতে নাই, উহা ক্যাটেলগ মাত্র, ইতিহাস নহে ইত্যাদি। তাহার পর আরও ভাবিলাম বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে যখন বৃহৎ

বৃহৎ একাধিক গ্রন্থ আছে, তখন তত্ত্বল্য সারনাথ সম্বন্ধেই বা কেন থাকিবে না। তাই—এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মূলতঃ চারিটী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। (১) পরিশ্রম করিয়াছি কি না, (২) নূতন কথা লিখিয়াছি কি না, (৩) সম্পূর্ণ সমাচার (up-to date information) আছে কি না এবং (৪) বিভাগ প্রভৃতিতে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি কি না। যাহা কিছু অসহায় ভাবে ক্ষুদ্র প্রয়াস করিয়াছি তাহার প্রতি যদি সুধীবর্গ একবার মাত্রও দৃষ্টিক্ষেপ করেন, তবেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আমি পালি শিক্ষা না করিলে মূলগ্রন্থগুলি পড়িতাম না এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় ও পূজনীয় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাঁহারা অবিরত আমাকে পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ও শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু রায় সাহেব যিনি পুস্তক-মুদ্রণে যথেষ্ট যত্ন লইয়াছেন—ইঁহাদিগের নিকটে আমি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সস্নেহে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আর যে গুরু আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন সেই ডাক্তার ভিনিস—তাঁহাকে কোন্ লোকে পুস্তকখানি দেখাই ও কৃতজ্ঞতা জানাই, ইহা আমাকে আজ গভীর শোকে বিহ্বল করিতেছে।

দীনাতিদীন গ্রন্থকারস্য।



পরলোকগত প্রিন্সিপাল আর্থার ভিনিস্

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

সারনাথের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

সারনাথ-বিবরণের প্রয়োজনীয়তা

সারনাথ বৌদ্ধগণের একটি অতি পবিত্র তীর্থভূমি। অদ্ধজগতে যে ধর্ম্ম আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহারই উৎপত্তি-ভূমি এই সারনাথে বুদ্ধদেব তাঁহার প্রথম প্রচারকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এই কারণেই সারনাথ কালে বৌদ্ধগণের চারিটি মহা-তীর্থের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়।(১) এক সময়ে এই সারনাথে অথবা "ই সি প ত ন মি গ দা য়ে" বহুশত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী একত্র সম্মিলিত হইতেন, শত শত ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধগণ "সদ্ধর্ম্মে"র আচরণে সম্বদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতেন। একদিন সারনাথেই ভারতের প্রান্তদেশ হইতে,—চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ হইতে তীর্থযাত্রিগণ অপূর্ব্ব পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছুটিয়া আসিতেন। এই মহাতীর্থে বৌদ্ধ অর্হৎ, শ্রমণ, ভিক্ষু, স্থবির প্রভৃতি সাধক-গণ বৈরাগ্যের যে শান্তরস আনয়ন করিয়াছিলেন, যে পুণ্যচরিতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ধর্ম্মেতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই অনাড়ম্বর বৈরাগ্যকথা স্মরণ করিলে আজিও আমাদিগকে অপূর্ব্বপুলকে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। কালের অখণ্ডনীয় পরিবর্ত্তনধারায় আজ যে ধ্বংসাব-শেষের বিরাট্‌ভূমিতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কৌতূহলদৃষ্টি নূতন নূতন তথ্যাবিষ্কারের খ্যাতি-লালসায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, সেই ভূমিখণ্ডেই একদিন বৌদ্ধযোগিগণ পরপারের জন্য প্রশান্ত সুস্থিরমনে মহাপীঠের গভীর সাধনায়

(১) আর তিনটি মহাতীর্থের নাম যথা—কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, কুশীনগর।

নিমগ্ন হইতেন। আবার, এই সারনাথেই মহারাজ অশোকের রাজাজ্ঞা বিঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহার সুচারু পাষাণস্তম্ভ মস্তক উত্তোলিত করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা অশোকের সদ্ধর্ম্মানুরাগের ফলে সারনাথ বৌদ্ধধর্ম্মের মহাপীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অশোকের পরে মহারাজ কনিষ্কও সারনাথ-বিহারের নানা উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিপালক গুপ্তরাজগণও প্রত্যক্ষভাবে এ স্থানের কোন উন্নতি না করিলেও তাঁহাদিগের সময়েই ইহার শিল্পকীর্ত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগের শিল্প-প্রণালীর চিহ্নসকল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাসের যে সূত্রপাত হইয়াছিল, এ স্থানেও তাহার পরিচয় বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নবাভ্যুদয়ে পালরাজগণ কোন প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সারনাথেও তাঁহাদের "শৈ ল গ ন্ধ কু টি"-নির্ম্মাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম-রক্ষার চিহ্নগুলি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্ক-মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল, সারনাথের বিখ্যাত বিহারও তদবধি পতিত হইয়া পড়িল। এই সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া সারনাথ বিদ্যা, সাধনা ও ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া যে খ্যাতি রক্ষা করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস নিতান্ত অবহেলার বিষয় নহে। সারনাথের ইতিহাস বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসেরও একটি বিশিষ্ট অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত। আমরা এখানে সেই ইতিহাস সাধ্যমত লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অনুষ্ঠিত সারনাথের খনন-কার্য্যের বহুপূর্ব্ব হইতেই সারনাথের প্রাচীন ইতিহাস সুধীসমাজে সুপরিচিত ছিল। পালি

পালি-সাহিত্যে সারনাথ

সাহিত্যের সাহায্যে দিয়া সারনাথের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা খনন-কার্য্যের পূর্ব্বেও জ্ঞাত হওয়া যাইত। কিন্তু প্রয়োজনাভাবে সেরূপ ইতিহাস-সঙ্কলন-কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। পালি-সাহিত্যে অবশ্য সারনাথের নাম ছিল "ই সি প ত ন মি গ দা য়"। এই নামের ও সারনাথনামের উৎপত্তি ও প্রচলন কিরূপে হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। পালি-সাহিত্যে "ইসি-পতন মিগদায়ে"র যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায় এবং যে সকল উল্লেখের সাহায্যে একটা ইতিহাস খাড়া করা যাইতে পারে, সেগুলি প্রায়শঃই ঔপাখ্যানিক (Legen-

dary)। এই ওপাখ্যানিক ইতিহাস এতদিন ঠিক ঐতিহাসিক হিসাবে সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। তবে সারনাথের খনন-কার্য্যের ফলসমূহ এখন এই— ওপাখ্যানিক প্রমাণগুলিকে অনেকাংশে দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মকীর্ত্তির "সদ্ধর্ম্ম-সংগ্রহ" নামক পালিগ্রন্থে যে ধর্ম্ম-কলহের (Schism) কথা পাওয়া যায়, নবাবিষ্কৃত সারনাথের অশোক-স্তম্ভ-লিপিতে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। অশোকলিপির প্রসঙ্গে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে পালি-সাহিত্যের উল্লেখগুলি যে কতদূর আলোচনার যোগ্য তাহা সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন।

বুদ্ধদেবের সহিত সারনাথের সম্বন্ধ

বুদ্ধদেব তাঁহার বুদ্ধত্বলাভের অব্যবহিত পরে সারনাথে আসিয়াই প্রথম ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইখানেই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে "ধ র্ম্ম-চ ক্র-প্র ব র্ত্ত ন-সূ ত্র" নিঃসৃত হইয়াছিল। সারনাথে বসিয়াই বুদ্ধদেব শ্রেষ্ঠিপুত্র যশ ও তাঁহার পিতাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। আবার এই স্থানেই ভগবান্ বুদ্ধদেব "উ দ পা ন দূ স ক জাতক" বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল নানা কারণে সারনাথ বুদ্ধদেবের জীবনীর সহিত বিশিষ্টভাবে জড়িত হইয়া আছে।

বুদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার-কাহিনী

বুদ্ধত্বলাভের পর অষ্টম সপ্তাহে বুদ্ধদেব ক্ষিরিপল্লবন হইতে অজপাল-ন্যগ্রোধ-মূলে আগমন করিলেন।(২) যখন তিনি এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি যে সত্যালোক লাভ করিয়াছেন, তাহা জন-সাধারণে প্রচার করিবেন কিনা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যে মানুষ সংসারে বাস করে, নানা রমণীয় বিলাস-দ্রব্যে যে অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে কারণতত্ত্ব, প্র তী ত্য স মু ৎ পা দ, বাসনোচ্ছেদ প্রভৃতি নির্ব্বাণলাভের উপায়সকল ধারণা করা বড়ই

(২) "অজপাল" বৃক্ষকে ভ্রমক্রমে হার্ডি সাহেব সর্ব্বত্র "অজাপাল"রূপে লিখিয়াছেন। (See "A Manual of Buddhism" by Hardy, p. 183, 184) মূলে আমরা "অজপাল" শব্দ দেখিতে পাই। যথা:—"অথ খো ভগবা সত্তাহস্স অচ্চয়েন তম্হা সমাধিম্হা বুট্ঠহিত্বা রাজায়তনমূলা যেন অজপালনিগ্রোধ তেন উপসংকমি * * *। মহাবগ্গ (I. 4 2-5, 2, Oldenberg's Edition. p. 4)

কঠিন ব্যাপার।(৩) তিনি যদি এই ধর্ম্ম তাহাদিগের নিকট প্রচার করেন, আর যদি তাহা তাহারা না বুঝিতে পারে, তবে ইহা তাঁহার পক্ষে একান্তই বৃথা হইবে। এইরূপ নানা চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে ধর্ম্ম-প্রচার করিবেন না, ইহাই স্থির করিলেন। তখন ব্রহ্মা স হ ম্প তি(৪) দেখিলেন যে তাহা হইলে ত পৃথিবীর বড়ই সর্ব্বনাশ, "ন স্ স তি ব ত ভো লো কো, বি ন স্স তি ব ত ভো লো কো", বুদ্ধ যে প্রচার করিতে বীতরাগ হইতেছেন। তখন তিনি বায়ুবেগে বুদ্ধদেবের নিকট আগমন করিয়া যোড়হস্তে বলিলেন, "প্রভু, কৃপা করিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করুন, অজ্ঞান চলিয়া যাইবে (দে সে তু ভ ব ন্তে ভ গ বা ধ ম্মং ··· অ ঞ্ঞা তা রো ভ বি স্ স ন্তী তি)। এখনও সাংসারিকতাবর্জ্জিত বহুলোক আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মগ্রহণ না করিলে একেবারে অধঃপতিত হইবেন"— ইত্যাদি, ব্রহ্মা এইরূপে তিনবার তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইলেন। তখন বুদ্ধদেব বহু বিবেচনা করিয়া সম্মতি দান করিলেন।(৫) অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তখন বুদ্ধদেবের মনে হইল, "কাহার নিকট ধর্ম্ম-প্রচার করিব? কে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ?" তাঁহার স্মরণ হইল যে আলার কালামো এবং উদ্দক রামপুত্ত ইঁহারা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই কিছুদিন পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

(৩) আমি এখানে বুদ্ধদেবের হীনযানীয় (Southern school) মতের জীবনী অনুসরণ করিয়াছি। অন্য মতের জীবনীর সহিত ইহার বিশিষ্ট প্রভেদগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় মতের জীবনীতে লিখিত হইয়াছে, "সমস্ত মনুষ্যগণ পঞ্চ রিপুর প্রভাবে হীনাবস্থায় নিমজ্জিত হইয়া আছে।"—Legend of the Burmese Buddha, by Bigandet Vol. I, p. 112 হিন্দুগণ ছয়টি রিপু বলেন, ইঁহারা পাঁচটি বলিয়াছেন ইহাও তুলনীয়।

(৪) বৌদ্ধগণের নিকট "সহম্পতি" স্বয়ম্ভু বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় জীবনী বলিতেছে—"This Brahma had been in the time of Buddha Kathaba a Rahan under the name of Jhabaka • • ." ব্রহ্মদেশীয় উচ্চারণবশতঃ বোধ হয় কশ্যপ 'কথব' হইয়াছে এবং সব্বকৃৎ 'থবক' হইয়াছে। রহণের অর্থ অর্হন (৯)।

(৫) ব্রহ্মদেশীয় জীবনীতে আছে, তখন বুদ্ধনয়নে তিনি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দেখিলেন যে সংসারে কেহ পাপে সম্পূর্ণতঃ মগ্ন, কেহ অর্দ্ধ মগ্ন এবং কেহ এখনও আশাপ্রদ অবস্থায় রহিয়াছেন।

অতঃপর তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকট আমার বড় ঋণ আছে। অরণ্যবাসের সময়ে তাহারা অনেক উপকার করিয়াছিল" ("ব হূ প কা রা খো মে প ঞ্চ ব গ্ গি য়া ভি ক্ খ্ × ×) তাহাদিগকেই প্রথম ধর্ম্ম দিতে হইবে।" তখন তিনি বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বুদ্ধত্বলাভের পর অষ্টম সপ্তাহে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে বুদ্ধদেব বারাণসীর "ই সি প ত ন মি গ দা য়ে" উপনীত হইলেন। পথে উপক নামক আজীবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।(৬)

সারনাথে বুদ্ধদেব

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তখন সারনাথে বাস করিতেছিলেন। তাহারা বুদ্ধদেবকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া পরস্পরে কহিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ, আয়ুষ্মন্ শ্রমণ গৌতম এখানে আসিতেছেন। তিনি "বাহুল্লিক" (অর্থাৎ যাঁহার বাহ্যাড়ম্বর বেশী, পালিশব্দটিতেই অধিক অর্থ খুলে বলিয়া তাহাই রাখা গেল) এবং "প্রধান বিভ্ভান্তো" (প্রধান বিভ্রান্ত)। তাঁহাকে আমরা অভিবাদন করিব না, তাঁহার প্রতি সম্মানবশতঃ দাড়াইবও না।(৭) একখানা আসন পাতিত করা যাউক, তাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি উপবেশন করিবেন।"(৮) এদিকে কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ যতই তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। যখন বুদ্ধদেব একেবারে সম্মুখীন হইলেন, তখন আর তাঁহারা সম্মান না দেখাইয়া থাকিতে পারিলেন না। যথানির্দ্দিষ্ট আসনে বুদ্ধদেব স্থান গ্রহণ করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিলে, তাঁহারা সহসা ভগবানের নাম ধরিয়া সম্বোধন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলেন। এইরূপ সম্বোধন শুনিয়া বুদ্ধদেব তাহাদিগকে নানা উপদেশ দ্বারা বুঝাইলেন যে, তিনি আর এখন গৌতম নহেন, পরন্তু "স ম্য ক্

(৬) ব্রহ্মদেশীয় বিবরণে মিগদায়=মিগদাবন, বারাণসী=বারাণথা, পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ=পঞ্চরহন্।

(৭) আমি সাধ্যমত মূলের অনুসরণ করিয়াছি। (মহাবগ্গ I. 6 10 seq "বিনয়-পিটকম্" Edited by Oldenberg, Vol. I)। এই সঙ্গে এই উপাখ্যানটী Buddhist Birth-Stories. The Pali Introduction, p. 112 পৃষ্ঠায় যে ভাবে আছে তাহাও তুলনার্থ দ্রষ্টব্য।

(৮) "রহণ গৌদম শিষ্যের অনুসন্ধানে বেড়াইতেছেন, তিনি এখন অন্ন-বস্ত্রের লালসায় ব্যগ্র হইয়া আছেন। আমরা তাঁহাকে সম্মান করিব না।" Legend of the Burmese Buddha, p. 117.

সম্বোধি প্রাপ্ত তথাগত" এই আখ্যা লাভ করিয়াছেন। এইরূপে বহু বাদ-প্রতিবাদের পর পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের অসীম-প্রভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উপদেশ-গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্মমার্গে চিত্তস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইলেন।

"ধম্মচক্কপ্পবত্তনসুত্ত" প্রচার

অতঃপর ভগবান্ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজ্যা-গ্রহণকারিগণের এই দুইটি চরম পন্থা ("অন্তা") পরিহার করা কর্ত্তব্য। কোন্ দুইটি? একটি পন্থা কামনা-সঙ্কুল, হীন, গ্রাম্য, ক্ষুদ্রজনের উপসেব্য, অনার্য্য এবং পরিণাম-বিরস। আর একটি আত্মার ক্লান্তিকর, দুঃখজনক ও অনার্য্য, তাহাও পরিণাম বিরস। হে ভিক্ষুগণ, এই উভয় চরম পথ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যম পথের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ কর। এই পথ দৃষ্টির উন্মোচক, জ্ঞানের সাধক; উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্ব্বাণের বিধায়ক।(৯) এই মধ্যম পথই "আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ"—যথা, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।(১০) হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্য্যসত্য, জন্ম দুঃখকর, জরা দুঃখকর, ব্যাধি দুঃখকর, মরণ দুঃখকর, শোক পরিবেদনা দুঃখকর, দৌর্ম্মনস্য আয়াস,—ইহারাও দুঃখকর। অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ দুঃখকর, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ দুঃখকর। সংক্ষেপে এই পঞ্চোপাদান স্কন্ধই দুঃখকর। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ সমুদায় আর্য্য সত্য। পুনর্জন্মের উৎপাদিকা এই যে তৃষ্ণা তাহা রাগযুক্তা, স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবমানা। তৃষ্ণা ত্রিবিধা,—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখনিরোধ আর্য্য সত্য। পূর্ব্বোক্ত তৃষ্ণার সম্যক্ নিরোধ এবং ত্যাগ, ইহাই শান্তিপ্রদ। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখনিরোধগামী পন্থা আর্য্য-সত্য।(১১) ইহাই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা সম্যক্ দৃষ্টি—ইত্যাদি।

(৯) এই শব্দগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের পারিভাষিক শব্দ। প্রত্যেকটীর ব্যাখ্যা করিতে হইলে অকারণ গ্রন্থ বাড়িয়া যাইবে এবং কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিকও হইবে। এই উভয়বিধ কারণে এ চেষ্টা পরিত্যক্ত হইল।

(১০) প্রাচীন সাহিত্যে পুনরুক্তি দূষণীয় নহে পরন্তু নানা কারণে স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

(১১) অধুনাবিষ্কৃত প্রস্তরের ছত্রোপরি যে কুষাণক্ষুণের একখানি লিপি পাওয়া যায়,

হে ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বানুশ্রুত ধর্ম্মসমূহে দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, জ্ঞান উৎপন্ন হয়, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, বিদ্যা এবং আলোক উৎপন্ন হয়। এবং এই দুঃখই আ র্য্য স ত্য রূপে পরিজ্ঞাতব্য। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ সমুদায় আ র্য্য স ত্য ইত্যাদি পুনরুক্তি। যত-দিন পর্য্যন্ত এই চারি আর্য্য-সত্যে এবং তত্তৎ ত্রিপরিবৃত্ত দ্বাদশাকার সত্যে যথাভূত জ্ঞান ও দর্শন বিশুদ্ধ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেবতালোকে মারলোকে এবং ব্রহ্মলোকে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ সম্যক্ জ্ঞান হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিব না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু এখন আমার জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে, চিত্ত মুক্ত হইয়াছে, ইহাই আমার শেষ জন্ম।" ভগবান্ এই প্রকার বলিলে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের বাক্য অভিনন্দন করিলেন।

এই উপদেশ দিবামাত্রই শ্রীমান্ কৌণ্ডিন্যের বিগতরজঃ ও বিগতমল ধর্ম্ম চক্ষু উৎপন্ন হইল—"যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মক সে সমস্তই নিরোধধর্ম্মক।" এই প্রকারে ভগবান্ "ধ র্ম্ম চ ক্র প্র ব র্ত্ত ন" করিলে ভৌম্যদেবগণ শব্দ অনুশ্রাবন করিলেন,—ভগবান্ বারাণসীধামে ঋ ষি প ত ন মৃ গ দা বে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন(১২) করিয়াছেন। ইহলোকে শ্রমণই হউন, ব্রাহ্মণই হউন, দেবতাই হউন, মারই হউন অথবা ব্রহ্মাই হউন, কেহই ইহার প্রতিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।" ভৌম্যদেবগণের শব্দ শুনিয়া "চা তু র্ম্ম হা রা জি ক" দেবগণ শব্দ অনুশ্রাবণ করিলেন,—"ভগবান্ বারাণসীধামে", ইত্যাদি পর্য্যায়রূপ। চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণের শব্দ শুনিয়া

কৌণ্ডিন্যের বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা ও জ্ঞান

…হাতে পালিভাষায় এই আ র্য্য-স ত্যে র কথাই উৎকীর্ণ আছে। যথা, "চত্তার=ইমানিভিক্খবে অ ( ) রিয়-সচ্চানি ( ) ইত্যাদি। বিশেষ আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(১২) সারনাথের অশোক-স্তম্ভে এবং অন্যান্য আবিষ্কৃত মূর্ত্তির সঙ্গে এই "ধ র্ম্ম চ ক্র" সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। "The Preaching of the first Sermon is believed to have taken place in 528 B. C. when the Buddha was thirty-five years of age * * *.

A Pali inscription incised on a fragment of an old stone umbrella, found at Sarnath in 1907 to the west of the main shrine, gives the text of Buddha's first Sermon. It is No D. (c) 11 of the museum collection of A. S. R. for 1906-7 pages 95f.—Catalogue of the Museum of Archæology at Sarnath, p. 2.

ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা যম দেবতা, তুষিত দেবতা, নির্ম্মাণ-রতি, পরনির্মিত দেবতা, বশবর্ত্তিনী দেবতা, ব্রহ্মকায়িক দেবতা শব্দ অনুশ্রাবণ করিলেন,—"ভগবান্ বারাণসাধামে" ইত্যাদি পুনরুক্তি। সেই মুহূর্ত্তে—সেই ক্ষণে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত শব্দ উত্থিত হইল:—দশ সহস্র লোকধাতু কম্পিত হইল, প্রকম্পিত হইল, বেপমান হইল, দেবতাদিগের দৈবতেজ অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় উল্লাসধ্বনি ও জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ভগবান্ আবেগভরে বলিলেন—"কৌণ্ডিন্য (জ্ঞাত) জানিয়াছে, কৌণ্ডিন্য জানিয়াছে।" এই প্রকারে আয়ুষ্মান্ কৌণ্ডিন্যের "অ জ্ঞা ত কৌ ণ্ডি ন্য" এই নামকরণ হইল।(১৩)

বুদ্ধদেবের প্রথম পঞ্চ-শিষ্য গ্রহণ

অতঃপর কৌণ্ডিন্য বুদ্ধদেবের নিকট অন্যান্য পঞ্চবর্গীয়গণকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রার্থনা জানাইলে বুদ্ধদেব বলিলেন,—"সন্নিহিত হও, ভিক্ষুগণ, ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, তোমরা এক্ষণে শুদ্ধির দ্বারা সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি কর।" এইরূপে ই সি প ত ন মি গ দা য়ে সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম-সমাজ গঠিত হইয়াছিল।(১৪) এই পুরাণের অন্তভাগে লিখিত আছে যে, "এই সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছয় জন মাত্রই ধর্ম্মাত্মা ছিলেন।" অর্থাৎ বুদ্ধ এবং পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ।(১৫)

অতি প্রাচীনকালে বারাণসী নগরে যশ নামে একজন শ্রেষ্ঠিপুত্র ছিলেন।(১৬) তাঁহার হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি যখন তাঁহার বর্ষাপ্রাসাদে বাস করিতেন, তখন তিনি তথায় বাদ্য ও বাদিকাগণ

(১৩) "ধম্মচক্ক পবত্তন বগগো দুতিয়ো।"—সংযুত্ত-নিকায়. (Samyutta 5. Pali Text Society) p. 420; Also compare "The Life of the Buddha (Tibatan)" transl by W. W. Rockhill, p. 36, 37.

(১৪) মহাবগগ I. 6-10 seq. (Vinaya Pitakam Edited by H. Oldenberg, Vol. I.)

(১৫) এই সঙ্গে ইহাও তুলনীয়—"In a temple at Amoy, Bishop Smith saw eighteen images, which were said to represent the eighteen original disciples of Buddha"—Hardy's "A Manual of Buddhism." p. 184. foot-note.

প্রথম প্রচারে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের যে মূর্ত্তি ভূ-খননে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নিম্নাংশে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের মূর্ত্তিও উৎকীর্ণ আছে।

(১৬) ব্রহ্মদেশীয় জীবনীতে যশ রথ (Ratha) নামে পরিচিত হইয়াছিল।

দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া চারি মাসকাল অতিবাহিত করিতেন, প্রাসাদের নিম্নে পর্য্যন্ত অবতরণ করিতেন না। একদিন রাত্রিকালে তিনি সহসা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার গায়িকা ও বাদিকাগণ বিভোরে নিদ্রা যাইতেছে। কাহারও কণ্ঠে বীণা লম্বমানা, কাহারও হস্তে মৃদঙ্গ, কেহ মুখব্যাদান করিয়া নাসিকাগর্জ্জন করিতেছে, কাহারও মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতেছে, কেহ ঘুমন্ত অবস্থায় নানারূপ প্রলাপ বকিতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ একেবারে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, "এ যে জীবন্ত শ্মশান, এ যে মহা উপদ্রব! মহা উপসর্গ!! ("উ প দ্দ্ তং ব ত ভো, উ প স্ স ট্ঠং ব ত ভো।"(১৭) ইহা পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। মনে সহসা ঘোর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।(১৮) গৃহদ্বারে ও নগরদ্বারে কেহই বসিয়াছিল না। তিনি বারাণসীর উত্তরে ই সি প ত ন মি গ দা য় নামক স্থানে গমন করিলেন। তখন প্রভাত কাল, চারিদিক্ উষার শুভ্র জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত। ভগবান্ বুদ্ধদেব সেই সময়ে "চং ক ম ণে"র উপর পাদচারণ করিতেছিলেন। শ্রেষ্ঠীপুত্রকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বুদ্ধদেব চংক্রমণ হইতে অবতরণ করিয়া স্বকীয় আসনে উপবেশন করিলেন। যশ তাঁহার অনতিদূরে উপবেশন করিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "উ প দ্দ্ তং ব ত ভো উ প স্ স ট্ঠং ব ত ভো" ইত্যাদি। বুদ্ধদেব তাহাকে বলিলেন, "হে যশ, এখানে কোন উপদ্রব নাই, এখানে কোন উপসর্গও নাই। যশ, এস, উপবেশন কর, তোমাকে আমি ধর্ম্মোপদেশ দান করিব।" তখন যশ ভগবান্‌কে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তদেশে উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান্ বুদ্ধদেব যশকে নিম্নলিখিত উপদেশবাণী আনুপূর্ব্বিক-ভাবে বর্ণনা করিলেন, "দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, বৈরাগ্যের কথা, পরোপকারের কথা, সংক্লেশ, নৈষ্কাম্য ও আনৃশংস কথা প্রকটিত করিলেন।

বুদ্ধদেবের নিকট যশের এবং তাঁহার পরিজনবর্গের শিষ্যত্ব-গ্রহণ

(১৭) "দেহের অবস্থাসমূহ ও প্রকৃতি প্রকৃতই মানুষের একটি মহাভারস্বরূপ। আমাদের এই স্থূল প্রকৃতি নানা দুঃখ ও বিষাদের কারণ।" Burmese Buddha. p. 100.

(১৮) বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ জাতকেও ইহার অনুরূপ ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন ভগবান্ বুঝিতে পারিলেন, যশ মৃদু ও প্রসন্নচিত্ত তখন বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপদেশবাণী প্রকাশ করিলেন--"স মু দ য় (১৯) দুঃখপূর্ণ, নিরোধই একমাত্র প্রকৃত পথ।"—["বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া যশ (রথ) বিবিধ বর্ণ-ধারণক্ষম শ্বেতবস্ত্রের ন্যায় নিজকে সমস্ত রাগাদিশূন্য বলিয়া অনুভব করিলেন।"] (২০) এদিকে যশের মাতা যশকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার স্বামীর নিকটে তাঁহার নিরুদ্দেশ-বার্ত্তা জানাইলেন। যশের পিতা চারিদিকে লোক প্রেরণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, যশ তখন ঋষিপতনে অবস্থান করিতেছেন। যশের পিতা শ্রেষ্ঠী (শেঠ) তখন পুত্রের অনুসন্ধানে তথায় উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধদেবের নিকট শ্রেষ্ঠী উপস্থিত হইলে বুদ্ধদেব তাঁহাকে যশের বৈরাগ্যের বিষয় আনুপূর্ব্বিকভাবে বর্ণনা করিলেন। শ্রেষ্ঠী ভগবান্ বুদ্ধের নিকট—'মার্গপ্রদর্শক' দীপধারণরূপে স্তুতি ও ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ) শরণ প্রভৃতি উপদেশ-গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত উপাসকত্ব স্বীকার করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে তিনিই প্রথম উপাসক-রূপে খ্যাত হইয়াছেন। অতঃপর—শ্রেষ্ঠী যশকে উপবিষ্ট দর্শনে (২১) তাঁহাকে তাঁহার মাতার জীবনদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। যশ বুদ্ধদেবের মুখের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। তখন যশের পিতা বুঝিলেন যে, যশের আর সংসারী হওয়া উচিত নহে। তদনন্তর শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে তাঁহার গৃহে যশের সহিত পদার্পণ করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। বুদ্ধদেবও তাহা স্বীকার করিলেন। শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে যশ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছা করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট মনোগতভাব প্রার্থনার সহিত জানাইলেন। তখন বুদ্ধদেব যশকে ব্রহ্মচর্য্য পালনাদির আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে একদিন বুদ্ধদেব শ্রেষ্ঠীর গৃহে গমন করিয়া যশের মাতা প্রভৃতিকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। তাঁহারা সকলেই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এদিকে "যশ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া কাষায়-

(১৯) "সমুদয়" অর্থে বৌদ্ধগণ সমস্ত উৎপত্তিশীল পদার্থকে বুঝাইয়া থাকেন।

(২০) Burmese Buddha p 121.

(২১) ব্রহ্মদেশীয় জীবনীতে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব যশকে তাহার পিতার নিকট কিছুকালের জন্য অদর্শন করিয়াছিলেন।

বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে" শুনিয়া চারিটী কাশীর গৃহী যশের বন্ধু (২২) প্রব্রজ্যার উপর শ্রদ্ধালু হইয়া যশের সাহায্যে বুদ্ধসমীপে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও পঞ্চাশৎ জন ধনাঢ্য গৃহী বুদ্ধের শিষ্য হইলেন। এই সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ষাট জন "উপাসক" (বৌদ্ধ) বর্ত্তমান ছিলেন।(২৩) এই সমগ্র দীক্ষাগ্রহণ-কার্য্য সারনাথেই সম্পাদিত হয় বলিয়া এই আখ্যায়িকাটী এস্থানে সংকলিত হইল।

ভগবান্ বুদ্ধদেব ঋষিপতনে অবস্থানকালে একটি উ দ পা ন দূ ষ ক শৃগাল-সম্বন্ধে এই জাতকটি বর্ণনা করিয়াছিলেন।(২৪) একটি শৃগাল ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের

উদপানদূষক জাতক

পানীয় জলরাশির (যাহা উদপানে সঞ্চিত থাকিত) উপর প্রস্রাব করিয়া পলায়ন করিত। একদিন শ্রমণগণ শৃগালকে উদপানসমীপে পুনরাগত দেখিতে পাইয়াই লগুড় দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। শৃগাল ক্লান্ত হইয়া পলায়ন করিল। তদবধি শৃগাল ঐ স্থানে কদাপি আর আসিত না। ভিক্ষুগণ এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া একদিন ধর্ম্ম-সভাতে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—"উদপানদূষক শৃগাল শ্রমণগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়া অবধি আর এদিকে দৃষ্টি-গোচর হয় না।" ইহা শুনিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিলেন,—"যেমন এখন, তেমনি পূর্ব্বেও এই শৃগাল উদপান-দূষকই ছিল" এই বলিয়া অতীত কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—প্রাচীন-কালে বারাণসীতে ঋষিপতনও এই-ই ছিল, উদপানও এইটিই ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বারাণসীর কোন কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক তিনি ঋষিগণপরিবৃত হইয়া ঋষিপতনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন একটি শৃগাল এই উদপানটিই দূষিত করিয়া একদিন পলায়ন করিতেছিল। তাপসগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া কোন প্রকারে গ্রহণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকটে আনয়ন করিল। বোধিসত্ত্ব শৃগালের সহিত আলাপ

(২২) তাহাদের নাম—সুবাহু, পূর্ণজি, গবম্পতি ও বিমল।

(২৩) Mahāvagga (Text) p. 15. for the Tibetan version, look up. Rockhill's Life of the Buddha, pp 38-39. তিব্বতীয় জীবনীতে এই উপাখ্যানটী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

(২৪) Jātaka (II. 354).

করিতে করিতে একটি গাথা গান করিলেন,—"হে সৌম্য, অরণ্যবাসী চির-রাত্রি-তপস্বী ঋষিগণের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উদপান তুমি দূষিত করিয়াছ কেন?" এই গাথা শুনিয়া শৃগালও একটি গাথা গাহিল,—"শৃগালদিগের এই ধর্ম্ম যে, যেখানে জলপান করে, সেইখানেই প্রস্রাব করে। ইহাই তাহাদের পিতৃ-পিতামহগণ কর্ত্তৃক আচরিত ধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম ত্যাগ করান আপনার উচিত নয়।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব আর একটি গাথা গাহিলেন,—"যাহাদের ধর্ম্ম এইপ্রকার তাহাদের আবার অধর্ম্ম কিরূপ? আমি ত তোমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" এইরূপে বোধিসত্ত্ব তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া পরে বলিলেন,—"তুমি চলিয়া যাও। এখানে আর আসিও না।" শৃগাল চলিয়া গেল। তদবধি শৃগালকে আর সে স্থানে কেহ দেখিতে পায় নাই।

বুদ্ধঘোষের উল্লেখ

"ম হা প দা ন সু ত্তে" র টীকায় বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, "ই সি প ত ন মি গ দা য় নামক স্থানই ধ র্ম্ম চ ক্র-প্র ব র্ত্তন নামে কথিত হয়।"

"খেমে মিগদাযে"

এই কথার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে টীকাকার বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন;—"সেই সময়ে "ইসিপতন" (সং ঋষিপতন) মঙ্গলময় উদ্যানরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। মৃগগণ নির্ভয়ে বাস করিবে, এই উদ্দেশ্যে উদ্যানটি প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে "মিগদায়" (সং মৃগদায়) বলা হইত। এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করিয়াই "খেমে মিগদায়ে" বাক্যাংশ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বুদ্ধ (গৌতম) ও অপর বুদ্ধগণ ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত আকাশ-মার্গাবলম্বনে সর্ব্বপ্রথমে ঐ স্থানেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (কোন কারণ-বশতঃ ভগবান্ গৌতম পদব্রজে তথায় আসিয়াছিলেন টীকায় একথারও উল্লেখ আছে।)

"ধম্মপদে" উল্লেখ

"নন্দিয়বত্থু" (২৫) নামক উপাখ্যানের ঘটনাস্থল ইসিপতন মিগদায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া নন্দিয় মনে করিলেন যে, "সংঘ"কে (সম্প্রদায়) কয়েকটি বাসগৃহ দান করা পুণ্যের কার্য্য। অতএব তিনি একটি চতুঃশালা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং চারিটি কক্ষ ও নানা আসনের দ্বারা তাহা শোভিত

(২৫) ধম্মপদ, ১৬শ বগ্গ, ৯ম বত্থু।

করিলেন। বুদ্ধদেবকে ইহার কর্ত্তা করিয়া চতুঃশালাটি সংঘকে প্রদান করা হইল। ইসিপতন মহাবিহারে ইহা স্থাপিত ছিল।

দ্বাদশ বৎসরান্তে বোধিসত্ত্ব "তুষিত-ভবন" হইতে অবতীর্ণ হইবেন। "শুদ্ধাবাস" দেবগণ জম্বুদ্বীপস্থ প্রত্যেক বুদ্ধগণকে(২৬) সংবাদ দিলেন, "বোধিসত্ত্ব অবতীর্ণ হইবেন, তোমরা বুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর।" অতঃপর ঐ সকল প্রত্যেক বুদ্ধ নিজের নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করিয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

সারনাথের প্রাচীন নামের উৎপত্তি-বিচার

(১) ঋষিপতন

বারাণসী হইতে অর্দ্ধযোজন দূরস্থ মহাবনে পঞ্চশত প্রত্যেক বুদ্ধ বাস করিতেন(২৭)। তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক্ ভাবে ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণপূর্ব্বক নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের স্ব স্ব মাংস-শোণিতময় দেহ তেজোধাতুর দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া গেল। শরীরগুলি ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিপতিত হইল।

ঋষিগণ এখানে পতিত হইয়াছিলেন অতএব ইহার নাম হইল "ঋষিপতন"।(২৮) ফরাসী পণ্ডিত সেনার (Senart) "ঋষিপতন" হইতে যে, "ইসিপতন" নাম হইয়াছে, ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে এই নাম ব্যতীত আরও দুইটি নাম জ্ঞাত হওয়া যায় যথা—ঋষিপত্তন ও ঋষিবদন। তাঁহার মত এই যে, পূর্ব্বে সারনাথের নাম ঋষিপত্তনই ছিল, কালক্রমে তাহা অপভ্রষ্ট হইয়া ঋষিপতন হইয়াছে। তাই পরবর্ত্তী নামটি

(২৬) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের ভাষায় "পচ্চেক বুদ্ধ" (প্রত্যেক বুদ্ধ) সম্যক্ সংবুদ্ধ (সম্মাসম্বুদ্ধ) নহেন। কারণ, বুদ্ধের সম্যক্ সংবুদ্ধরূপে আবির্ভাবের নিমিত্ত একটী বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল। "Buddha" by Dr. H. Oldenberg, p. 120 footnote.

(২৭) প্রাচীন পালি গ্রন্থাদি হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, যখন সম্যক্ সংবুদ্ধগণ অবতীর্ণ হয়েন নাই— অথবা তাঁহাদিগের দ্বারা কোন ধর্ম্মসংঘ স্থাপিত হয় নাই, তখনই প্রত্যেক-বুদ্ধগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ('Apadana" folke of the Phayre Mss.) কিন্তু পরবর্ত্তি গ্রন্থাদি হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক-বুদ্ধগণ যে শুধু সেই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন তাহা নহে—পরন্তু বুদ্ধের সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন। কারণ বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্বে আমাব্যতীত প্রত্যেক-বুদ্ধগণের তুল্যকক্ষ আর কেহ নাই।

(২৮) "ঋষয়োঽত্র পতিতা ঋষিপতনম্"—মহাবস্তু-অবদানঃ (Le Mahavastu, Vol. I, p. 359)

সমর্থন করিবার নিমিত্ত একটি গল্প রচিত হইয়াছে, ইত্যাদি।(২৯) আমাদেরও মনে হয় সেনারের মতই যুক্তিযুক্ত। কারণ ম হা ব স্তু তে ই লিখিত হইয়াছে যে— প্রত্যেক বুদ্ধগণের পতনের পূর্ব্বে বারাণসীর অর্দ্ধযোজন দূরে তাঁহারা মহাবনে বাস করিতেন। আর তাঁহারা যখন পঞ্চশত জন একত্র হইয়া বাস করিতেন, তখন উক্ত স্থান ঋষিগণের একটি পত্তন ছিল, ইহাই স্বাভাবিক। পতন হইতে বদন অপভ্রষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। প্রাকৃতের নিয়মানুসারে 'প' স্থানে 'ব' এবং 'ত' স্থানে 'দ' হইয়া থাকে। সুতরাং ঋষিপতন কোনো সময়ে ঋষিবদনরূপে উচ্চারিত হইত।(৩০) মহাবস্তুতেও ঋষিবদনের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—"ঋষিবদনস্মিং" (p. 43, 307), "ঋষিবদনে মৃগদায়ে" (p. **823, 324**) আবার ইহাতে ঋষিপত্তনে"রও উল্লেখ আছে। (See p. **366-68**) ললিতবিস্তরের গাথায়ও এই নাম উক্ত হইয়াছে।

এইবার "মিগদায়" বা "মিগদাব" লইয়া বিচার। এই সম্বন্ধে নিগ্রোধমিগজাতকের (৩১) অনুরূপ একটি উপাখ্যান মহাবস্তুতে পাওয়া যায়। উপাখ্যানটি এই—"কোন এক সময়ে এই সুবিস্তীর্ণ বনখণ্ডে রোহক নামে একজন মৃগরাজ সহস্র মৃগযূথের রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল, একের নাম ন্যগ্রোধ, অন্যের নাম বিশাখ। মৃগরাজ তাঁহার একপুত্রকে মৃগযূথ হইতে পঞ্চশত, অপর পুত্রকেও পঞ্চশত মৃগ দান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন কাশীরাজ্যের রাজা ব্রহ্মদত্ত সর্ব্বদা এই বনখণ্ডে মৃগয়া করিতে আসিয়া সকল-

(২) মিগদায়

(২৯) "En dépit de cette étymologie, les deux orthographes du mot, familieres à notre, sont, non pas ঋষিপতন, mais on ঋষিপত্তন on ঋষিবদন. J'ai donné la préference à cette Seconde forme (ordinaire aussi daus les gathas du Lat. Vist.)

(৩০) চীনদেশীয় গ্রন্থে ও দিব্যাবদানেও "ঋষিবদন" উক্ত হইয়াছে। Divyāv. p. 393, A-yu-wang-ching, ch. 2. ; The Divyav. at p. 464. ইচিঙ ঋষিপত্তনকে ঋষির পত্তনরূপে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু ফাহিএন্ (Fahien) নিঃসন্দেহে বলিয়াছেন যে একটী প্রত্যেক-বুদ্ধই "ঋষিপত্তন" এই নামকরণের প্রণেতা।

(৩১) Jātaka. I. 149. এই জাতকটী হরেঙ সঙ্গের বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আর পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হইল না।

দিকের বহুমৃগ হনন করিতেন। তাঁহার দ্বারা মৃগ ততগুলি নিহত হইত না, যতগুলি তাঁহার দ্বারা আহত হইয়া বনগুল্মে, গহনবনে, শরবনে, কণ্টকবনে প্রবেশ করিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিত। সেই সকলস্থানে আবার মৃত মৃগগুলি কাক-শকুনি প্রভৃতির দ্বারা আহাররূপে পরিণত হইত। একদিন ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ তাহার ভ্রাতা বিশাখকে বলিল, "আমরা কাশীরাজকে জানাইতে চাই যে তাঁহাদ্বারা যত না মৃগ নিহত হয়, তত আহত হইয়া গহনপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া কাক-শকুনি কর্তৃক অকারণ ভক্ষিত হয়। আমরা রাজাকে প্রত্যহ একটি করিয়া মৃগ পাঠাইব এবং সে নিজেই তাঁহার মহানসে প্রবেশ করিবে। এইরূপে বোধহয় মৃগযূথ সমগ্রভাবে ধ্বংসের হাত হইতে কতকটা রক্ষা পাইবে।" তাহার ভ্রাতা বিশাখ উত্তরে বলিল, "আচ্ছা, এইরূপই বলা যাইবে।" ঠিক এই সময়ে কাশীরাজও মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন। অসি, ধনু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে আবৃতদেহ সৈন্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত কাশীরাজ যূথপতি মৃগরাজ-দ্বয়কে তাঁহার দিকে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। তাহারা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে আসিতেছে দেখিয়া রাজা একজন সেনাপতিকে এইরূপ আজ্ঞা দিলেন, "দেখ, তুমি সাবধান হইয়া লক্ষ্য রাখিবে যেন কেহ উহাদিগকে সংহার করিতে না পারে। কারণ, উহারা সৈন্য-সামন্ত দেখিয়া পলায়ন করা দূরে থাকুক, আমাদের দিকেই যখন আসিতেছে, তখন উহাদের কোন অভিপ্রায় আছে বলিয়া মনে করি।" সেনাপতি তখন রাজাজ্ঞায় দক্ষিণে ও বামে সৈন্য-দিগকে যথাযথ সরাইয়া তাহাদিগের জন্য একটি রাস্তা করিয়া দিলেন। অতঃ-পর মৃগদ্বয় রাজার নিকটে যাইয়া তাঁহার জানুতে প্রণিপাত করিল। রাজা মৃগরাজদ্বয়কে জিজ্ঞাসিলেন যে, তাহাদের কি কার্য্য বা জিজ্ঞাস্য আছে। তাহারা তখন দিব্য মনুষ্যভাষায় রাজাকে এইরূপ নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমরা আপনার রাজ্যে এই বনখণ্ডে বহুশত মৃগ বাস করিয়া থাকি। যেরূপ মহা-রাজের নগর, পত্তন, গ্রাম প্রভৃতি জনপদ মনুষ্য, গো, বলিবর্দ্দ, দ্বিপদ-চতুষ্পদাদি প্রাণীসহস্র দ্বারা সুশোভিত হয়, সেইরূপ বনখণ্ড আশ্রমসকল, নদী, প্রস্রবণ ও মৃগ-পক্ষী দ্বারাও শোভা লাভ করে। আমরা মহারাজকে এই সকল অধিষ্ঠানের অলঙ্কারস্বরূপ বলিয়াই জানি। এই সকল দ্বিপদ-চতুষ্পদ একমাত্র মহারাজের অধীনেই বাস করে। তাহারা গ্রাম, অরণ্য বা পার্ব্বত্যস্থান

যেখানেই থাকুক না কেন, তাহারা যখন মহারাজের শরণ লইয়াছে তখন তাহারা মহারাজের অবশ্য চিন্তনীয় ও পরিপালনীয়। মহারাজই তাহাদের প্রভু, তাহাদের অন্য রাজা নাই। যখন মহারাজ মৃগয়ায় বহির্গত হন, তখন বহু মৃগ একসঙ্গে অকারণ হত্যাকাণ্ডে বিনষ্ট হইয়া পড়ে। মহারাজকর্ত্তৃক তাহারা তত নিহত হয় না, যত শরদ্বারা আহত হইয়া কণ্টকবনে, কাশবনে প্রবেশ করিয়া মরণান্তর কাক প্রভৃতি পক্ষী দ্বারা নিয়তই ভক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে মহারাজকে অবশ্যই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইতেছে। যদি মহারাজের সদয় আজ্ঞা হয় ত আমরা এই দুইজন যূথপতি প্রত্যহ একটি করিয়া মৃগ মহারাজের মহানশের জন্য প্রেরণ করিব। একদিন এক যূথ হইতে অপর দিন অন্য যূথ হইতে মৃগ প্রেরণ করিব। তাহাতে মহারাজের মাংসভোজের ব্যাঘাত হইবে না, প্রত্যবায়ও ঘটিবে না, অথচ মৃগগুলিও এককালে নিধনপ্রাপ্ত হইবে না।" এই বাক্য শুনিয়া কাশীরাজ মৃগযূথপতিদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তদনুসারে যাহাতে কাহারও দ্বারা মৃগ নিহত হইতে না পারে, সে বিষয়ে তিনি অমাত্যদিগকেও সাবধান করিয়া দিলেন। রাজা নগরে চলিয়া গেলে যূথপতিগণ সমস্ত মৃগগণকে আহ্বান করিয়া নানাভাবে আশ্বস্ত করিলেন। তাহাদিগকে জানাইলেন যে, রাজা আর মৃগয়ায় আসিবেন না, কিন্তু তাঁহার নিকটে একটি করিয়া মৃগ প্রত্যহ পাঠাইতে হইবে। ইহার পর তাঁহারা সমস্ত মৃগগুলিকে গণনা করিয়া প্রধান দুই যূথে বিভক্ত করিলেন। সেই সময় হইতে নিয়মানুসারে একযূথ হইতে একদিন অপর যূথ হইতে অন্যদিন একটি করিয়া মৃগ রাজদরবারে যাইতে লাগিল।

এক সময়ে রাজার মহানশে যাইবার জন্য বিশাখের যূথ হইতে একটি গর্ভিণী মৃগীর পালা আসিল। তাহাকে যাইবার জন্য আ জ্ঞা প ক (মৃগের সর্দ্দার) যথাকালে নির্দ্দেশ করিলেন। গর্ভিণীটি মৃগের সর্দ্দারকে বুঝাইয়া বলিল যে, তাহার গর্ভে দুইটি মৃগশিশু বর্ত্তমান, সে প্রসব করিবার পর গেলে তিনটি পালায় যাওয়া যাইবে, সুতরাং সকলদিকেই সুবিধা হইতে পারিবে। মৃগের সর্দ্দার তখন এই বিষয়টি যূথপতিকে জানাইল। ইহাতে যূথপতি তাহার বদলে অন্য কোন মৃগকে যাইতে আদেশ করিলেন। তখন মৃগগণ একে একে সকলেই এই "ওজর" করিল যে, তাহাদের পালা না আসা পর্য্যন্ত তাহারা কেহই

যাইতে ইচ্ছুক নহে। তখন—গর্ভিণী মৃগীটি অপর যূথে অর্থাৎ ন্যগ্রোধের যূথে যাইয়া যূথপতিকে তাহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। সে যূথেও সেইরূপে কেহই যাইতে স্বীকার করিল না। তখন ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ অন্য মৃগগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা কৃতনিশ্চয় হও, যখন আমি এই মৃগীটিকে অভয় দান করিয়াছি তখন কখনই উহার প্রাণনাশ হইতে পারে না। আমি স্বয়ং উহার পরিবর্ত্তে মহানশে যাইতেছি।"

অতঃপর মৃগরাজ বনখণ্ড হইতে বারাণসীর পথে যাত্রা করিলেন। পথে যে যে তাঁহাকে দেখিল, সেই সেই তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। জনসমূহ দ্বারা পরিবৃত হইয়া মৃগরাজকে গমন করিতে দেখিয়া নাগরিকগণ বলিতে লাগিল, "ইনিই মৃগের রাজা, সমস্ত মৃগযূথ নিঃশেষ হওয়ায় মহানশের জন্য ইনি স্বয়ং আসিয়াছেন। আমরা রাজার নিকট যাইব এবং এই অধিষ্ঠানের অলঙ্কার-স্বরূপ মৃগরাজ যাহাতে বধপ্রাপ্ত না হন, সেজন্য আমরা কাশীনরেশকে প্রার্থনা জানাইব।" ইত্যাদি। মৃগরাজ মহানশে প্রবেশ করিবামাত্র নাগরিকগণ মৃগরাজ যে সুদর্শন, শান্তপ্রকৃতি এবং নগরোপবনের অলঙ্কারস্বরূপ ইত্যাদি নানা যুক্তি দ্বারা তাঁহার প্রাণভিক্ষা চাহিল। তখন মহারাজ মহানশ হইতে মৃগরাজকে আনাইয়া তাঁহার স্বয়ং আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃগরাজ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলে এই ব্যাপার শুনিয়া মহারাজ এবং অন্যান্য সকলে মৃগরাজের পরম ধার্ম্মিকতায় বিস্মিত হইলেন। মহারাজ মৃগরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যে পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে সে কখনই পশু নয়। বস্তুতঃ আমরাই পশু, কারণ আমাদের কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই। আমি মৃগীর জন্য তোমার আত্মত্যাগ-কাহিনী শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। আমিও তোমার জন্য সমস্ত মৃগ-সমূহকে অভয়-দান করিতেছি। যাও, তোমরা নির্ভয়ে তথায় যাইয়া বাস কর।" মহারাজ এই কথা ঘণ্টা-ঘোষণা দ্বারা নগরে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

দেবলোক পর্য্যন্ত সেই কথা পৌছিল। দেবরাজ শক্র মহারাজকে পরীক্ষা করিবার জন্য বহুশত সহস্র মৃগের সৃষ্টি করিলেন। কাশীবাসিগণ মৃগের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া মহারাজের নিকট এক আবেদন করিল।

এদিকে ন্যগ্রোধ সেই মৃগীকে বিশাখের যূথে যাইতে বলিল। তখন মৃগী

বলিল, "মরিব বাঁচিব ন্যগ্রোধের যূথেই থাকিব" এই বলিয়া এই ভাবের একটি গাথা গাহিল।

তাহার পর কাশীর জানপদগণ মহারাজকে জানাইল —

"উদজ্যতে জনপদো রাষ্ট্রং স্ফীতং বিনশ্যতি।
মৃগা ধান্যানি খাদন্তি তং নিষেধ জনাধিপ॥
উদজ্যতু জনপদো স্ফীতং রাষ্ট্রং বিনশ্যতু।
নত্বেবং মৃগরাজস্য বরং দত্বা মৃষং ভণে॥"

মহারাজ পূর্ব্বে যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, তাহা তেমনই ফিরাইতে পারেন না, ইহা তাহাদিগকে জানাইলেন।

"মৃগাণাং দায়ো দিন্নো **মৃগদায়ো** তি ঋষিপত্তনো।"

মৃগদিগকে দান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, এই স্থানের নাম হইল, "মৃগদায় ঋষিপত্তন"।(৩২)

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—'দায়' শব্দের কোন্ অর্থটী এস্থলে প্রযোজ্য হইবে, দান অথবা বন। Childersএর পালি অভিধানে 'দায়' শব্দের 'বন' অর্থেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।(৩৩) সেনার বা অন্য কোনও বৈদেশিক পণ্ডিত এসম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা শুধু এই ন্যগ্রোধ মৃগের আখ্যায়িকাটী কি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া নানা প্রাচীন গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহারই একটি বিশদ ইতিহাস দিয়াছেন।(৩৪) আমাদের মনে হয়, এ স্থানের সর্ব্ব-প্রাচীন নাম ছিল, মৃগদাব (বন)।(৩৫) বহু মৃগের বিচরণক্ষেত্র বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহার এই সংস্কৃত নাম হইয়া থাকিবে। কালক্রমে উচ্চারণ-দোষে পালিভাষার

(৩২) মহাবস্তু p. 366. ইচিঙ্গ (Itsing) এবং অন্যান্য চীনদেশীয় লেখকগণ মৃগদায়ের অনুবাদ করিয়াছেন "শি-লুয়ে" বা "শিলুলিন" অর্থাৎ মৃগদিগকে প্রদত্ত বনভূমি।

(৩৩) See Chiider's Pali Dictionary, p. 114.

(৩৪) Benfey's Panchatantra, p. 183. Also in the memoires of Hiuen-I-Sang (1. 36. 1) Jataka I. 149 *ff*. জেনারল কানিংহাম ভরতপুরে উৎকীর্ণ চিত্রে এই ঘটনার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন (p. L XLII. 2)। সেই চিত্রের সঙ্গে "ইসিমিগজাতকম্" এই লিপিও যুক্ত আছে। কিন্তু ডাঃ হর্ণলি সাহেব আবার "ইণ্ডিয়ান্ এ্যাণ্টিকুইরী"তে কানিংহামের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

নিয়মানুসারে এই শব্দটী মিগদায়রূপে পরিণত হয়। তখনও সম্ভবতঃ ইহার 'বন' অর্থই প্রসিদ্ধ ছিল। পরে যখন বুদ্ধদেবের সংস্পৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়েরই এক একটা উপাখ্যান রচনা করিবার যুগ আসিল, তখন এই বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের আদিভূমি সারনাথ ন্য গ্রো ধ মৃ গ জা ত কে র ঘটনাস্থল হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় হইতে 'দায়' শব্দের প্রাচীন অর্থ বিলুপ্ত হইল এবং 'দায়' দান অর্থেই এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্যে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহাই বোধ হয় মৃগদাব বা মিগদায় শব্দের মোটামোটি জীবনচরিত।(৩৫)

সারনাথ-নামের ইতিবৃত্ত

আধুনিক সারনাথ নামটী কতদিনের এবং কি ভাবে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এ বিষয়ে বিদেশীয় ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। সারনাথ নামটী যে আধুনিক সে বিষয়ে প্রমাণের অবধি নাই। প্রথমতঃ এ স্থানের খ্যাতির প্রাচীনতম যুগে ইহার নাম ইসিপতন মিগদায় ছিল। সমগ্র বৌদ্ধ-সাহিত্য বিশেষতঃ পালিসাহিত্য এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ যতদিন এ স্থানে বৌদ্ধ-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল অর্থাৎ মৌর্য্যগণের সময়ে, কনিষ্কের সময়ে, ফাহিয়ানের আগমন সময়ে, হুয়েনসাঙ্গের তীর্থযাত্রার সময়ে, এ জনপদ ইসিপতন মিগদায় নামেই পরিচিত হইত। তৃতীয়তঃ যখন এই বৌদ্ধতীর্থ মুসলমানগণকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়, তখন স্থানীয় মহাদেব শারঙ্গনাথের মন্দির বর্ত্তমান ছিল না। বর্ত্তমান থাকিলে অবশ্যই উহাও ধ্বংসমুখে পতিত হইত। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, এ স্থানে বৌদ্ধপ্রভাব লুপ্ত হইবার পর যে কারণে বুদ্ধগয়ায় হিন্দুতীর্থ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই কারণেই শারঙ্গনাথের মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। 'শারঙ্গনাথ' শব্দের অর্থ মৃগাধিপতি। এ স্থানের প্রাচীন নাম 'মৃগদাব' এবং জাতক প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে বুদ্ধদেবই তাঁহার অধিপতি ছিলেন। সুতরাং হিন্দুগণ স্থানীয় প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণ করিয়া যে উপায়ে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের ধর্ম্মকে ধর্ম্মঠাকুররূপে (৩৬) গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই

(৩৫) Some Literary References to the Isipatan by Brindaban Bhattacharya—The Indian Antiquary Vol XIV. p. 76.

(৩৬) এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের মতগুলি অনুসন্ধেয়। N. N Vasu's "Modern Buddhism"এ তাহা অনেকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে।

উপায়েই মৃগাধিপতি ন্যগ্রোধকে অথবা বুদ্ধদেবকে শারঙ্গনাথ মহাদেবরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন।(৩৭) এই পূজা কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিশ্চিতভাবে অবধারণ করিবার উপায় নাই। যদি স্বীকার করা যায় যে, "কাশীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ-বিহার বর্দ্ধিষ্ণু বৌদ্ধপ্রধান স্থান। ব্রাহ্মণগণ না কি কুমারিলের উত্তেজনায় অগ্নি প্রদান করিয়া উহা ভস্মে পরিণত করিয়াছিলেন। কনিংহাম, কিটো, টমাস্ প্রভৃতি উক্ত স্থান হইতে অর্দ্ধদগ্ধ গলিত ধাতুপ্রবাহ এবং ভস্মস্তূপ অপসারণ করিয়াছেন।"(৩৮) তাহা হইলে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, যথন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ তদীয় পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শৈবমত-স্থাপনার্থ বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রসমূহে এক একটী শিব-মন্দির স্থাপন করেন, তখন সারনাথেও এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মত গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে সারঙ্গনাথ মন্দিরের নির্ম্মাণ-সময় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ। অপরপক্ষে, অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে যদি সারনাথ-বিহারের ধ্বংসব্যাপার মুসলমানগণের কার্য্য বলিয়াই গৃহীত হয়, তাহা হইলে শারঙ্গনাথের মন্দির সম্ভবতঃ সেন-রাজত্বের অবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাশীতে লক্ষ্মণসেন জয়-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ শৈব ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। সারনাথ প্রাকৃতের নিয়মানুসারে শারঙ্গনাথ হইতে উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান জনপদকে পরিচিত করিতেছে।

---

(৩৭) অনেকস্থলে মহাদেবের বামহস্তে মৃগ দেখিয়াও মহাদেবকে শারঙ্গনাথ বলা স্বাভাবিক মনে হয়। সারনাথের শিবমন্দিরের নিকট যে একটী পুষ্করিণী আছে, সেটীকে "সারঙ্গতাল" বলা হয়।

(৩৮) আদ্যের গম্ভীরা, ২৪৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বা ইতিহাসের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এলেকজাণ্ডারের আগমনের পূর্ব্বের ভারত-বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুহেলিকার সমাচ্ছন্ন। সে যুগের ইতিবৃত্ত প্রায়শঃ প্রবাদ ও উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, সুতরাং তাহা প্রামাণ্য ইতিহাস-রূপে গৃহীত হইতে পারে নাই। আমরা বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে এ পর্য্যন্ত সারনাথের যে টুকু ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি তাহা এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্গত, অতএব ঐতিহাসিক পরীক্ষায় তাহার মূল্য যথেষ্ট নহে। এইবার আমরা সংক্ষেপে ভারতেতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সারনাথ-কাহিনীর সম্বন্ধ-বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব। এ স্থানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, এই সমগ্র বিষয়টী আধুনিক ভূ-খনন-কার্য্যের ফলাফলের উপরই নির্ভর করিতেছে, সুতরাং ইহা এখনও সম্পূর্ণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ঐতিহাসিক যুগে সারনাথ

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নৃপতিগণের মধ্যে সম্রাট অশোকের সহিত আমরা সর্ব্বপ্রথম এই স্থানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। প্রিয়দর্শী রাজা তাঁহার সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে শিলাফলকে ও শিলাস্তম্ভে বহু-সংখ্যক "ধর্ম্মলিপি"(১) উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। সারনাথ-বিহারেও ২৪২ খৃঃ পূঃ তাঁহার একটী "ধর্ম্মলিপি" সুরম্য স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ধর্ম্মলিপিসমন্বিত এই স্তম্ভ আধুনিক ভূ-খননের শ্রেষ্ঠ ফল-স্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে।(২) লিপির পাঠোদ্ধারে কয়েকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যথা, সে সময়ে বৌদ্ধসংঘে ধর্ম্ম-বন্ধন কতকটা শিথিল হইয়াছিল। তাই "সদ্ধর্ম্মে"র রক্ষক সম্রাট্ অশোক সংঘের

অশোকের স্তম্ভনির্ম্মাণ ও সদ্ধর্ম্মসমাজে কর্তৃত্ব

(১) দেবতাগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলিকে "ধর্ম্মলিপি" নামেই অভিহিত করিয়াছেন। অশোকের ৭ম স্তম্ভলিপি দ্রষ্টব্য।

(২) এই লিপির বিস্তারিত আলোচনা "আর্য্যাবর্ত্তে" ৪র্থ বৎসরের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় করিয়াছি, তাহা ৫ম অধ্যায়ে সংযুক্ত হইবে।

আত্মকলহকারীগণকে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া সংঘচ্যুত করিবার কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই আজ্ঞা যাহাতে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রচারিত হয়, সে জন্যও সম্রাট্ কর্ম্মচারিগণকে উপদেশ দিয়াছেন। সাঞ্চী ও প্রয়াগের স্তম্ভ-লিপিতেও এইরূপ অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনুশাসনে জনসাধারণকে প্রত্যেক "উপোসথ" দিনে বিহারে অবশ্যই আসিতে হইবে, এইরূপ আদেশ উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিষয় হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, সম্রাট অশোক সমস্ত ধর্ম্মসংঘগুলিরই নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং সংঘের নিয়মশৃঙ্খলার কোন প্রকার ত্রুটী হইলেই তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধান করিতেন।

অশোকের এই ধর্ম্মলিপি ব্যতীত তাঁহার আরও একটী ঐতিহাসিক নিদর্শন ভূ-খননে আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সারনাথবিহার তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে স্থানে অশোক-স্তম্ভের নিম্নাংশ বর্ত্তমান তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী ইষ্টক-স্তূপের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৩—১৭৯৪ সালে বারাণসীর দেওয়ান জগৎসিংহ জগৎগঞ্জ নামক মহল্লা নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই স্তূপটীকে ভাঙ্গিয়া তাহার ইষ্টকাদি অপসারণ করেন। সেই জন্য আধুনিক সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃগণ সুবিধার জন্য সেই স্তূপের অবস্থিতিস্থানকে "জগৎসিং স্তূপ" বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় এটী সম্রাট অশোকের সময়কার বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অশোকের সহিত সারনাথের সম্বন্ধ-বিজ্ঞাপক তৃতীয় নিদর্শন একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তূপ-বেষ্টনী (railing)। এটি বিহারের "প্রধান গৃহের"(৩) দক্ষিণ-দিক্স্থ কক্ষের মূলভাগে সুবিখ্যাত মিঃ ওরটেল (Mr. Oertel) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখনও সেই স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে। এই বেষ্টনীর অপূর্ব্ব মসৃণতা ও গঠনের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এটীকেও অশোকের সময়কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন।(৪) ডাঃ ভোগেলের মতে, বুদ্ধদেব যেস্থানে

(৩) সুবিধার জন্য ইহাকে "Main Shrine" বলা হইয়াছে।

(৪) Catalogue of the Museum of Archæology at Sarnath—Introduction, by Dr, Ph. Vogel, p. 3.

Guide to the Buddhist Ruins of Sarnath, by Dayaram Sahni M. A., p. 11.

উপবেশন করিয়া "ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন" করিয়াছিলেন, সেই স্থান অথবা অন্য কোন পুণ্য স্থানকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বেষ্টনী নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের দয়ারাম সাহনী অনুমান করেন—এটি অশোকস্তম্ভকে পূর্ব্বে বেষ্টন করিয়াছিল, পরে এ স্থানে অপসারিত করা হয়। কিন্তু তিনি সন্দেহে পড়িয়াছেন যে অশোক-স্তম্ভের চারিদিকে কোন বেষ্টনী থাকিত কি না। ভারতের (Bharut) স্তূপমধ্যে ধর্ম্মাশোক-বিনির্ম্মিত স্তম্ভ ও স্তম্ভ-বেষ্টনের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।(৫) সুতরাং এই অনুমান নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অতএব এই তিনটী ঐতিহাসিক নিদর্শন হইতে অশোকের সহিত সারনাথ-বিহারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। আমাদের মনে হয়, ধর্ম্মাশোক সারনাথবিহার পরিদর্শন করিতেও আগমন করিয়াছিলেন। ২৪৯ খৃঃ পূঃ ধর্ম্মাশোক কুশীনগর, কপিলবস্তু, শ্রাবস্তী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ সকল বৌদ্ধ-তীর্থের নামের সহিত সারনাথের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ধর্ম্মাশোক যে বুদ্ধদেবের প্রথম প্রচারস্থানে তীর্থযাত্রা করেন নাই ইহা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই তীর্থযাত্রায় ধর্ম্মাশোক যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে এক একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সারনাথের ধর্ম্মলিপিযুক্ত স্তম্ভ দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, ধর্ম্মাশোক তাঁহার তীর্থযাত্রায় নিশ্চয়ই এই বৌদ্ধ মহাতীর্থেও আগমন করিয়াছিলেন।(৬)

সম্রাট্ অশোক ব্যতীত আর কোন মৌর্য্যনৃপতির চিহ্ন এ পর্য্যন্ত সারনাথে আবিষ্কৃত হয় নাই। মৌর্য্যসাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর মহারাজ পুষ্যমিত্র ১৮৪ খৃঃ পূঃ অব্দে শুঙ্গ বা মিত্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরম হিন্দু ছিলেন এবং ভারতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের বিরুদ্ধে অশ্বমেধাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ্য-গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হয়েন। বৌদ্ধনৃপতি মিলিন্দের (Menander) বিরুদ্ধেও তিনি অসি-ধারণ করেন। সুতরাং এবম্বিধ সম্রাট্ বা তাঁহার বংশধরগণের সারনাথের বৌদ্ধ-বিহারের সহিত সম্বন্ধ থাকিবার কোন কারণ নাই। সেইজন্য তাঁহাদের

শুঙ্গরাজ্যাধিকারে বিহারের শিরোন্নতি

(৫) ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "পাষাণের কথা", ৪০ পৃষ্ঠা।

(৬) ঐতিহাসিক ভিন্সেন্টস্মিথ্ অশোকের সারনাথ আগমন বিনা প্রমাণেই স্থির করিয়া লইয়াছেন। Early History of India, p, 147.

কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন আমরা সারনাথে দেখিতে পাই না। তথাপি তাঁহাদের না হইলেও তাঁহাদের সময়কার দুই একটি চিহ্ন ভূ-খনন ব্যাপারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। "যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বড়ই প্রভাব তখন বুদ্ধদেবের পরম ভক্তেরা চাঁদা করিয়া পাথর কাটিয়া আনিয়া বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করিত এবং তাহার ঠিক মাঝখানে বুদ্ধদেবের—অস্থিরক্ষা করিত এবং সেই স্তূপকে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের একত্র মিলন বলিয়া মহাভক্তিভরে তাহার পূজা করিত; সেই স্তূপের চারিদিকে বড় বড় পাথরের রেল দিত। টোকা টোকা থামের উপর রেলিং, আর দুই দুইটা থাম মিলাইবার জন্য তিনটি করিয়া সূচী। এমন করিয়া পালিস করিত যে, হাত দিলে হাত পিছলাইয়া পড়িত। প্রত্যেক থামে, প্রত্যেক সূচীতে ও রেলের প্রত্যেক পাথরে যে চাঁদা দিত তাহার নাম লেখা থাকিত।"(৭) ঠিক এইরূপ কয়েকটী বেষ্টনীর স্তম্ভ সারনাথে অশোকস্তম্ভের চারিপার্শ্বে পাওয়া গিয়াছে। এ গুলিতেও ব্রাহ্মী লিপিতে বৌদ্ধচাঁদাদাতাগণের নাম উৎকীর্ণ আছে। স্তম্ভগুলি শুঙ্গবংশীয় রাজগণের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই আকারের বেষ্টনীস্তম্ভ বুদ্ধগয়াতেও রহিয়াছে, সে গুলিরও নির্ম্মাণকাল শুঙ্গবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে।(৮) বেষ্টনীস্তম্ভ ব্যতীত আরও শুঙ্গরাজত্বের সময়ের দুইটী চিহ্ন আছে। "প্রধান গৃহের" উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রাপ্ত একটী ঘণ্টাকারবিশিষ্ট স্তম্ভশীর্ষ, মিউজিয়াম তালিকায় ইহার সংখ্যা D. (G.) 1. 1 উক্ত গৃহের উত্তরপশ্চিম কোণে ১৯০৬-০৭ সালের খননে প্রাপ্ত একটী মনুষ্য বদনের ভগ্নাংশ। মিউজিয়াম তালিকায় ইহার সংখ্যা (B. I)। শুঙ্গবংশের পরবর্ত্তী কাণ্বংশীয় নৃপতিগণের সময়কার কোন চিহ্ন সাক্ষাৎসম্বন্ধে এখনও বহির্গত হয় নাই।

সারনাথে শক ক্ষত্রপের প্রাধান্য

কাণ্বায়ন-রাজবংশের অবসানের পূর্ব্বেই শকগণ ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশলাভ করে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শক-রাজগণের কোন কোন প্রাদেশিক প্রতিনিধি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া "ক্ষত্রপ" (Satrap) অথবা "মহাক্ষত্রপ" উপাধিতে মথুরা, তক্ষশিলা, প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

(৭) পাষাণের কথা, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত ভূমিকা, ৩ পৃষ্ঠা।

(৮) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস" ৩৩ পৃঃ।

শোদাস অথবা শোংডাস অথবা শুডস-শোডাস নামক এইরূপ একজন ক্ষত্রপের লিপি মথুরায় প্রাপ্ত সিংহ-স্তম্ভ-গাত্রে পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির সময় খৃষ্টীয় ১৫ অব্দে।(৯) ঠিক এই লিপির অনুরূপ অক্ষরে অশ্বঘোষ নামক জনৈক রাজার লিপি (১০) অশোক স্তম্ভগাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমভাগে সারনাথ বিহারে শকজাতীয় ক্ষত্রপগণ কোন না কোন প্রকারে আধিপত্য করিতেন।

কণিষ্কের প্রতিনিধি দ্বারা সারনাথ শাসন

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ইয়ুচি বংশোদ্ভব কুষাণগণ শক-রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়া পশ্চিমভারতে কুষাণরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রথম রাজা কুজুলকদফিসের (Kadphises 1) রাজ্য কাবুল, গান্ধার ও পঞ্চনদে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার পুত্র বিমকদফিসের রাজ্য বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মুদ্রাদি হইতে তাঁহার অসীম শিবভক্তি দেখিয়া বৌদ্ধবারাণসীতে যে তাঁহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে এরূপ অনুমান করা যায় না। ভূখননে অদ্যাবধি তাঁহার কোন চিহ্নই আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার পরে কুষাণ-বংশের সর্ব্বপ্রধান নৃপতি কণিষ্ক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি প্রথম জীবনে অগ্নি-উপাসক এবং আকবরের ন্যায় নানা দেব-দেবীর উপাসক থাকিলেও পরে বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য অশেষপ্রকার যত্ন ও উদ্যম প্রকাশ করেন। তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের "মহাযান" শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং অশোক যেরূপ হীনযান মতাবলম্বিগণের মধ্যে প্রখ্যাতকীর্ত্তি, তিনিও সেইরূপ মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় ভূপতি। সারনাথ-বিহারের সহিত যে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সারনাথে আবিষ্কৃত সর্ব্বপ্রাচীন ও অতি বৃহৎ বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ও তৎসহ তিনটী খোদিতলিপি এ বিষয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। লিপি অনুসারে এই মূর্ত্তিটী

(৯) Journal of the Royal Asiatic Society, 1845. 525; 1904. 703; 1905. 154.

(১০) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অক্ষরসাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছেন "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা", ১৩১২, ৪র্থ সংখ্যা। রাজা অশ্বঘোষের আর একটী ক্ষুদ্র লিপি সারনাথে পাওয়া গিয়াছে।

কণিষ্কের ৩য় রাজ্যাঙ্কে স্থাপিত হইয়াছিল এবং অন্য প্রমাণানুসারে এটী মথুরায় নির্ম্মিত হইয়া ভিক্ষুবল ও পুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক সারনাথবিহারে প্রদত্ত হইয়াছিল। ভিক্ষুবলের এই মর্ম্মের আরও দুইখানি লিপি, একখানি মথুরায় ও অপর খানি শ্রাবস্তীতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সারনাথের এই লিপি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "বারাণসী কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একজন মহাক্ষত্রপের অধীনে একজন ক্ষত্রপ বারাণসী শাসন করিতেন। মহাক্ষত্রপ সম্ভবতঃ মথুরায় বাস করিতেন। ভিক্ষুবল ও পুষ্যবুদ্ধি নিশ্চয়ই রাজদ্বারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, কারণ শকজাতীয় মহাক্ষত্রপ এবং ক্ষত্রপেরা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ভিক্ষুমাত্রেরই আজ্ঞাধীন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ইহাঁরা রাজবংশোদ্ভূত; ইহাঁরা চীর-ধারণপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটনকালে এক এক স্থলে এক একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন।"(১১) এইরূপ মহাক্ষত্রপের অধীন ক্ষত্রপের বারাণসী-শাসন বোধ হয় রাজা অশ্বঘোষের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কুষাণ-নৃপতি কণিষ্কও এই শকপ্রথা বজায় রাখিয়াছিলেন। কণিষ্ক ব্যতীত বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি তাঁহার বংশধরগণের কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন এ পর্য্যন্ত সারনাথে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইহাও বক্তব্য যে, মুদ্রাদি হইতে জানা যায় যে, ইহারা বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের উপরই অধিক অনুরাগী ছিলেন। এই সকল নৃপতির নামোল্লেখ না থাকিলেও বহু আবিষ্কৃত বৌদ্ধমূর্ত্তি কুষাণযুগের নানাবিধ প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কুষাণ-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তর-ভারতে গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত,

গুপ্তাধিকারে বিহারের শিল্পকীর্ত্তির বৃদ্ধি ও ফাহিয়ানের-বর্ণন

কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তনৃপতিগণ নিজেরা আনুষ্ঠানিক হিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপালনের বিরোধী ছিলেন না। তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বৌদ্ধসমাজের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বহু দানের কথা নানা লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি। প্রাচীনকালের হিন্দু নৃপতিগণ কখনই পরধর্ম্ম-দ্বেষী ছিলেন না। উদাহরণস্বরূপ, মহারাজ পুষ্যমিত্র একদিকে যেমন অশ্বমেধ-যজ্ঞাদি করিতেন অপরদিকে আবার তেমনি সারনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধস্থানের

(১১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১২, ৪র্থ সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

ধ্বংসসাধনে কখনও প্রবৃত্ত হয়েন নাই। গুপ্ত নৃপতিগণও অশ্বমেধ যাগ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ বিহারেও সাহায্য প্রদান করিতেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের ধর্ম্মমতও এতাদৃশ উদার ছিল।(১২) সুতরাং অনুমান হয় যে, যদিও গুপ্তনৃপতিগণের মধ্যে এক দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ব্যতীত আর কাহারও কোন লিপি সারনাথে আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি গুপ্তযুগে তথাকার বৌদ্ধধর্ম্ম-সমাজের নানাবিধ উন্নতির কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। এ অনুমানের পোষক-প্রমাণেরও অভাব নাই। সারনাথের অধিকাংশ ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যনিদর্শন গুপ্তযুগেরই পরিচয় প্রদান করে। প্রকাণ্ড "ধামেক" স্তূপ ও "ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তন" নিরত বুদ্ধ এবং অপরাপর সারনাথ-মিউজিয়ামের ৩০০টী মূর্ত্তি গুপ্তযুগেরই বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এই যুগেই সারনাথের মূর্ত্তি-শিল্পে নানা নবকলা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাহারও প্রমাণ পাওয়া এখন সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "প্রধান মন্দিরে"র প্রস্তর-বেষ্টনীর (railing) দুইখানি এবং "জগৎসিং স্তূপের" নিকটবর্ত্তী প্রস্তর-সোপানের একখানি লিপি হইতে গুপ্তাধিকারকালের প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই "সর্ব্বাস্তিবাদী"(১৩) নামক হীনযানের এক শাখা এই বিহারে আধিপত্য করিতেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। "সর্ব্বাস্তিবাদী"গণের শক্তি-

(১২) ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথও এ কথা পুনঃপুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। "* * the conduct of Harsha as a whole proves that *like most of the Sovereigns of Ancient India*, he was ordinarily tolerant of all the forms of indigenous religion and willing that all should share in his bounty"—Imperial Gazettor, Vol VI, p. 298.

(১৩) বুদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভের দুইশত বৎসর পরে, বৈশালীর বৌদ্ধ-সংগীতির সময় হইতে বৌদ্ধগণের নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। সর্ব্বাস্তিবাদিনিকায়ও এই সময়ে সৃষ্ট হয়। নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর পরে এই সম্প্রদায়ের প্রধান শাস্ত্র "জ্ঞানপ্রস্থানসূত্র" রচিত হইয়াছিল। কণিষ্কের সময়ে বসুমিত্র প্রভৃতি ইহারই উপর "মহাবিভাগ" নামে টীকা প্রস্তুত করেন। ফাহিয়ান (৩৯৯-৪১৪) লিখিয়াছেন যে পাটলিপুত্রে, ইহার প্রচার অধিক ছিল। হুয়েনসাঙ্ কাণ্যকুব্জ প্রভৃতি ১৩টী স্থান এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া লিখিয়াছেন। ৭ম—১০ম শতাব্দীর মধ্যের চত তিব্বতীয় বিনয় এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত। ইচিঙ্গ (৬৭১-৬৯৫) তাঁহার সময়ে উত্তরভারতের সকলকেই এই শাখাবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শাখা হীনযানীয় হইলেও ইচিঙ্গ সে কথা চাপিয়া গিয়াছেন। তখন মহাযান ও হীনযানের মধ্যে সমন্বয় হইতেছিল। ইচিঙ্গ এই সমন্বয়ের প্রতিই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। Dr. Takakasu's Itsing, p. XXI.

লোপের পরে প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত "সম্মিতীয়"(১৪) নামক হীনযানের আর এক শাখা সারনাথের প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অশোক-স্তম্ভে চতুর্থ শতাব্দীর অক্ষরে তাঁহাদিগের একখানি লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পর্য্যটক হুয়েন্‌সাঙ্ সারনাথে এই শাখার ১,৫০০ জনকে দেখিয়াছিলেন।(১৪) আবার খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অথবা গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বৌদ্ধস্থানগুলি পরিক্রমণ করিয়া যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সারনাথের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। "নগরের উত্তরপূর্ব্বে দশ লি দূরে, মৃগদাব সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থলে একজন প্রত্যেক-বুদ্ধ বাস করিতেন, এই হেতু ইহার নাম ঋষিপত্তন হইয়াছে। যে স্থলে বুদ্ধ-দেবকে আসিতে দেখিয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চ ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেইস্থলে (লোকে) পরে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং নিম্নলিখিত স্থল কয়টীর উপরেও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

(১) পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ষষ্টিপদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতিকে দীক্ষিত করিবার জন্য ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(২) এই স্থল হইতে বিংশতি পদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

(৩) এই স্থলের পঞ্চাশৎ পদ দক্ষিণে যে স্থলে বুদ্ধদেবকে এলাপত্রনাগ তাহার নাগ জন্ম হইতে মুক্তির বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল।

উপবনের মধ্যে দুইটী সঙ্ঘারাম আছে এবং উহাতে অদ্যাপি ভিক্ষুগণ (সম্মিতীয়) বাস করিয়া থাকেন।"(১৫)

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে হূণগণের আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেইজন্য এই ঘোর দুঃসময়ে সারনাথবিহারেও কোনরূপ

(১৪) ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১৫) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। Compare also "The Pilgrimage of Fahian" translated by J. W. Laidlay (Baptist Mission Press, Cal. 1848), Chap. XXXIV and Legge's translation (Oxford, 1886) pp. 94-96.

শেষ গুপ্তনৃপতিগণের সারনাথে মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা

উন্নতি সাধিত হয় নাই। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক চিহ্নের অভাবই এই কথার সমর্থন করিতেছে। আবার খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত-সম্রাট্ নরসিংহ বালাদিত্য কর্ত্তৃক হূণগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হইলে, গুপ্ত-সাম্রাজ্য কিছুদিনের জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই আমরা গুপ্তবংশীয় শেষ সম্রাট বালাদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও এই বংশোদ্ভব প্রকটাদিত্যের দুই একটি নিদর্শন সারনাথে দেখিতে পাই। মিউজিয়াম তালিকার B(b) 173. নং বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে এই কুমারগুপ্তের একটি ক্ষুদ্র লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার কোণো (Dr. Konow) সাহেব এই লিপিখানিকে সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্তের বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।(১৬) আবার ডাক্তার ভোগেল এই কুমারগুপ্তকে গুপ্তনৃপতি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই।(১৭) আমাদের মনে হয় যে, এ ক্ষেত্রে ইঁহারা উভয়েই ভ্রান্তিপথে পতিত হইয়াছেন। কারণ, সারনাথের নবাবিষ্কৃত (১৯১৫) তিনটি বৌদ্ধমূর্ত্তির লিপি হইতে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের প্রকৃত রাজ্যকাল পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে।(১৮) সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লিপিটী যে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই গুপ্তনৃপতি ব্যতীত প্রকটাদিত্য নামক আর একজন গুপ্তবংশীয় নৃপতির লিপি বহুদিন পূর্ব্বে সারনাথে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই লিপির বিশেষ বিবরণ সুবিখ্যাত ডাঃ ফ্লীটের Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।(১৯) কেহ কেহ অনুমান করেন যে, প্রকটাদিত্য ও প্রকাশাদিত্য একই ব্যক্তি। প্রকাশাদিত্যের বহু প্রাচীন মুদ্রা ভারতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনুমান করেন যে, এই প্রকটাদিত্য দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের ভ্রাতা ও বালাদিত্যের রাজধানী বারাণসীধামেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং

(১৬) Archæological Survey Reports, 1906—7, 89, 91 and also p. 99, inscription No VIII.

(১৭) Sarnath Catalogue, p. 15, footnote.

(১৮) ইহাতে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের যে রাজ্যকাল প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে ভিন্সেণ্টস্মিথ ও ডাঃ ফ্লীটের প্রদত্ত রাজ্যকালের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এ লিপিটী এখনও সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই।

(১৯) C. I. I. p. 284.

তাঁহার নিদর্শন সারনাথে পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। "প্রকটাদিত্যের শিলা-লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি এখানে "মুরদ্বিষ্" নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার জন্য একটি বৃহৎ দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সময় হইতে বৌদ্ধক্ষেত্র হিন্দু তীর্থরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছিল।"(২০) এখানে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক ভ্রাতা দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, আর এক ভ্রাতা একই স্থলে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, অথচ উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। কি উদার গৌরবময় ধর্ম্মমতই তখন ভারতে চলিয়াছিল!

হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক স্তূপ সংস্কার ও হুয়েন সাঙের বিহারদর্শন

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতনের পর সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে স্থান্বী-শ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন উত্তরভারতের সাম্রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি কণিষ্ক, আকবর প্রভৃতির ন্যায় নানা ধর্ম্মমতের পোষক ও অনেকাংশে উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সারনাথেও তাঁহার বৌদ্ধপ্রীতির দুই একটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। "ধামেক" স্তূপের প্রস্তর ও ইষ্টকাংশ পরীক্ষা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অবধারণ করিয়াছেন যে, ইহার অনেকাংশ মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, হর্ষবর্দ্ধন নামের আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া আত্মগোপন রাখিতেই অধিক ভাল বাসিতেন। তাই আমরা তাঁহার কোন বিজয়স্তম্ভ বা গৌরব-দ্যোতক কোন প্রশস্তি দেখিতে পাই না। সেই কারণেই বোধ হয়, সারনাথেও তাঁহার নামাঙ্কিত কোন লিপি নাই। হর্ষবর্দ্ধনেরই সময়ে বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাং এ দেশে আগমন করেন। তাঁহার প্রদত্ত সারনাথের বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ—"রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরণা নদীর পশ্চিমে অশোকরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি স্তূপ আছে। ইহা প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। বরণা নদীর উত্তরপূর্ব্বে দশ লি দূরে লুয়ে-(মৃগদাব) সঙ্ঘারাম অবস্থিত, ইহা আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রাচীর-বেষ্টিত, এইস্থলে হীনযান সম্মিতীয়-মতাবলম্বী পঞ্চদশশত ভিক্ষু বাস করেন। প্রাচীর-বেষ্টনের মধ্যে ২০০ ফিট উচ্চ একটি বিহার আছে। এই বিহারের

(২০) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "কাশী-পরিক্রমা", ২০৬ পৃষ্ঠা।

ভিত্তি ও সোপানাবলী প্রস্তরনির্ম্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ইষ্টক-নির্ম্মিত। এই বিহারের মধ্যে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনমুদ্রায় অবস্থিত তাম্রনির্ম্মিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি প্রস্তর-স্তূপ আছে, ইহার ভিত্তি ভূমগ্ন হইলেও ইহা অদ্যাপি ১০০ ফুট উচ্চ আছে, এইস্থলে ৭০ ফুট উচ্চ একটি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভের প্রস্তর স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার সম্মুখে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে, তাহারা সময়ে সময়ে ইহাতে তাহাদিগের প্রার্থনামত শুভ বা অশুভ চিহ্ন দেখিতে পায়। এইস্থলে তথাগত সংবুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। * * *। এই স্থলের নিকটে যেখানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে সংবুদ্ধ হইবার আশ্বাস প্রাপ্ত হন, সেখানে একটি স্তূপ আছে। প্রাচীনকালে তথাগত যখন রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষুগণের প্রতি এইরূপ উক্তি করেন— "ভবিষ্যৎকালে যখন এই জম্বুদ্বীপ শান্তিপূর্ণ হইবে, তখন মৈত্রেয় নামক এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার শরীর পবিত্র সুবর্ণাভ হইবে। তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবেন, এবং সর্ব্বজীবের উপকারার্থ ত্রিবিধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন।" এই সময় মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব স্বকায় আসন হইতে উত্থিত হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন যে আপনি অনুমতি করুন, আমিই যেন সেই মৈত্রেয় বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করি, ইহাতে বুদ্ধদেব উত্তর করেন যে তাহাই হইবে। সঙ্ঘারামের পশ্চিমে একটি পুষ্করিণী আছে, এই স্থানে তথাগত সময়ে সময়ে স্নান করিতেন, ইহার পশ্চিমে আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, এই স্থলে তথাগত ভিক্ষাপাত্র প্রক্ষালন করিতেন, ইহার উত্তরে আর একটি হ্রদ আছে, এই স্থলে তথাগত বস্ত্রক্ষালন করিতেন। ইহার পার্শ্বে একখণ্ড বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তর আছে, ইহাতে এখনও বুদ্ধের কাষায় বস্ত্রের চিহ্ন আছে। এই স্থল হইতে অনতিদূরে এক মহারণ্যের মধ্যে একটি স্তূপ আছে। এই স্থলে দেবদত্ত এবং বোধিসত্ত্ব অতীত কালে মৃগযূথপতি ছিলেন। দুইটী বিভিন্ন যূথ ছিল, প্রত্যেক যূথে ৫০০ শত মৃগ ছিল। এই সময়ে ঐ দেশের রাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন, যূথপতি বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, মহারাজ! আপনি অরণ্যের স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করেন এবং শরনিক্ষেপপূর্ব্বক আমার দলস্থ সমুদায় মৃগ নিহত করেন, কিন্তু পুনঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সে সমস্ত

আহারের অযোগ্য হয়। আমরা প্রত্যহ একটি করিয়া মৃগ আপনার আহারার্থ উপস্থিত করিব, ইহাতে আপনিও প্রত্যহ সদ্যোমাংস পাইবেন এবং আমাদের জীবনকালও একদিবস বর্দ্ধিত হইবে। রাজা এই প্রস্তাবে হৃষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক দল হইতে প্রতিদিন এক একটি মৃগ নিহত হইত। একদিন দেবদত্তের যূথ হইতে একটি গর্ব্ভবতী মৃগী নির্ব্বাচিতা হইলে, মৃগী তাহার স্বামীকে বলে যে, যদিও আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তথাপি আমার গর্ব্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় নাই। ইহা শ্রবণে যূথপতি দেবদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করেন যে, উহার জীবন কাহার নিকট মূল্যবান্? মৃগ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল, হে রাজন্! অজাত শিশুকে বধ করা দয়াশীল-তার কার্য্য নহে। মৃগী এই বিপদে অপর যূথপতি বোধিসত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া মৃগীর পরিবর্ত্তে স্বদেহ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রাসাদাভিমুখে গমনকালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জনসমূহ বলিতে লাগিল যে, মৃগযূথপতি নগরে আগমন করিতেছে। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নগরবাসিগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ দ্রুতপদে আগমন করিল। রাজা তাহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি এস্থলে কি জন্য আগমন করিয়াছ? মৃগযূথপতি উত্তর করিলেন যে, দলমধ্যে একটি গর্ব্ভবতী মৃগী যথার্থ নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমি তাহার স্থলে আপনার আহারার্থ আসিয়াছি। রাজা শুনিয়া দৈনিক উপকার চিরকালের নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং ঐ বন মৃগযূথের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতে ঐ বন মৃগদাব নামে খ্যাত। সঙ্ঘারাম হইতে ২।৩ লি দক্ষিণ পশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ অপর একটি স্তূপ আছে।”(২১)

সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের দেহাবসানের পর তাঁহার রাজ্য ছিন্নবিছিন্ন হইয়া পড়ে, উত্তরভারতে অরাজকতার সূত্রপাত হয়। রাজ্যলোলুপ প্রাদেশিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিগণ সাম্রাজ্য-লালসায় আত্মবিরোধের সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের সর্ব্বনাশে

(২১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুবাদ Ccmpare Hiuen-T-Sping translated by Beal, Vol II. pp. 46-61 also by Watters, Vcl II. pp 46-54. and A Record of the Buddhist Religion, p. 29. Introduction xx ix By It-sing by Taka-Kasu.

উদ্যত হয়েন। কিন্তু তথাপি এই রাষ্ট্রীয় দুঃসময়ে সারনাথের বৌদ্ধবিহার আপন সদ্ধর্ম্মগৌরব রক্ষা করিয়া দূরদূরান্তরস্থিত তীর্থযাত্রীগণের চিত্ত নিয়ত হরণ করিতেছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ চৈনিক পরিব্রাজক ইচিঙের (It-Sing) উক্তি এস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিবার সময় এই কথা বলিতেছেন—"আমার প্রায় সময়ে সেই দূরস্থিত মৃগদাবের কথা ভাবিতে ইচ্ছা করে।" তৎপর ভিক্ষুগণের কমণ্ডলু, পানপাত্র, পরিচ্ছদ, ছত্র প্রভৃতি অনাড়ম্বর ব্যবহারসামগ্রীর বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতে-ছেন "রাজগৃহ, বোধিদ্রুম, গৃধ্রশৈল, মৃগদাব, সারসের পক্ষের ন্যায় শ্বেতবর্ণ শালবৃক্ষে পরিপূর্ণ সেই পবিত্রস্থান ও কাষ্ঠমার্জ্জারের প্রতি উৎসর্গীকৃত সেই নির্জ্জন উপবন প্রভৃতির স্থানের চৈত্যসমূহে তীর্থযাত্রা সময়ে সহস্র সহস্র যাত্রী ভিক্ষুগণ নানা দিগ্দেশ হইতে প্রত্যহ পূর্ব্বোক্তভাবে সমবেত হইত।" ইচিঙ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত বৌদ্ধমতের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় সারনাথে সে সময়ে পুনরায় সর্ব্বাস্তিবাদিগণের কর্তৃত্ব হইয়াছিল।

ইচিঙের উক্তি

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই ভারত-সাম্রাজ্যে ঘোর দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রশক্তির অভাবে উত্তর-ভারতে নানা বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। প্রায় তিন শতাব্দী (৬৫০—৯৫০) ব্যাপিয়া এই অরাজকতার হ্রাস ভারতেতিহাসে লক্ষিত হয় না। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আমরা কতিপয় সুদৃঢ় রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলমান আক্রমণে প্রায় সকল হিন্দু-রাজেরই অন্তিমদশা উপস্থিত হয়। এই ষষ্ঠ শতাব্দি ব্যাপী ভারতেতিহাসের মধ্যযুগে ভারতের বহির্দেশ হইতে কোন অহিন্দু আক্রমণকারী আর্য্যাবর্ত্তকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য আগমন করে নাই। সুতরাং এই সময়ে হিন্দু-ধর্ম্মের নানা সংস্কার লাভের অবসর ঘটিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বিবিধ সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এ যুগের দেবমূর্ত্তিকে কোন্‌টী হিন্দুর, কোন্‌টী বৌদ্ধের ইহা নিশ্চিতরূপে স্থির করা অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই বিষয়ের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বৌদ্ধকেন্দ্র সারনাথে বহুবার লক্ষ্য করা গিয়াছে। সুতরাং মধ্যযুগে উত্তরভারতে হিন্দুরাজার আধিপত্য থাকিলেও সারনাথ বিহারের ধর্ম্ম ও শিল্পের সংস্থিতির কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই যুগে আমরা সারনাথে বহু চৈত্য নির্ম্মাণের কথা, বৈদেশিক ভ্রমণকারীর আগমনের কথা, স্থবিরগণের ধর্ম্মচর্চ্চার কথা, বিহারের বিবিধ সংস্কারের কথা, শিল্প-নিদর্শন, লিপিমালা ও সমসাময়িক ইতিহাস হইতে অবগত হইতে পারি। প্রধানতঃ তিনটী দিক হইতে সারনাথ-বিহারের এই তথ্যানুসন্ধান লাভ করা যাইতে পারে। যথা, শিল্প, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও রাজার কর্ত্তৃত্ব। আমরা ক্রমে ক্রমে এই যুগের সারনাথের ইতিহাস যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

মধ্যযুগে সারনাথ-বিহার

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরভারতে কান্যকুব্জের রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। বাক্‌পতি কবির "গউড়বহো" নামক কাব্য হইতে কান্যকুব্জ-

রাজ যশোবর্ম্মার রাজ্যের সীমা স্থির করা যায়, তাহাতে বুঝা যায় বারাণসী ও বৌদ্ধ-বারাণসীও তাহার অন্তর্গত ছিল।(১) যশোবর্ম্মা ৭৩১ সালে চীনদেশে একজন দূত প্রেরণ করেন। যদিও তিনি বৈদিকমার্গের পুনরুদ্ধারের জন্য অপরিসীম যত্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে বারাণসীধাম বেদচর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল(২) তথাপি সারনাথ-বিহারের উন্নতির কোন হানি হয় নাই। সারনাথের খ্যাতি শুনিয়া সুদূর চীন দেশ হইতে পরিব্রাজক তাই সং (Tai-tsong) ৭৬৪ সালে মহাবোধি-বিহার দর্শনান্তে বারাণসী (Po-lo ni-sen) অথবা মৃগদাবের অন্তর্গত ঋষিপত্তনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে এই স্থানেই বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন করেন।(৩) এই চীন-পরিব্রাজকের পূর্ব্বে 'ওয়াং-হুয়েং-সি' নামে অন্য একজন পরিব্রাজক ৬৫৭ সালে ভারতে পর্য্যটন করেন, কিন্তু তাঁহার লিখিত বিবরণে মৃগদাবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।(৪)

সারনাথে পরিব্রাজক তাই সং

যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পর যথাক্রমে বজ্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদের বৈদিক বা হিন্দুধর্ম্মে সেরূপ আস্থা ছিল না। অতএব অনুমান হয়, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিই অধিক অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত বারাণসীর অন্তর্গত সারনাথ-বিহারে নানা উন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে ইন্দ্রায়ুধ পালনৃপতি ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েন। বৌদ্ধ-নৃপতি ধর্ম্মপাল তৎপর চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জরাজ্যের অধীশ্বর করেন। কিন্তু চক্রায়ুধের রাজ্যকাল স্থায়ী হয় নাই। ৮১০ সালে গুর্জ্জর প্রতিহাররাজ নাগভট তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কান্যকুব্জে স্বকীয় বংশের রাজপদে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের তৃতীয় নৃপতি মহাপরাক্রমশালী মিহির-

৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে সারনাথ

(১) "Although confined to the doâb and Southern Oudh as far as Benares it (the kingdom of Kanauj) still * *" Imp. Gaz. Vol II. p. 310.

(২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের কাশী-পরিক্রমা, ২৪০ পৃঃ।

(৩) Journal Asiatique, 1895 Vol II. p. 357-366. সারনাথসম্বন্ধের লেখায় এ পর্য্যন্ত কেহই এই উল্লেখটা লক্ষ্য করেন নাই।

(৪) Levi's article "Les Missions de Wang-Hiuentse dans" Inde. I. A, 1900.

ভোজ অথবা প্রথম ভোজদেব চিত্রকূট গিরি-দুর্গ হইতে অগ্রসর হইয়া প্রায় ৮৪৩ খৃঃ কান্যকুব্জ জয় করেন।(৫) "আদি বরাহ" উপাধিধারী এই ভোজের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল।(৬) সুতরাং ইহা স্থির যে সারনাথ বৌদ্ধবিহারও কিছুদিনের জন্য তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।(৭) কিন্তু কদাপি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। কারণ, তাঁহারই রাজত্বে দেবপালের ভ্রাতা এবং প্রথম বিগ্রহপালের পিতা মহাযোদ্ধা জয়পাল সারনাথে দশটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সারনাথে প্রাপ্ত তাঁহার লিপি হইতে এ কথা জ্ঞাত হওয়া যায়।(৮) বাক্‌পালের পুত্র এই জয়পাল দেবপালের শত্রুদলনে ও স্বরাজ্য-বিস্তারে প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। তিনি প্রাক্‌জ্যোতিষপুর ও উৎকলের নৃপতিদ্বয়কে দলন করেন।(৯) আবার এই জয়পালই ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশকার নারায়ণভট্ট কর্ত্তৃক উত্তররাঢ়ের অধিপতিরূপে পরিচিত হইয়াছেন।(১০) তিনি মহাপণ্ডিত উমাপতিকে পিতৃ-শ্রাদ্ধে মহাদান করিয়াছিলেন। একদিকে হিন্দুর কর্ত্তব্য পিতৃশ্রাদ্ধ, অন্যদিকে বৌদ্ধবিহারে চৈত্য দান! পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে আচারগত নানা সমন্বয়ের অভাব ছিল না। ইতিহাসে জয়পালের সময় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ। তাঁহার সারনাথের লিপির অক্ষরও এ কথার পোষকতা করে। লিপিতে সকল লোককে "সর্ব্বজ্ঞ" বা বুদ্ধ হইতে কামনা করা হইয়াছে; ইহা হইতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তথা সারনাথের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে (রাজন্যকাণ্ড) ১৬২ পৃঃ।

(৬) V. A. Smith's Early History of India (2nd Edition) p 350.

(৭) ভোজদেব গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশোদ্ভব বলিয়া কেহ কেহ হয়ত অনার্য্যসম্ভূত বলিবেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের গুরু কবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালকে রঘুকুল চূড়ামণি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কবিকে এ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলিবার সন্তোষজনক কারণ পাই না।

"ভাব কহিজ্জন্ত এদং কো ভণই রঅণি বল্লহ সিহণ্ডো।

র হ উ ল চূ ড়া ম ণি ণো মহেন্দ্রপালসস্ কো অ গুরু।" কর্পূরমঞ্জরী প্রস্তাবনা।

(৮) Sarnath Museum Catalogue No D (*f*) 54., ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭-৩৮, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দকৃত গৌড়রাজমালা, ২৯ পৃঃ।

(১০) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ১৮৫।

সূচিত হইতেছে। প্রায় ৮৯০ খৃঃ ভোজের মৃত্যুর অব্যবহিতপরেই গৌড়ের বিগ্রহপাল অল্প সময়ের জন্য কান্যকুব্জপ্রদেশ অধিকার করিয়া আপন নামে মুদ্রার প্রচলন করেন।(১১) অতএব দেখা যাইতেছে খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রায়ই উত্তরভারতে গুর্জর-পালদ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। সুতরাং বারাণসী এবং সারনাথবিহার একবার পালরাজের, একবার কান্যকুব্জাধীশের অধিকারে আসিতেছিল। অবশ্য অধিককালের জন্য কান্যকুব্জরাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যায়। ভোজদেবের পর তাঁহার পুত্র পরাক্রমশালী মহেন্দ্রপাল কান্যকুব্জের সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন। গয়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহার মূর্তিপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা সৎ কার্য্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।(১২) তিনি বাহুবলে বহু দূর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, পঞ্চনদ ব্যতীত পশ্চিম সমুদ্র হইতে মগধ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরভারত তাঁহার করতলগত ছিল। তাঁহার প্রদত্ত কয়েকখানি লিপিও তাঁহার গুরু রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।(১৩) অতএব সারনাথও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন কান্যকুব্জরাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, অন্যদিকে আবার তেমনি দেবপালের মৃত্যুতে গৌড়রাজ্যগৌরব অস্তাচলগামী হইয়া পড়ে। "এই দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হইতেই, উত্তরাপথের অধঃপতনের সূত্রপাত। মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তরাপথ বিজিত হইবার এখনও প্রায় তিনশত বৎসর বাকী ছিল। কিন্তু উত্তরাপথের এই তিন শত বৎসরের ইতিহাস তুরুষ্ক-বিজেতার সাদর অভ্যর্থনার উদ্যোগের সুদীর্ঘ কাহিনী মাত্র।"(১৪) মহেন্দ্রপালের পর দশম শতাব্দী ব্যাপিয়া কনোজের সিংহাসনে পর পর দ্বিতীয় ভোজ, মহীপাল, দেবপাল ও বিজয়পাল প্রভৃতি

(১১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) ১৬৫ পৃঃ।

(১২) বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২০১ পৃঃ।

(১৩) বৈতালিকঃ—জয় পূর্ব্বদিগঙ্গনা ভুজঙ্গ চম্পাচম্পককর্ণপূর লীলানির্জ্জিত রাঢ়াদেশ বিক্রমাক্রান্ত কামরূপ হরিকেলী কেলিকারক অপমানিত জাত্য সুবর্ণ বর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরত্ব রমণীয়, এষায় তে ভবতু সুরাভ সমারম্ভঃ। (সংস্কৃতানুবাদ) কর্পূরমঞ্জরী ১ম যবনিকান্তর।

(১৪) গৌড়রাজমালা, ৩২ পৃঃ।

নরপতিগণ অধিরোহণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের রাজ্যকালে রাষ্ট্রকূট-প্রভাব বিস্তারে ও চন্দেল্লবংশীয় জেজাভুক্তির রাজগণের অভ্যুদয়ে কান্যকুব্জরাজ্য ক্রমশঃই হতশ্রী হইয়া সঙ্কুচিত হইতেছিল। অল্পকালের জন্য দুই একবার কান্যকুব্জ রাষ্ট্রকূটগণ কর্ত্তৃক অধিকৃতও হইয়াছিল। এদিকে আবার গৌড়রাজ্যেরও এই একই দশা। দেবপালের পর পুনঃপুনঃ রাষ্ট্রকূট কাম্বোজগণের আক্রমণে গৌড়-রাজ্য অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। সারনাথবিহার এতদিন কান্যকুব্জ-রাজ্যাধিকারে থাকিলেও তান্ত্রিক বৌদ্ধমতাবলম্বী পালনৃপতিগণের বিবিধ সাহায্য ও আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু দশম শতাব্দাতে এই উভয় রাজ্যের হীন দশায় সারনাথেরও অধঃপতনের সূচনা হইয়াছিল। বৌদ্ধসমাজের বিহারের প্রতি, গন্ধকূটীর প্রতি অবহেলায় বিহারের শিল্পসামগ্রীর জীর্ণতা একাদশ শতাব্দীতে পালরাজ মহাপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই নানাবিধ সংস্কার কার্য্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। দশম শতাব্দীতে নহে প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ সমাজে তান্ত্রিকতার নানা দোষ স্পর্শ হওয়ায় সারনাথ-বিহারের অবনতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আমরা এস্থলে তান্ত্রিকতার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সকলেই জানেন বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায় চলিয়াছিল—একটী হীনযান আর একটী মহাযান। হীনযান পূর্ব্ববর্ত্তী মহাযান পরবর্ত্তী।

ধর্ম্মচক্রবিহারে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব-

সাধারণতঃ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মত, মহাযান মত নাগার্জ্জুনের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু নানা প্রমাণ দেখিয়া মনে হয়, মহাযানমত আরও পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল।(১৫) বৈশালীর বৌদ্ধ সংগীতিতে দুই দলের সৃষ্টি হয়—স্থবিরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক। এই মহাসাঙ্ঘিকগণই কালক্রমে মহাযান হইয়া পড়েন; নেপালীগণের দেবভাজু ও গুভাজু ধর্ম্ম দেখিয়াও মহাযানদিগের প্রকৃতি বুঝা যায়।(১৬) সারনাথবিহার বৌদ্ধধর্ম্মের আদিভূমি, সুতরাং হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়েরই নমস্য ক্ষেত্র। তাই আমরা কণিষ্কের পর হইতে হর্ষবর্দ্ধনের সময় পর্য্যন্ত হীনযানায়

(১৫) অশ্বঘোষের গ্রন্থাবলী, লঙ্কাবতার প্রভৃতি মহাযানমতে পূর্ণ।

(১৬) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই মহোদয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" প্রবন্ধ, নারায়ণ, শ্রাবণ, ১৩২২ এবং N. N. Vasu's Modern Buddhism, Introduction p. 24.

সম্মিতীয় ও সর্ব্বাস্তিবাদিগণ এবং মহাযানীয়গণের সারনাথে নির্ব্বিরোধেবাসের নানা পরিচয় পাইয়া থাকি। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃ-পতনের আরম্ভ, সঙ্গে সঙ্গে মহাযান-সম্প্রদায়ে তান্ত্রিকতারও প্রবেশ লাভ।(১৭) হিন্দুগণের নিগূঢ় রহস্যময় তান্ত্রিকতা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধগণ প্রকৃত সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 'সাপ লইয়া খেলা' করিতে যাইয়া বৌদ্ধগণের "হিতে বিপরীত হইল!" তান্ত্রিক মন্ত্রতন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া মহাযানীয়গণ নৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বহিরঙ্গের উপাসনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ যোগীগণের আর সে পূর্ব্বের চরিত্রের শুদ্ধতা, মনের নির্ম্মলতা ছিল না। তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে ভেল্কির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। তাই আমরা মহারাজ হর্ষের সময়ে লিখিত নাগানন্দে, যশোবর্ম্মার সময়ে লিখিত মালতী-মাধবে এবং মহেন্দ্রপালের সময়ে লিখিত কর্পূরমঞ্জরীতে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার, ভৈরব-ভৈরবীর ভীষণতার বিবরণ দেখিতে পাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহাযানীয়-দিগের যোগাচার সম্প্রদায় ক্রমশঃ মন্ত্রযানে পরিণত হইতেছিল। (১৮) নবম শতাব্দীতে মন্ত্রযানমত বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বজনগৃহীত হইয়াছিল। 'আদি কর্ম্মরচণ' প্রভৃতি এই মতের পুস্তকও এই সময়ে রচিত হয়। দশম শতাব্দীতে মন্ত্রযানের অন্তর্গত কালচক্রযান(১৯) হইতে বজ্রযান(২০) নামে একটী ভীষণ মত জন্মলাভ করে। এই মতবাদ নেপালে ও তিব্বতেই অধিকভাবে আধি-পত্য লাভ করিয়াছিল।(২১) মহাযানীয় সকল শাখার মধ্যেই নানা দেবদেবীর পূজা

(১৭) H Kern's Manual of Buddhism, p. 133.

(১৮) Modern Buddhism, p p. 3, 4.

(১৯) কালচক্রযান অর্থে ধ্বংস হইতে পরিত্রাণ পাইবার পতি বুঝায়। ওয়াডেল সাহেব এই যানকে ভূত-পিশাচ বিদ্যা (Demonology) বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতই ইহা তাই। ইহাতে বুদ্ধকে পর্য্যন্ত পিশাচরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণতঃ এই যানের অন্তর্গত।

(২০) এই পথের উপাসনা মধ্যবিত্ত ও বিবাহিত বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কামলোক হইতে রূপলোকে যাইতে হইবে। আরও অগ্রসর হইতে হইবে, তবে অরূপলোক। তথায় নিরাত্মাদেবীর সহিত মিশিলেই নির্ব্বাণ হইবে। ইহাই মূল কথা।

(২১) Grünwedel's "Mythologie des Buddhismus, p p. 51, 94, 100. 101.

প্রচলিত ছিল। তাঁহারা হিন্দুগণের নিকট হইতে যেরূপ তান্ত্রিকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেইরূপ অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্রোক্ত দেবদেবীর পূজার আদর্শ লইয়াছিলেন। তারা, চামুণ্ডা, বারাহী প্রভৃতি দেবীগণ হিন্দুর পুরাণে, তন্ত্রে বহুদিন হইতেই পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। মন্ত্রযান ও বজ্রযান সম্প্রদায় এই গুলি সম্ভবতঃ গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে নামের ও আকারের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা, জঙ্গলীতারা, বজ্রবারাহী, বজ্রতারা মারীচী প্রভৃতি ভীষণা দেবী তাঁহাদের অভিনব সৃষ্টি।(২২) আবার ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, হিন্দুগণ পুনরায় ইহাদের নিকট হইতে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ধার করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রী, অক্ষোভ্য অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি মূর্ত্তি মহাযানীয়াগণের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এ সকল মূর্ত্তির পূজা কুষাণ ও গুপ্তযুগেও বর্ত্তমান ছিল। পরবর্ত্তিকালের হিন্দুগণ বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীকে মঞ্জু ঘোষ বৌদ্ধ অক্ষোভ্যকে শিবা বা ঋষি বক্তালীকে বার্ত্তালীরূপে নীরবে গ্রহণ করিয়াছেন।(২৩) বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রভাব ভারতের নানা বৌদ্ধস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সারনাথে আমরা বহু বৌদ্ধশক্তি-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। যথা, তারা নং B (*f*) 2, B (*f*) 7, বজ্রতারা নং B (*f*) 6, মারীচী নং B (*f*) 23। এই সকল মূর্ত্তি নিশ্চয়ই পালরাজগণের প্রভাবে নবম ও দশম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। পালনৃপতিগণ সম্ভবতঃ মন্ত্র-বজ্রযানের উপাসক ছিলেন, তাঁহাদিগের মন্ত্রযানের কেন্দ্র বিক্রমশিলাবিহার নির্ম্মাণ এবং তারানাথের উক্তি হইতে একথা সপ্রমাণ করা যায়।(২৪) অতএব ধর্ম্মচক্রবিহারে নবম ও দশম শতাব্দীতে মন্ত্রযান-বজ্রযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বিরাজিত ছিলেন ইহা একরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত। পালরাজগণ একদিকে নানাস্থানে শিবপ্রতিষ্ঠা করিতেন, অন্যদিকে বৌদ্ধভাবে শিবশক্তির ও

(২২) Tárátantra (V. R. S.) Introduction by Pandit Akhoy Kumar Maitra B. L., p. 11, 21.

(২৩) Introduction to Modern Buddhism by M M. Haraprashad Sastri C. I. E. p. 12 and N. N. Vasu's "Archæological Survey of Mayurvanja Vol I, Introduction p, XCV. Taratantra, Introduction p. 14.

(২৪) "He (Taranath) adds that during the reign of the Pala dynasty there were many masters of magic, Mantra Vajracaryas, who, being possessed of Various Siddhis, performed the most prodigious feats." Kern's Manual of Buddhism p. 135, Taranath 201 (quoted)

উপাসনা করিতেন। এই উভয় বিষয়েরই নিদর্শন সারনাথে আছে, ইহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

একাদশ শতাব্দীতে সারনাথের পরিচয়

দশম শতাব্দীর অন্তভাগে কান্যকুব্জরাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আবার তাহার উপর সবুক্তিগীন, সোলতান মামুদ প্রভৃতি মুসলমানগণ এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত উত্তরভারতে উপর্য্যুপরি যে অত্যাচারপূর্ণ আক্রমণের অভিনয় করিতেছিল তাহাতেও কান্যকুব্জরাজ্যের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। ১০১৮ সালে মামুদের কনৌজ আক্রমণে নৃপতি রাজ্যপাল পলায়ন করিয়াও অব্যাহতি পান নাই। সুতরাং এ সময়ে সারনাথবিহারের অধোগতির বিষয় কল্পনাতীত। কনৌজ অধিকারের পর মামুদ কতেহর্ (রোহিলখণ্ড) জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি বারাণসীর ও সারনাথের মন্দিরাদিও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।(২৫) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বারাণসী তখন গৌড়রাজ্যভুক্ত এবং গৌড়সেনা-রক্ষিত ছিল এবং সম্ভবতঃ বারাণসীতীর্থ মামুদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।(২৬) এই মতটী আরও দুইটী কারণে আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রথমত পরধর্ম্মদ্বেষী মামুদের আক্রমণ 'যেমন তেমন' হয় না, তিনি যে তীর্থস্থানেই আক্রমণ করিয়াছেন, তাহার ধ্বংসের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। তাঁহার বারাণসী সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাপারের পরিচয় কোন ইতিহাসে নাই। দ্বিতীয়তঃ "ঈশান-চিত্র-ঘণ্টাদি-কীর্ত্তি রত্ন শতানি" নির্ম্মাণ করাইতে মহীপালের বহু সময় লাগিয়াছিল এবং নিশ্চয়ই এগুলির নির্ম্মাণ-সময় সারনাথের সংস্কারকার্য্যের সময়ের অথবা ১০২৬ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। মামুদের আক্রমণ সময়ে অথবা তাহার

(২৫) "This much, however, is certain, that in A. D. 1026 a restoration of the main monuments of Sarnath took place, and we may perhaps connect this restoration with the capture of Benares by Mahmud of Ghazni which occured in A. D. 1017."—Sarnath Catalogue. Vogel's Introduction, p. 7.

(২৬) গৌড়রাজমালা ৪১, ৪২ পৃঃ। ১০২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই মহীপাল বারাণসী রাজ্য জয় করেন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "The Palas of Bengal" by R. D. Banerjee in Memoirs of A. S. B. Vol. V, No 3, p. 70.

অব্যবহিতপরে "কীর্ত্তিরত্নশতানি" নির্ম্মাণ করা অসম্ভব ব্যাপার। নিয়ালতিগীনের পূর্ব্বে (১০৩৩) বারাণসী মুসলমানস্পর্শে আসে নাই, মুসলমান ঐতিহাসিকগণও ইহা লিখিয়াছেন।(২৭)

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে নানা কারণে সারনাথ-বিহার বহুদিন যাবৎ জীর্ণদশাপন্ন হইতেছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পালনরপাল মহীপালের

সারনাথে মহীপালের সংস্কার কার্য্য

অভ্যুদয়ে ম্রিয়মাণ বৌদ্ধসমাজ ক্ষণকালের জন্য নব জীবন লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সময়ে বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ লিখিত হয়, বহু বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতে এই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের লুপ্ত-গৌরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। মহীপালই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশকে বিক্রমশিলায় আহ্বান করিয়া প্রধান আচার্য্যপদে বরণ করেন। সুতরাং এই পাল নৃপতির সময়ে লুম্বিনীবন, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের আদিস্থান সারনাথেরও যে জীর্ণোদ্ধার কার্য্য সাধিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১০২৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহীপালদেবের সারনাথ-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া গৌড়াধিপ মহীপাল যাঁহাদিগের দ্বারা পূর্ব্বে কাশীধামে ঈশান ও চিত্র-ঘণ্টাদি (দুর্গার) শত শত কীর্ত্তিরত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই স্থিরপাল ও বসন্তপালের দ্বারা মৃগদাবে ১০৮৩ সম্বতে "ধর্ম্মরাজিকা" বা অশোকস্তূপ "সাঙ্গ-ধর্ম্মচক্রে"র(?) জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন; এবং অষ্ট মহাস্থান বা সমগ্র বিহারের শিলানির্ম্মিত গন্ধকুটী (Main Shrine) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।(২৮) এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই সময়কে সর্ব্বদেশাবচ্ছিন্ন "সংস্কার-যুগ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সারনাথে এই মর্ম্মের একখানি মহীপাল-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সারনাথের সংস্কারের অব্যবহিতপরেই বারাণসী পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া চেদিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।(২৯) কিছুদিন পর্য্যন্ত বারাণসী ও সারনাথ

(২৭) Tankhu-s Subuktigin, Elliot's History of India, Vol. II, p. 123.

(২৮) এই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায় ও পরিশিষ্ট ও গৌড়লেখমালা ১০৪-১০৯ পৃষ্ঠা বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য।

(২৯) R. D. Banerji's The Palas of Bengal (M. A. S. B) p. 74.

চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেবের অধিকারে ছিল। গাঙ্গেয়দেবই নানা যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় বোধ হয় নববিজিত বারাণসী রাজ্যের সেরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাই, আমরা তাহার সময়ে গজনীর অধীশ্বর মাসুদের (Ma'sud) অধীন লাহোরের শাসন-কর্ত্তা নীয়ালতিগীন কর্ত্তৃক কয়েক ঘণ্টার জন্য বারাণসী লুণ্ঠনের কথা শুনিতে পাই।(৩০) এই লুণ্ঠন-ব্যাপার অতি সামান্য। বারাণসীর তিনটী বাজার মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অধিকারেই ইহার পর্য্যবসান হইয়াছিল। মুসলমানগণের এই আক্রমণ যে সারনাথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ১০৪০ সালে গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহাবীর কর্ণদেব সুবিস্তৃত পৈতৃক-রাজ্যের অধিকারী হয়েন। একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, ১০৪২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীরাজ্য তাঁহার রাজ্যসীমাভুক্ত ছিল।(৩১) সারনাথেও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-সূচক একখানি লিপি (D(i)8) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে তারিখ রহিয়াছে, কলচুরি সংবৎ ৮১০ অথবা ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ। লিপি হইতে বুঝা যায়, সারনাথের তখনও নাম ছিল, "সদ্ধর্ম্ম-চক্রপ্রবর্ত্তন" বিহার, মহাযানীয়গণ ইহাতে প্রবল ছিলেন, মহাযানীয় শাস্ত্র "অষ্টসাহস্রিকার" প্রতিলিপি এই সময়ে প্রস্তুত করান হইয়াছিল। তাঁহার পিতার সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে (৭৯৩ চেদি সংবতে) প্রয়াগ হইতে কর্ণদেব যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহাতে আছে যে তিনি কর্ণাবতী নামে নগরী এবং কাশীধামে কর্ণমেরু নামে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।(৩২) চেদিপতি কর্ণদেব প্রায় ৬ বৎসর রাজত্ব করেন। সুত-

চেদিরাজ কর্ণদেবের ধর্ম্মচক্র-বিহারে কর্ত্তৃত্ব

(৩০) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উভয়েই নিঃসন্দেহে লিখিয়াছেন যে নীয়ালতিগীণের আক্রমণ সময়ে বারাণসীরাজ্য পালগণের অধিকৃত ছিল। এরূপ লিখিবার কারণ বুঝিতে পারি নাই। মুসলমান ইতিহাসে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে—"Unexpectedly he (Nialtigin) arrived at a city which is called Banâras and which belonged to the territory of Gang. Never had a Muhammadan army reached this." Elliot, Vol II, p. 123. ইহা ছাড়া সারনাথে প্রাপ্ত কর্ণদেবের লিপিও বারাণসীতে চেদী অধিকারের পরিচয় প্রদান করে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও গাঙ্গেয়দেবের যে রাজ্যসীমা দিয়াছেন তাহাতে বারাণসীও অন্তর্ভুক্ত ছিল, মনে হয়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) ১৮৩ পৃঃ।

(৩১) Epi. Ind. Vol II, p. 300.

(৩২) Ibid. ১৮৮ পৃঃ ; Ibid, p. 305.

রাং একাদশ শতাব্দীর কিঞ্চিদধিকমধ্যভাগ পর্য্যন্ত সারনাথ-বিহার তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

একাদশ শতাব্দীর প্রায় অন্তভাগে মহোবার চন্দেল্লনৃপতি কীর্ত্তিবর্ম্মা কর্ণদেবকে পরাভূত করিয়া তাঁহার বিস্তৃত কীর্ত্তি ও রাজ্য নানাভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।(৩৩) সম্ভবতঃ এই সময়ে কিছুকালের জন্য সারনাথও তাঁহার করতলগামী হইয়াছিল। ইহার পরেই আবার একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে কান্যকুব্জের নবপ্রতিষ্ঠিত গাহড়বালবংশের নৃপতি চন্দ্রদেব বারাণসী, অযোধ্যাপ্রভৃতি উত্তরাপথের প্রধান রাজ্য বিজয় করিয়াছিলেন।(৩৪) এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বারাণসীর তথা সারনাথের শাসন-কর্ত্তৃত্ব গাহড়বালরাজগণের হস্তেই বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাদিগের দ্বারা বারাণসীর এবং সারনাথের বিবিধ উন্নতির পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। চন্দ্রদেবের পৌত্র এই বংশের বীরচূড়ামণি গোবিন্দচন্দ্রের বারাণসী প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত অসংখ্য লিপি ও মুদ্রা হইতে তৎকর্ত্তৃক কান্যকুব্জের প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়।(৩৫) তাঁহার রাজ্যকাল সম্ভবতঃ ১১১৪-১১৫৪ খৃষ্টাব্দ। তিনি একবার মগধ আক্রমণ করিতে যাইয়া লক্ষ্মণসেনের সহিত সংঘর্ষের সৃষ্টি করেন। তাহার ফলে লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কিছু সময়ের জন্য প্রয়াগ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে ও ত্রিবেণীসঙ্গমে যজ্ঞযূপসহ বহু সমরজয়স্তম্ভ স্থাপিত করেন।(৩৬) অবশ্য লক্ষ্মণসেনের

গোবিন্দচন্দ্র-মহিষী কুমরদেবী কর্ত্তৃক ধর্ম্মচক্রে মূর্ত্তি-সংস্কার

(৩৩) V. A. Smith's Early History of India (2nd Ed). p. 362 ; কাশী-পরিক্রমা, ২৪৭ পৃঃ ; বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৩১, ২৩২ ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), ১৮৭ পৃঃ।

(৩৪) Early History of India (2nd edn, p. 355—"* * Chandradeva, who establisned his authority certainly over Benares and Ajodhya and perhaps over the Delhi territory."

(৩৫) এই বংশের মুদ্রার কথা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত "প্রাচীন মুদ্রা" প্রথম ভাগ ২১৪ ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩৬) রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৩৯, R. D. Banerji's "The Palas of Bengal," pp. 106-107.

এই বারাণসী অধিকার অল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোবিন্দচন্দ্রের অন্যতমা মহিষী কুমরদেবী সারনাথে ধর্ম্মাশোককালীন একটী ধর্ম্মচক্রজিন বা বুদ্ধমূর্ত্তির সংস্কার উপলক্ষে অপূর্ব্ব গৌড়ীরীতিতে নিবদ্ধ একখানি দীর্ঘ প্রশস্তি প্রদান করেন। এই প্রশস্তি হইতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক সংবাদ অবগত হওয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় মহন-দুহিতা শঙ্করদেবীর সহিত পীঠীপতি দেবরক্ষিতের বিবাহ হয়। শঙ্করদেবীর গর্ভে কুমরদেবীর জন্ম। কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।(৩৭) রামপালচরিত হইতে জানা যায় যে, মহন গৌড়াধিপ রামপালের সম্পর্কে মাতুল হইতেন। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহকালে এই মহন গৌড়াধিপের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। এই লিপিতে মহন কর্ত্তৃক দেবরক্ষিতের পরাজয়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে পীঠীপতি রামপালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেন।(৩৮) গোবিন্দচন্দ্র হিন্দু হইলেও কুমরদেবীর বৌদ্ধ-প্রীতি সারনাথে বিহার-নির্ম্মাণ, বুদ্ধমূর্ত্তির সংস্কার ও "ধর্ম্মচক্রজিন শাসন-সন্নিবদ্ধ" তাম্রশাসন দান প্রভৃতি কার্য্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রশস্তিতে আছে, দুষ্ট-তুরুষ্কসেনা হইতে বারাণসীকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব গোবিন্দচন্দ্রকে হরিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।(৩৯) ইহা হইতে অনুমান হয় যে, নীয়াল্‌তিগীণের পরেও তুরুষ্কগণ বিশ্রামসুখ অনুভব না করিয়া বারাণসী প্রভৃতি স্থানের প্রতি ধাবিত হইতে বিরত হইয়াছিলেন না। গৌড়রাজমালায় বহরামশাহ প্রভৃতির এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারাণসী আক্রমণ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।(৪০) সুতরাং

(৩৭) বল্লভরাজ (পীঠীয়) মহন (রাষ্ট্রকূট) চন্দ্র (গহড়বালবংশীয়)
দেবরক্ষিত + শঙ্করদেবী মদনচন্দ্র
কুমরদেবী + গোবিন্দচন্দ্র (১১১৪-১১৫৪)

(৩৮) বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ২৫৮ পৃঃ।

(৩৯) "বারাণসীং ভুবন-রক্ষণদক্ষ একো
দুষ্টাত্ত[তু]রুষ্কসুভটাদবিতুং হরেণ।
উক্তো হরিসস্ পুনরত্র বভূব তস্মাদ্
গোবিন্দচন্দ্র ইতি[চ] প্রথিতাভিধানঃ। ১৬ :" কুমরদেবীর প্রশস্তি

Epi. Ind. Vol. IX. pp. 323ff.

গোবিন্দচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বারাণসী ও সারনাথকে তুরুষ্ক আক্রমণ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আর অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বারাণসীর এমন কি ভারতের যে অবস্থান্তর হইবে তাহা কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন ?

মুসলমান কর্ত্তৃক বারাণসী ধ্বংস

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চাঁদের নাম অবগত আছেন। তাঁহার জামাতা চৌহাননৃপতি পৃথ্বীরাজের চিরস্মরণীয় নামও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। পৃথ্বীরাজ মহম্মদঘোরীকে বহুবার পরাজিত করিয়া নিজেও অদৃষ্টচক্রে পরাজিত হইয়াছিলেন।(৪১) এই পরাজয়ে হিন্দু-রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছিল। একে একে উত্তরভারতের সমস্ত রাজ্যই মুসলমানগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্রকে পরাভূত করিয়া ঘোরীর সেনাপতি কুতব্‌উদ্দীন্ বারাণসীর মন্দিরাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। "তাজুল-ম-আসির" নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানগণ ১০০০ মন্দির চূর্ণ করিয়া তৎস্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। ঘোরী তৎপর বারাণসীর এবং তাহার উপকণ্ঠের শাসন-বিধান করিয়া গজনী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।(৪২) কামিলুৎ-তওয়ারিখ্ নামক অন্য মুসলমান ইতিহাসে আছে, যে বারাণসীর রাজা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা। ঘোরীর সৈন্যগণ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বারাণসীর সর্ব্বস্বান্ত করেন। সমস্ত হিন্দুর রক্তে মহীতল প্লাবিত হয়, অপরিমিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করা হয়। ঘোরী নিজেও বারাণসীতে আসিয়া ১৪০০০ হাজার উষ্ট্রপৃষ্ঠে ধনরাশি বোঝাই করিয়া গজনীর দিকে চলিয়া যান।(৪৩) নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, বারাণসীর হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তিগুলিও

(৪০) গৌড়রাজমালা ৬৯ পৃঃ। আক্রমণকারীগণের হিন্দুস্থানে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কথা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিতে হইলেই ধর্ম্মকেন্দ্র বারাণসীর দিকেই বিধর্ম্মিগণের আগমন স্বাভাবিক। Elliot, Vol. II, p. 251.

(৪১) রাজপুত-শৌর্য্যের কথা বলিতে কেহই সত্যের অপলাপ করিতে পারেন নাই। Lane Poole's "Mediæval India," p. 61.

(৪২) Elliot's History of India, Vol. II, pp. 223,224.

(৪৩) ibid, pp 250-251.

মুসলমানগণের দুর্দ্দান্ত আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায় নাই।(৪৪) সেই হইতে সারনাথ-বিহার চিরপতিত হইল, আর সমসাময়িক ইতিহাস তাহার কাহিনী বলিতে পারে না। মুসলমানগণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতেন না। সেইজন্য মুসলমান ইতিহাসে কুত্রাপি 'বৌদ্ধ' নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

সারনাথ বিহারের তিরোভাব

ধর্ম্মচক্র-বিহারের অধঃপতন-রহস্য বুঝিতে হইলে সমগ্র ভাবে বৌদ্ধসমাজ-ধ্বংসের কারণ-পরম্পরার কিঞ্চিৎ আলোচনারও প্রয়োজন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধসমাজ-বলেরও হীনাবস্থা লক্ষ্য করা গিয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে উত্তর-ভারতে খণ্ড-খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হেতু জনসাধারণের ন্যায় বৌদ্ধসমাজকেও নানা রাষ্ট্রবিপ্লব সহ্য করিতে হইয়াছিল। আবার, হর্ষের পর বৌদ্ধধর্ম্মের শক্তিলোপের জন্য কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শুধু দার্শনিকবিচারে বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শৈবমতের পুনরুজ্জীবন দান করিয়া, নানাস্থানে শৈবমঠ-মন্দিরাদিও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় হইতে শৈব ও শাক্তমত বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে। হিন্দু নৃপতিগণ বৌদ্ধ-সমাজকে কিছু কিছু সাহায্য করিলেও, হিন্দু সমাজ তাঁহাদের আনুকূল্যে উত্তরোত্তর যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিল, বৌদ্ধ-সমাজও সেইভাবে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণের আগমনের সহিতও বৌদ্ধ-সমাজের পতনের নানা সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৌদ্ধগণের মধ্যে নৈতিক অবনতির যে বিষ প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই বৌদ্ধসমাজ-দেহকে ক্রমে ক্রমে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছিল। এই সকল কারণে হিন্দুগণের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া গিয়াছিল। এইরূপে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর শিথিল বৌদ্ধসমাজের অবশ্য চরম দশা একটী আকস্মিক কারণেই ঘটিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে "গর্গযবন

(৪৪) "It was, no doubt, this violent overthrow of Hindu rule in Hindusthan which brought about the final destruction and abandonment of the Great Convent of the Turning of the wheel of the Law." Sarnath Catalogue, Vogel's Introduction, p. 8.

কালান্তককাল" তুরুষ্কগণ বায়ুকোণ হইতে একটী ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় আসিয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিল, তাহাতে উত্তরাপথের হিন্দুরাজত্ব উড়িয়া গেল, মঠ-মন্দির চূর্ণ হইল, নরনারীর রক্তে গঙ্গা বহিল, বৌদ্ধসমাজও এক ফুৎকারে ধরণীতল হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল। হিন্দুরাজত্ব গেল, হিন্দু সভ্যতা একেবারে গেল না, মাঝে মাঝে হিন্দু গৌরব উদয় লাভ করিতেছিল। বারাণসী এক সময়ের জন্য বিধ্বস্ত হইয়া ডুবিল, আবার কালস্রোতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সারনাথের বৌদ্ধ-সমাজ কাল-জলধির অতলতলে একবার যে ডুবিল, আর কখনও উঠিয়াছিল কি ?

চতুর্থ অধ্যায়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি কি করিয়া সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস-মুখে পতিত হইল ও জনসমাজকর্ত্তৃক ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল।

ইষ্টকসংগ্রহার্থ জগৎসিংহ কর্ত্তৃক স্তূপ-খনন।

বৌদ্ধবিহারের ধ্বংস সময় হইতেই কালক্রমে ক্রমশঃ মৃত্তিকাস্তর পতিত হইয়া হইয়া সমগ্র স্থানটিকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই বৌদ্ধবিহার ও মৃগদাবের বিশেষ কোন চিহ্নই লোকনয়নের সাক্ষ্যস্বরূপ অবশিষ্ট থাকিল না। কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের উচ্চ ধামেকস্তূপটি মৃত্তিকাপাতের সহিত যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। এই স্তূপ দেখিয়াও ইহার সমীপবর্ত্তি স্থানে বহু প্রাচীন চিহ্ন ভূগর্ভে লুক্কায়িত থাকিতে পারে এ ধারণা সে সময়ে কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এ স্থানের প্রথম খননকার্য্যও সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় নাই। আমরা নিম্নে খননকার্য্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিতেছি।

সারনাথমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে এক বিরাট প্রাচীন কীর্ত্তিভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল, তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইবামাত্র যথাযোগ্যভাবে অনুসন্ধান-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে পরিচয় এক অত্যদ্ভুত ঘটনাচক্রে ঘটিয়াছিল। সে কাহিনীও বড় কৌতুকাবহ। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীরাজ চেৎসিংহের দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ সহরে নিজ নামে একটী বাজার নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। এই বাজার এখনও কাশীর "জগৎগঞ্জ" মহল্লা নামে পরিচিত। দেওয়ান বাহাদুর সারনাথে ইষ্টক ও প্রস্তরাদি বহুল পরিমাণে খনন করিলেই পাওয়া যায়—এই তথ্য জানিবামাত্র কতকগুলি লোককে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। (১) তাহারা ধামেকস্তূপ হইতে ৫২০ ফুট পশ্চিমের ভূমি খনন করিতে একটি সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপ ও তৎসহ একটি প্রস্তরাধার বাহির করিয়া ফেলে। এই আধারের অভ্যন্তরে একটি মর্ম্মরাধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মুক্তা, সুবর্ণপাত্র ও প্রবাল

১) Asiatic Researches Vol V. p. 131 tet seq.

প্রভৃতি দ্রব্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অস্থিখণ্ড, মুক্তা প্রভৃতি আধারস্থ দ্রব্যাদি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। আধার দুইটির মধ্যে বৃহৎ প্রস্তরাধারটি আর এ পর্য্যন্ত কেহ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কে বলিবে এই অস্থিখণ্ডের সহিত বুদ্ধদেবের অথবা তদীয় কোন শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল কি না। কিন্তু সে বিষয়ের অনুসন্ধানের কল্পনা এখন শুধু দুরাশা মাত্র। সেই কারণে এ কার্য্যে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। প্রস্তরাধার ব্যতীত এ স্থলে একটি বুদ্ধমূর্ত্তিও পাওয়া যায়। ইহারই পাদপীঠে বিখ্যাত পালনরপতি মহীপালের খোদিত-লিপি রহিয়াছে।(২) এই বুদ্ধমূর্ত্তিটী এক্ষণে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামের শোভা সম্পাদন করিতেছে। আবার জগৎগঞ্জেও এক সময়ে এই মূর্ত্তির কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছিল। সারনাথের জগৎসিংহ কর্ত্তৃক নিখাত স্থানটী এক্ষণে "জগৎসিং স্তূপ" নামে পরিচিত হইয়াছে। একটী বৃহৎ সুগোল গর্ত্তাকারে এই স্তূপ-স্থানটি প্রত্যক্ষ করা যায়। জগৎসিংহের এই স্তূপাবিষ্কারের বিবরণ আমরা সে সময়কার বারাণসীর কমিসনার মিঃ জোনাথন্ ডানকান্ সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হই। তিনিই এই ভূখনন-কথা তখনকার নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে লিখিয়া পাঠান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরাধার দুইটিও তথায় প্রেরণ করেন। প্রস্তরাধারস্থিত অস্থিখণ্ড সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের মতাদিও তিনি সেই সঙ্গে উল্লেখ করেন। তাহাদিগের মধ্যে একদল মনে করিত যে হয়ত কোন রাজার মৃত্যুর পর রাজমহিষী সহমৃতা হইলে তাহার অস্থিগুলি রাজ-পরিবার কর্ত্তৃক এইরূপে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। আবার আর এক দল মনে করিত যে, কোন এক মৃত ব্যক্তির দেহ-সংস্কারের পর তাহার অস্থিগুলি সুযোগ মত গঙ্গায় দিবার জন্য কিছুদিন উক্ত স্থানে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল(৩)। যাহা হউক, ডানকান্ সাহেব এই উভয় মতেরই অসারতা দেখাইয়া এই অস্থিগুলি বুদ্ধদেবের কোন শিষ্যের বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রমাণস্বরূপ ইহার সহিত প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন(৪)। ডানকানের

(২) এই লিপির বিস্তৃত আলোচনা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কৃত "গৌড়লেখ-মালা"র পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে।

(৩) এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়াই বোধ হয়, সে সময়ে অস্থিগুলি গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়।

(৪) Asiatic researches Vol IX, p. 203.

এই মতের মূল্য যাহাই হউক তিনি যে এই স্তূপের সহিত বৌদ্ধ সম্বন্ধের স্থির অনুমান করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল।

জগৎসিংহের এই স্তূপস্থান আবিষ্কারের পর বহু অনুসন্ধানকারী সারনাথে খননকার্য্যের উপযোগিতা বিশেষরূপে বোধ করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল সি ম্যাকেঞ্জী সাহেব সর্ব্বপ্রথম সারনাথের ভূগর্ভ-খননকার্য্যে অগ্রসর হয়েন(৫) মিস্ এমা রবার্টস্ নাম্নী জনৈক ইংরাজ-মহিলা সারনাথপ্রান্তরে সিক্‌রোলের (কাশীর) কোন কোন ইংরাজ কৌতূহলবশতঃ খনন করাইতেন ও দুই একটি বুদ্ধমূর্ত্তিও পাইতেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন(৬)।

ম্যাকেঞ্জী ও কানিংহামের ভূ-খনন ফল

খনন-কার্য্যের দ্বিতীয় প্রবর্ত্তয়িতা সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রথম ডিরেক্টার জেনারল এলেকজাণ্ডার কানিংহাম সাহেব। তিনি ভারতের সকল প্রাচীন স্থানেই কিছু না কিছু অনুসন্ধান করিয়া পরবর্ত্তী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের আবিষ্কারপথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সারনাথের খননকার্য্যের ফল দেখিয়া তিনি অধীরভাবে বলিয়াছিলেন, "সারনাথে খননকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা নাই(৭)।" ১৮৩৫-৩৬ সালে তিনি তিনটী প্রধান স্তূপের পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ধামেক-স্তূপ খননকালে তিনি তাহাতে "যে ধর্ম্মহেতু প্রভবা" ইত্যাদি মন্ত্রযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ধামেক-স্তূপসম্বন্ধে তাঁহার রিপোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মিঃ সেরিংকৃত কাশীধামবিষয়ক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর তিনি "জগসিং স্তূপ" পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ব-বুদ্ধচিহ্নের প্রকৃত স্থান নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার "চৌখাণ্ডী" স্তূপ অনুসন্ধানে বিশেষ কিছুই ফল দর্শে নাই। সারনাথের নিকটবর্ত্তী বারাহীপুর গ্রামের নিকটে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে তিনি ৫০।৬০খণ্ড শিলা-মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া তিনি অনুমান করেন যে, এগুলি পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের মন্দিরে রক্ষিত ছিল, পরে বিধর্ম্মিগণের অত্যাচার সময়ে এখানে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল: ডাঃ ভোগেল এই অনুমান যুক্তিযুক্ত

(৫) Archæological Survey Reports 1903 4, p. 212.
(৬) R. Elliott. "Views in India" etc, Vol II, p p. 7 f
(৭) A. S. R. Vol I. 129.

মনে করিয়া এই মূর্ত্তিসংগ্রহের মধ্যে তুই একটির গাত্রে গুপ্তলিপি দেখিয়া এগুলি হূণাক্রমণের সময়েই লুক্কায়িত হইয়াছিল এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (৮)। আমাদের মনে হয়, সারনাথের সকল হিন্দুমূর্ত্তিই এই ভাবে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে। কানিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত উক্ত মূর্ত্তিগুলি বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে উপহৃত হইয়া পরে কলিকাতা মিউজিয়ামে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী, ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, অবলোকিতেশ্বর ও তারামূর্ত্তি প্রভৃতি এই সকল প্রস্তরখণ্ডে অঙ্কিত আছে। অবশিষ্ট মূর্ত্তিগুলি বরুণার সেতু-নির্ম্মাণকালে স্রোতের গতিরোধার্থ নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও একবার বরুণাসেতুর ভিত্তি-নির্ম্মাণের জন্য সারনাথ হইতে বহুল পরিমাণ প্রস্তরাদি আনীত হয়। সেরিং সাহেব তদীয় "The Sacred city of the Hindus" নামক পুস্তকে বিশেষভাবে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

স্থাপত্যশিল্পী কিটোর খনন কাহিনী

কানিংহাম কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের দ্বাদশ বৎসর পরে এঞ্জিনিয়ার ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ কিটো সাহেব ধামেক ও জগৎসিং স্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে বহুতর স্তূপ ও মন্দিরাদির ভিত্তি ও দু'টী বিহারস্থান আবিষ্কার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার অনুসন্ধানের কাহিনী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কানিংহাম সাহেবকে তিনি যে, একখানি পত্র লেখেন তাঁহার তথ্যানুসন্ধান-বিবরণের তাহাই এখন একমাত্র অবলম্বন। পত্রের একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন যে সারনাথের প্রত্যেকস্থলে খনন ও অনুসন্ধানে তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, মৃগদাববিহার নিশ্চয়ই অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করা হইয়াছিল। মেজর কিটো যখন সারনাথের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, তখন তিনি বারাণসীর সুরম্য কুইন্স-কলেজগৃহনির্ম্মাণের ইঞ্জিনিয়ার-রূপেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কুইন্সকলেজ নির্ম্মাণেও তাঁহার সংগৃহীত সারনাথ-প্রস্তরখণ্ড যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান লেখক এ বিষয়ের একটি জীবন্ত প্রমাণ আবিষ্কারের সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছেন। কুইন্স-

(৮) Sarnath Catalogue. p. 12.

কলেজ-গৃহের পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণের ভিত্তিস্থ একখানি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ডে দুইটী সুপ্রাচীন গুপ্তাক্ষর দেখিতে পাইয়াছি। মদীয় অধ্যাপক ডাক্তার ভিনিসও অক্ষর দেখিয়া আমার এই প্রমাণের সমর্থন করিয়াছেন। কিটোর আবিষ্কৃত অন্যান্য মূর্ত্তিনিচয় এক্ষণে লক্ষৌ মিউজিয়ামের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

কিটো সাহেবের পর মিঃ টমাস এবং কুইন্স-কলেজের প্রোফেসার ফিট্‌-জারল্‌ড হল এবং তৎপর মিঃ হর্ণ ও রিভেট্ কর্ণ্যাক(৯) প্রভৃতি সাহেবগণ খনন কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের তথ্যানুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই বহির্গত হয় নাই। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত মূর্ত্ত্যাদি বহুদিন পর্য্যন্ত কুইন্স-কলেজের চত্বরে পতিত ছিল; এক্ষণে অবশ্য সেগুলি সারনাথ-মিউজিয়ামে সযত্নে সজ্জিত হইয়াছে।

টমাস ও হলের তথ্যানুসন্ধানে যোগদান

আবার বহুদিন যাবৎ সারনাথের দিকে লোকের আকর্ষণ কমিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব-লিখিত ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে যে গুলি স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল, সে গুলি হয় কলিকাতা নতুবা লক্ষ্ণৌ-মিউজিয়ামে প্রেরিত হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি সারনাথের ভূমি-ভাগে পতিত থাকিয়া ক্রমশঃ জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সারনাথের এইরূপ অবস্থা। ঠিক এই সময়ে একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে, তাহাতে সারনাথ-খনন-কার্য্য পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। গাজিপুর-পথের সহিত এই স্থানকে সংযুক্ত করিবার নিমিত্ত একটি সরকারী রাস্তা নির্ম্মাণের সময় সহসা একটি বুদ্ধমূর্ত্তি তথায় বাহির হইয়া পড়ে।(১০) এই আবিষ্কারে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মনে নূতন আশার সঞ্চার হয় যে, সারনাথে এখনও প্রাচীন কীর্ত্তি-নিদর্শন নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। উৎসাহী-প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ ওরটেল গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সাহচর্য্যে ১৯০৪-৫ সালের শীত-ঋতুতে খননকার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। বারাণসীর ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তাঁহাকে এ কার্য্যে সহায়তা করেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগও গভর্ণমেণ্টে এই প্রস্তাব

সারনাথ খননের অভিনবযুগ-ওরটেলের আবিষ্কার

(৯) A. S. R. Vol, p. 125.

(১০) Sarnath Catalogue p. 14.

করেন যে খননকার্য্য চালিত করিয়া যাহা কিছু লব্ধ হইবে, তাহা তথায় স্থানীয় মিউজিয়ামে যেন রক্ষা করা হয়। গভর্ণমেণ্ট খননকার্য্যের জন্য প্রথমে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কিন্তু খননটি আশাতিরিক্ত ফলদায়ক হওয়ায় পুনরায় ১০০০ সহস্র মুদ্রা খননার্থ প্রদান করেন। ওরটেলচালিত খনন-ব্যাপার সারনাথতথ্যানুসন্ধানে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল; সারনাথের আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কারের জন্য প্রধানতঃ তিনিই সমগ্র জগতের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সুনিয়ত ও বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে ভূ-খননকার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ এক ঋতুতেই ৪৭৬ খণ্ড ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-নিদর্শন এবং ৪১ খানি খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রথম প্রচার-স্থানও আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে।

ওরটেলের প্রধান আবিষ্কার কয়েকটি এই :—

(১) "প্রধান মন্দির" (Main shrine)

(২) কুষাণ-নৃপতি কণিষ্কের সময়ের একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি, প্রস্তরছত্র ও সিংহস্তম্ভগাত্রস্থ খোদিতলিপি।

(৩) মহারাজ অশোকের লিপিযুক্ত প্রোথিত স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষ, স্তম্ভের ভগ্নাংশ।

(৪) একটি বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি ও রাজা অশ্বঘোষের একখানি খোদিত-লিপি।

(৫) বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু দেববেদীর মূর্ত্তি।(১১)

ওরটেলের তত্ত্বাবধানে "প্রায় ২০০ বর্গ ফুট স্থান খুঁড়া হইয়াছে। এই স্থান জগৎসিংহের স্তূপের উত্তরে অবস্থিত। কানিংহাম তাহার মানচিত্রে

ওরটেলকৃত-খননের বিশেষ-বিবরণ

যে স্থলে কাটোকর্তৃক বর্ণিত স্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্থলে উপরোক্ত মন্দিরের ভিত্তিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-বর্ণিত চৌখাণ্ডী নামক স্তূপের ধ্বংসাবশেষটিও খনিত হইয়াছে। জগৎসিংহের স্তূপের ২০০ শত ফুট উত্তরে উপরি উক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আকারে কানিংহাম

(১১) Buddhist ruin of Sarnath by Oertel.

কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মন্দিরের অনুরূপ। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯৫ ফুট, মন্দিরের প্রধান দ্বার পূর্ব্বদিকে। ৩টি সোপানে আরোহণ করিলে দ্বারের উপরে উপস্থিত হওয়া যায়। এইস্থলে কতকগুলি চতুষ্কোণ খোদিত প্রস্তর আছে, এইগুলির কোন ভাগে বুদ্ধমূর্ত্তি, কোন ভাগে ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে মৃগ ও উপাসকমণ্ডলী, কোন অংশে চৈত্য ইত্যাদি নানা প্রকার চিত্র খোদিত আছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটি ৩৯ ফুট দীর্ঘ ও ২৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট। প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে এক একটি গৃহ আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে একটি উচ্চ স্থল আছে, এই স্থলে চতুষ্কোণ প্রস্তর-নির্ম্মিত ২টী স্তম্ভ আছে। এই ২টী প্রায় ৭ ফুট উচ্চ, এই উচ্চস্থলের পশ্চিম-পার্শ্বে মন্দিরের অন্তরালের ভিত্তি আছে, ভিত্তির মধ্যভাগে ২টী চতুষ্কোণ প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভের মধ্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির আসন আছে। ইহা কতকটা 'কুলুঙ্গির' আকার। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণের স্থান আছে। এই প্রদক্ষিণের পথ অতি সঙ্কীর্ণ, কোন স্থলে ১॥০ ফুট প্রস্থ। এই স্তম্ভ দুটীর পশ্চিমপার্শ্বে একটি ৪ ফুট প্রস্থ গৃহ আছে। এই গৃহের পশ্চিমে আর একটি ক্ষুদ্রতর গৃহ আছে, এই গৃহটিতে মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের অপর ৩ দিকে আরও ৩টী দ্বার আছে। প্রাঙ্গনের উভয় পার্শ্বস্থ ২টী গৃহে উত্তর ও দক্ষিণস্থ দ্বারদ্বয়ে প্রবেশ করা যায়। পশ্চিমস্থ দ্বার দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্রতর গৃহে যায়। মন্দিরের অন্তরালস্থ স্তম্ভ দুইটির ব্যবধান ১৭ ফুট, ইহার পশ্চিমের দীর্ঘ গৃহটী ২৮ ফুট দীর্ঘ, অপর দ্বারগুলির সান্নিধ্য গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ৩টী প্রায় সমানাকার। উত্তরস্থ গৃহটী ৭ ফুট, পশ্চিমস্থ গৃহটী ১০॥০ ফুট এবং দক্ষিণস্থ গৃহটী ৮॥০ ফুট দীর্ঘ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫০ ফুট স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থলে ক্ষুদ্র উপলখণ্ডনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ভিত্তি ও প্রাচীরের কিয়দংশ প্রস্তরনির্ম্মিত। এই অংশও পূর্ব্ব-বর্ণিত স্তম্ভচতুষ্টয় ব্যতীত মন্দিরের অপর সমুদায় অংশই দীর্ঘাকার ইষ্টক-নির্ম্মিত। কিন্তু স্থলে-স্থলে খোদিত প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদায় খোদিত প্রস্তর দেখিলে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, এগুলি বর্ত্তমান মন্দিরে ব্যবহারের নিমিত্ত খোদিত হয় নাই।

কোন প্রস্তরখণ্ডে কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি, কোন স্থলে এক শ্রেণী হংস বা

কতকগুলি পদ্ম খোদিত আছে। এতদ্ব্যতীত অনেক স্থলে ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত চৈত্যের ভগ্নাংশ নির্ম্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি মস্তকবিহীন ভূমিস্পর্শমুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহা প্রায় ৪ ফুট্ উচ্চ এবং ইহার পশ্চাতেও তিন শ্রেণীতে ৬টি চৈত্য খোদিত আছে। ইহার নিম্নে একটি চিত্র খোদিত আছে, একটি গৃহের গবাক্ষে একটি সিংহের মুখ দেখা যাইতেছে এবং গৃহের বাহিরে গবাক্ষের এক পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক ও একটি বালক যুক্তকর ও নতজানু অবস্থায় রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ১টী স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছে। এই দৃশ্যটির উপরে একটি খোদিতলিপি আছে, ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি স্থবির বন্ধু গুপ্তের দান। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের পূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণস্থ গৃহে একটি মস্তকহীন বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছে। অন্য স্থান অপেক্ষা মন্দিরের এই অংশের প্রাচীর উন্নত, দক্ষিণ দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাচীর অদ্যাপি ১২ ফুট্ উচ্চ। এই গৃহের পশ্চিম প্রাচীরের নিম্নে একটি অতি প্রাচীন স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্তূপটীব ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাঞ্চী ও ভারহুতের স্তূপের রেলিংএর ন্যায় এক প্রস্তরনির্ম্মিত রেলিং আছে। এই রেলিং সমচতুষ্কোণ, ইহার একপার্শ্ব দৈর্ঘ্যে ৮॥০ ফুট। ইহা এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে, ইহার গাত্রে ২।৩টী অক্ষর খোদিত দেখা যায়, কিন্তু উহা পাঠ করা দুষ্কর। এই স্তূপটির উপরাংশ গোলাকার, স্তূপের উপরে প্রায় ১০ ফুট উচ্চ এবং ২১ ফুট প্রস্থ বিশাল ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। খননকালে দেখা গিয়াছিল যে, এই প্রাচীর নির্ম্মাণকালে স্তূপ ও রেলিং অতি সাবধানে ইষ্টক দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। নির্ম্মাণকর্ত্তা স্বচ্ছন্দে উহা ভগ্ন করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি উহা অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, স্তূপটি বোধ হয় সে সময়ে প্রগাঢ় ভক্তির বস্তু ছিল, এই নিমিত্ত দেবতার ভয়েই হউক বা জনসমাজের ভয়েই হউক, উহা রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণে উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ উদাহরণস্বরূপ খননকালে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণে ৪৫ ফুট দীর্ঘ একটি ভিত্তি আছে, ইহা খনিত স্থলের পূর্ব্ব-সীমা। ইহার পশ্চিমে ২টী ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি আছে। ইহার পরে কতকগুলি মধ্যমাকার স্তূপের ভিত্তি আছে, এ সমুদায়

ইষ্টকনির্ম্মিত, ইহার পশ্চিমে উদাহরণস্বরূপ উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত ৪টী ইষ্টকময় স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে ২টী ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি, তাহার একটিতে কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব। ইহার পশ্চিমে খনিত স্থলের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থল স্তূপ ও স্তূপভিত্তিতে পরিপূর্ণ। পূর্ব্ববর্ণিত উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত স্তূপচতুষ্টয়ের অব্যবহিত দক্ষিণে মহারাজ কণিষ্কের সময়ের একটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, প্রস্তরছত্র ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। * * * *। ছত্রটি ভগ্ন হওয়ায় বহু খণ্ড হইয়াছে। মূর্ত্তি ও স্তম্ভ ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। * * * বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিটীর পদতলে ২ পংক্তি খোদিত লিপি এবং পঞ্চমভাগে ৪ পংক্তি খোদিতলিপি স্তম্ভগাত্রের খোদিত লিপির ১ম চারি পংক্তির অনুরূপ। ডাক্তার ভোগেল অনুমান করেন যে, মূর্ত্তির পশ্চাতে খোদিত লিপির অস্তিত্বে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, সে সময়ে দেবমূর্ত্তিসমূহ বর্ত্তমানকালের ন্যায় মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন হইত না।(১২) মন্দিরের ও জগৎসিংহের স্তূপের মধ্যস্থ সমুদায় স্থল খনিত হইয়াছে। এই স্থানে নানাবিধ প্রস্তর বা ইষ্টকনির্ম্মিত উভয় প্রকারের অসমানাকার স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। জগৎসিংহের স্তূপের চতুষ্পার্শ্ব খননকালে স্তূপ প্রদক্ষিণের ইষ্টকনির্ম্মিত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহামের মানচিত্রে জগৎসিংহের স্তূপের চারি পার্শ্বে যে ৪টি ঢিপি বা মৃৎ স্তূপ অঙ্কিত আছে, তাহার মধ্যে দক্ষিণের ঢিপি ব্যতীত অপর ৩টি খননকালে অপসারিত হইয়াছে। এই ঢিপিটির পশ্চিমে প্রাচীন স্তূপগুলির অনুকরণে Oertal সাহেব একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্ম্মিত, ইহার গাত্রে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ এই অঙ্কসম্বলিত একখানি খোদিত প্রস্তর গ্রথিত হইয়াছে। ইহাই খনিত ভূমির দক্ষিণ-সীমা। * *। মন্দিরের পশ্চিমাংশের খনিত ভূভাগ হইতেই বহুতর পুরাকীর্ত্তি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে উহা হইতে দশ হস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের খোদিত লিপিযুক্ত ১টী প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে অশোকের খোদিত লিপি ব্যতীত আরও ২টী খোদিত লিপি আছে। ১টিতে রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ

(১২) Annual progress report of the Superintendent of the Archæological Survey of the United Provinces & Punjab, 1905, p. 57.

সম্বৎসরের হেমন্তের ১ম পক্ষের ১০ম দিবসের উল্লেখ আছে। অপরটি দান-বিষয়ক লিপি, এই ২টী লিপি অপেক্ষাকৃত নূতন অক্ষরে লিখিত। স্তম্ভটি দশ ফুট গভীর ১টি গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত। অশোকের খোদিত লিপির প্রথম ৩ পংক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভটি ভগ্ন হইয়াছে, * * *। অপরাপর অশোকস্তম্ভের শীর্ষের ন্যায় ইহাতে চারিটি সিংহমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই চারিটি সিংহের পৃষ্ঠে একটি ধর্ম্মচক্র অবস্থিত ছিল। স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্ব খননকালে অনেকগুলি প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হয়। দশ ফুট নিম্নে অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নিম্নস্থ স্তম্ভের সমুদায় অংশ অমার্জ্জিত এবং উপরের অংশ সুন্দররূপে মার্জ্জিত এবং দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল। অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণের উপরে স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরের রেলিং ছিল। ইহার উপরে প্রায় ৫ ফুট উর্দ্ধে মথুরায় খোদিত প্রস্তরসমূহে ব্যবহৃত রক্তবর্ণ চতুষ্কোণ প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ, তাহার ৩ ফুট উর্দ্ধে অসমান প্রস্তরখণ্ডনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ ও সর্ব্বোপরি উপলখণ্ডনির্ম্মিত বর্ত্তমান প্রাঙ্গণ পাওয়া গিয়াছে।"(১৩)

মিঃ ওরটেল আগ্রায় বদলী হওয়ায় কিছুদিন পর্য্যন্ত খনন-কার্য্য স্থগিত থাকে। ১৯০৭ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে নিয়ত উদ্যমশীল সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী সার ডাঃ জে এইচ মার্শাল সাহেব ডাঃ ষ্টেন কোনো, নিকোলস, পণ্ডিত দয়ারাম ও স্বর্গীয় বিপিন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির সহায়তা লইয়া স্বয়ং অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। এই বৎসরের খননকার্য্য পূর্ব্বপূর্ব্ব বারের অপেক্ষা অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া চালিত হইয়াছিল। ইহাতে সারনাথের ধ্বংসাবশেষগুলির পূর্ব্বাপর স্থিতিনির্দ্দেশ ও ভৌগোলিক আকার-জ্ঞানের প্রথম সূত্রপাত হয়। এইবারকার ভূ-খনন স্থান ছিল সমগ্র ভূভাগের উত্তরাংশ, দক্ষিণাংশ পূর্ব্বেই বিশেষরূপে উৎখাত হইয়াছিল। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশের মূর্ত্তি সংখ্যা কিছু কম, তথাপি সেগুলি নানাভাবে সমধিক মূল্যবান্। ১৯০৭ সালের খননে ২৪৪ খানি মূর্ত্তি ও ২৫ খানি শিলালিপি বাহির হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি ও লিপিগুলির বিশেষ আলোচনা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইবে। জগৎসিং-স্তূপের দক্ষিণে প্রাপ্ত B (6) 173

মার্শাল সাহেবের প্রথম খনন

(১৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বৌদ্ধ-বারাণসী" প্রবন্ধ, সা° প° পত্রিকা ১৩১৩ সাল, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

নং মহারাজ কুমারগুপ্তের (দ্বিতীয়) দান বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রধান মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব-ভাগে প্রাপ্ত ধনদেবের দান B (6) 179 নং গান্ধার-শিল্পকলানুমোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি, নিবদ্ধার্য্য সত্য খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর একখানি লিপি প্রভৃতি প্রধান নিদর্শনগুলি উল্লেখযোগ্য। ওরটেলের পর যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে সমস্তই মার্শালের অনুসন্ধানফল।

মার্শাল সাহেবের দ্বিতীয় খনন

প্রথমবারের ভূ-খননে উৎসাহ লাভ করিয়া মার্শাল সাহেব কোনো সাহেবকে লইয়া পুনরায় ১৯০৮ সালে এই কার্য্য আরম্ভ করেন। এবারেও সারনাথের উত্তরাংশই খননের ভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ধামেক-স্তূপের উত্তরভাগে কতকগুলি গৃহ আবিষ্কার করিয়া মার্শাল সাহেব সেগুলিকে ৫ম হইতে ৮ম শতাব্দীর বলিয়া স্থির করেন। ইহা ছাড়া জগৎসিং-স্তূপের চতুর্দ্দিক খনন করিয়া স্তূপটী যে পুনঃপুনঃ সাতবার সংস্কৃত হইয়াছিল তিনি তাহারও বিশেষ চিহ্ন পাইয়াছিলেন। এবারকার খনন-ব্যাপারে বহুতর হিন্দুবৌদ্ধমূর্ত্তি ও ২৩ খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ইষ্টক, মাটির মোহর (Seal), মাটির মালা, দ্বারের অংশ ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়াছিল। B. n (1) নং প্রকাণ্ড ১২ ফিট উচ্চ দশ-ভুজ মহাদেবের মূর্ত্তি, খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর অপূর্ব্ব মৃন্নির্ম্মিত মস্তক(১৪), "ক্ষান্তি-বাদি জাতক" চিত্রিত প্রস্তরফলক, বিশ্বপালের লিপি ও কুমরদেবীর লিপি প্রভৃতি প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির বিশেষ আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নিবদ্ধ হইবে।

হারগ্রিভসের অনুসন্ধান

মার্শালের খননের পর ছয় বৎসরকাল সারনাথে আর ভূ-খনন কার্য্য সাধিত হয় নাই। সারনাথের খনন নিয়তই আশানুরূপ হইয়াছিল, খননফলও সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। অথচ সারনাথের ন্যায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভূমিতে এতদিন অনুসন্ধানকার্য্য বন্ধ রাখা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইতে পারে না। সাধারণ লোকের খনন-কার্য্যের উপযুক্ত স্থানের নির্দ্ধারণে অজ্ঞতা স্বাভাবিক। রতন টাটা পাটলিপুত্রের খননে অতগুলি টাকা দিতে উৎসুক হইয়াছিলেন তাহা

(১৪) Annual Report 1907-1908, fig 8.

দোষাবহ নহে। কিন্তু পূর্ব্ব-খননফল দেখিয়াও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষগণ কি করিয়া তাঁহাকে আশানুরূপ ফলের লোভ দেখাইয়াছিলেন তাহাই ভাবিবার বিষয়। অথচ সারনাথের খনন চালাইবার কথা তাঁহারা সে সময়ের জন্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। গত বৎসরে (১৯১৫ সালে) প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের হারগ্রিবস সাহেব অল্প-সময়ের জন্য সারনাথে যে খনন চালাইয়াছিলেন তাহাতে তিনটী অতি মূল্যবান্ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তিনটী মূর্ত্তির পাদদেশে দ্বিতীয় কুমার-গুপ্তের রাজ্যকাল প্রভৃতি বিষয়সমন্বিত দানমূলক লিপি উৎকীর্ণ আছে। এগুলির বিবরণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত এস্থানে আলোচনার অধিকার নাই। এ বৎসরও হারগ্রিবস্ সাহেব সারনাথে আসিয়াছিলেন কিন্তু আর খনন-কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং এ অধ্যায় কখনই সম্পূর্ণ হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ সারনাথের আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি দেখিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে শুধু সারনাথের—

সারনাথে লব্ধশিল্প-নিদর্শনের মূল্য

শিল্প-নিদর্শন হইতেই অশোকের সময় হইতে মুসলমানাধিকার পর্য্যন্ত ভারতীয় সমগ্র ভাস্কর্য্যবিদ্যার ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে উদাহৃত হইতে পারে।(১) প্রকৃতপ্রস্তাবে শিল্পতত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের পক্ষে সারনাথের ঐতিহাসিক সংগ্রহ একটী আদর্শ গুরুকুলবিশেষ। প্রাচীন ভারতে যত প্রকার কলাশিল্পরীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার সকলেরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন এখানে যথেষ্টরূপে সজ্জিত হইয়া আছে। "ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির" নব্য সেবকগণ যদি তাঁহাদিগের উদ্ভট কল্পনা পরিহার করিয়া কিছুদিনের জন্য এ স্থানে শিল্পরীতি শিক্ষা করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের প্রাচীন শিল্পাদর্শের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্য নানাভাবে হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কল্পনাক্ষেত্র হইতে ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ লাভ করা যে সম্ভবপর নহে—আধুনিক অনুসন্ধানের যুগে একথা বুঝিবার দিন অবশ্যই আসিয়াছে। তথাপি আত্মনির্ভরশীল নব্য চিত্রকরগণের নিকট সম্ভবতঃ একথা নিতান্তই ব্যর্থ বলিয়া গৃহীত হইবে।

সারনাথের ঐতিহাসিক সংগ্রহ শিল্পের দিক ছাড়া মূর্ত্তিতত্ত্বের (Iconography) দিক দিয়াও সমধিক মূল্যবান্। কোন্ যুগে কোন্ মূর্ত্তিপূজা আদৃত হইয়াছিল, কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন্ শ্রেণীর মূর্ত্তি আরাধ্য ছিল, কোন্ সম্প্রদায় তৎপূর্ব্ব সম্প্রদায়ের উপর পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল—ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য কথা আমরা সারনাথের মূর্ত্তি প্রভৃতি ভাস্কর্য্য-নিদর্শন হইতে অবগত হইতে পারি। বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন নানা মূর্ত্তির অপূর্ব্ব সঙ্গতি নানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া

(১) "* * * the history of Indian sculpture from Asoka to the Mahommadan conquest might be illustrated with fair completeness from the finds at Sarnath alone"—V. A. Smith's. "A History of fine art in India & Ceylon." p. 148.

দেয়। কালে বিশেষজ্ঞগণ বহুসময়ব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা এ সকল বিষয়ে মীমাংসা করিবেন। সারনাথের ভাস্কর্য্য-সংগ্রহ হইতে ভারতীয় পুরাণতত্ত্বেরও (Mythology) নানা বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সংগৃহীত বিবিধ প্রস্তরফলকে বৌদ্ধ-পুরাণান্তর্গত জাতকের ঘটনাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে।(২)শিল্পতত্ত্ব মূর্ত্তিতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব ব্যতীত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বেও সারনাথের ভাস্কর্য্যসংগ্রহ যথেষ্ট মূল্যবান্। এখানকার অনেক মূর্ত্তির গঠন-বিশিষ্ট দেখিয়া মূর্ত্তি-লগ্ন লিপির কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে ; অনেক মূর্ত্তির প্রস্তর দেখিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পীগণের ভাববিনিময় স্থিরীকৃত হইয়াছে ; এখানকার কোন একটী লিপি হইতে অশোকের সময়ে মূর্ত্তি হইত না বলিয়া লোকের যে অন্ধবিশ্বাস ছিল তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। কোন কোন স্তূপের শিল্পপদ্ধতি হইতে সিংহলের শিল্পী-গণেরও সহিত যে সারনাথের শিল্পীগণের সহিত সম্বন্ধ ছিল তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং সারনাথের মিউজিয়ম ও ধ্বংসাবশেষ ঐতিহাসিকের ও প্রত্ন-তত্ত্ববিদের একটী অবশ্য দর্শনীয় শিক্ষাগার। যন্ত্রশালা বা 'ল্যাবোরেটারি'তে না শিখিলে, যেরূপ বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, সেইরূপ মিউজিয়ামে না শিখিলে প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ বা ঐতিহাসিক হওয়া যায় না। এ কথাটী এ দেশে এখনও লোকে বুঝিতেছেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। সেইজন্যই কোন কোন শিল্প-শাস্ত্রবিশারদ মিউজিয়াম-গঠনের সার্থকতার প্রতিও তীব্র কটাক্ষ করিতে যথেষ্টরূপে লজ্জিত হইতে পারেন নাই। ইয়ুরোপে মিউজিয়াম না দেখিলে, দেশভ্রমণ না করিলে, শিক্ষাসমাপ্ত হইতে পারে না। আমরা ইয়ুরোপের নানাবিষয়ে অনুকরণ করিতে পশ্চাৎপদ না হইলেও এ বিষয়ে বোধ হয়, নিতান্তই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছি। তথাপি আশা হয় দেশের বাতাস ফিরিতেছে, নানা স্থানে জাতীয় চেষ্টায় মিউজিয়াম স্থাপিত হইতেছে। তবে মিউজিয়ামে নানা মূর্ত্তির তথ্য-জিজ্ঞাসা এখনও আশানুরূপ ফলবতী নহে। সারনাথের ঐতিহাসিক সংগ্রহের নিম্নলিখিত যৎসামান্য বিবরণ পড়িয়া যদি কাহারও মিউজিয়ামে শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তবেই এই ক্ষুদ্রশ্রম সফল হইবে। এইবার আমরা আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির ও মিউজিয়াম সংগ্রহের যথাসাধ্য কালক্রমানুসারে বিভাগ করিয়া স্থূল ভাবে বর্ণনা করিব।

(২) ক্ষান্তিবাদ জাতক।

সারনাথের যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন মহারাজ ধর্ম্মাশোকের সিংহযুক্ত প্রস্তর-স্তম্ভ।

মৌর্য্য যুগের শিল্পনিদর্শন

ইতিপূর্ব্বে ভারতের নানা স্থানে অশোকের নয়টী প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেগুলির ও গঠন শিল্প ও কারুকার্য্যের প্রশংসায় দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পসমালোচকগণ শতমুখ হইতেন (৩); কিন্তু এই স্তম্ভটী আবিষ্কৃত হইবার পর ইহাপেক্ষা সুচারুতর পাষাণস্তম্ভ আর নাই একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। স্তম্ভের শীর্ষদেশে চারিটী পূর্ণায়তন সিংহমূর্ত্তি বর্ত্তমান। সিংহগুলির চক্ষুগোলক পূর্ব্বে মণিময় ছিল, এখন মণি নাই কিন্তু মণির অস্তিত্বের নানা প্রমাণ রহিয়াছে। সিংহগুলির অঙ্কন এত স্বাভাবিক ও সহজপ্রণালীসম্মত হইয়াছে যে, দৃষ্টিমাত্রেই সকলের একবাক্যে অনবরত সাধুবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। সিংহগুলির নিম্নদেশে চারিটী চক্র, দুই দুইটী চক্রের মধ্যভাগে হস্তী, ষণ্ড, অশ্ব ও সিংহ অঙ্কিত। চক্রগুলি সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মচক্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে সংযুক্ত হইয়াছে। হস্তী, ষণ্ড, অশ্ব ও সিংহ যথাক্রমে ইন্দ্র, শিব, সূর্য্য ও দুর্গার বাহন। অতএব ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মের অধীনতা জ্ঞাপন করিতেছে, পরলোকগত ডাঃ ব্লক এই মত লিখিয়াছেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, উক্ত সমস্ত পশুগুলিই চলিতেছে এই ভাবে অঙ্কিত, চক্রগুলিও চলিতেছে। সংসারের এই কয়েকটী প্রধান জঙ্গমপশু যতদিন চলিবে বৌদ্ধধর্ম্মও ততদিন চলিবে, ইহাই বোধ হয় সমগ্র চিত্রের তাৎপর্য্য। আমরা ডাঃ ব্লকের মতও পণ্ডিত দয়ারাম সাহনীর ন্যায় অস্বীকার করিতে পারি না। এই চিত্রের নিম্নে ঘণ্টাকারে কতকটা স্থান অঙ্কিত, তন্নিম্নভাগ স্তম্ভ হইতে অবিযুক্ত হইয়াছে। এই সমগ্র স্তম্ভ-শীর্ষটী মিউজিয়ামের প্রধানগৃহে স্থাপিত হইয়াছে, স্তম্ভটী এখনও পূর্ব্ব উৎখাত-স্থানে চালার নীচে বর্ত্তমান আছে। স্তম্ভ ও স্তম্ভ-শীর্ষটী বালুকাবহুল প্রস্তরে নির্ম্মিত। গাত্রে একটী অপূর্ব্ব বজ্রলেপ দৃষ্ট হইয়া

(৩) 'The detached monolithic pillars erected by Asoka * * bear testimony.........to the perfection attained by the early Stone-cutters of India in the exercise of their craft." V. A. Smith in the Imperial Gazetter of India Vol II, p. 109.

লামা তারানাথ ও অশোকের সময়ের দক্ষ শিল্পীগণের অপূর্ব্ব চৈত্য-নির্ম্মাণ, বজ্রাসন নির্ম্মাণ অলৌকিক কার্য্য বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। Indian Antiquary Vol IV, p. 102.

থাকে।(৪) বজ্রলেপের চাকচিক্য, মসৃণতা ও বর্ণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়, এত প্রাচীন যুগে ভৌতিক-বিজ্ঞানের কত উন্নতি হইয়াছিল মনে করিলে গৌরবে রোমাঞ্চিত হইতে হয় (৫)। এই স্তম্ভটীর মস্তকে বৌদ্ধ-বারাণসীর প্রধান চিহ্ন একটী বৃহৎ ধর্ম্মচক্র ছিল, সেটী এখন ভগ্নাবস্থায় মিউজিয়ামের কাচনির্ম্মিত আধারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

এই স্তম্ভ-গাত্রে যে তিনখানি বিভিন্ন খোদিতলিপি দৃষ্ট হয়, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত দ্রব্যে যে যে লিপি বর্ত্তমান, সেগুলি সমুদায়ই উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। সুতরাং এ অধ্যায়ে শুধু লিপিগুলির মাত্র উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত থাকিব।

অশোকস্তম্ভ ব্যতীত মৌর্য্যযুগের আর কোন শিল্প-নিদর্শন মুখ্যভাবে সারনাথে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কুমরদেবীর লিপি হইতে জানা যায়, যে তিনি অশোকের সময়ে নির্ম্মিত "শ্রীধর্ম্মচক্রজিন" অথবা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সংস্কারসাধন করেন।(৬) এই লিপি হইতে এতদিন সাহেবদিগের নিকট যাহা অজ্ঞাত ছিল,

(৪) পূজ্যপাদ ঐতিহাসিক ও শিল্পসমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন যে তন্ত্রে এই লেপের রচনাপ্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা মাসিক পত্রাদিতেও ইহার বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

(৫) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ কিন্তু অশোকস্তম্ভমাত্রকেই গ্রীক্ ও পারস্যকলাপদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত বলিতে চাহেন। "* * * The Asoka pillars may be described as imitations of the Persian columns of the Achaemanian period with Menistic ornament." সাহেবগণের এই সকল মত এখন ক্রমশই ভিত্তিশূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী হ্যাভেল অল্পদিন পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পে গ্রীক্‌প্রভাবের মত খণ্ডন করিয়াছেন। পেশোয়ার মিউজিয়ামের Sculpture no 241 মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে গ্রীকশিল্পীগণের ন্যায় মাংসপেশী রচনা (muscles) করিবার বিশেষ প্রবৃত্তি দেখা যায় না। স্থূলোদর সে মূর্ত্তিগুলি দেখিলে ভারতীয় ভিন্ন অন্য কিছু বলিবার উপায়মাত্র নাই। ফলে গ্রীক্‌মূর্ত্তিতে স্থূলোদর কখনই লক্ষিত হয় না। cf. Sohrmann's "Die Altindische Saule" (Old Indian Halls).

(৬) Epigraphia Indica Vol IX, p. 325. also A. S. R. 1907-8, p. 79.

"ধর্ম্মাশোক নরাধিপস্য সময়ে শ্রীধর্ম্মচক্রোজিনো

যাদৃক্ তন্নয় রক্ষিতঃ পুনরয়ংক্রে ততোপ্যদ্ভুতম্

এরূপ একটি মহাসত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে এবং এখনও(!) কোন কোন ইয়োরোপীয় পুরাতত্ত্ববিৎ বলিতেন যে, মহাযানসম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বুদ্ধ বা অন্য কোন দেবের মূর্ত্তি এদেশে নির্ম্মিত হইত না। কুমরদেবীকে যদি মিথ্যাবাদিনী বলা না যায়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে এই ধারণা বড়ই ভ্রান্তিমূলক এবং অশোকের সময়েও ভারতের লোকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে জানিত। যে সকল শিল্পী অশোক-স্তম্ভের ন্যায় সুচারুমসৃণ সিংহাদিসমন্বিত স্তম্ভ বা সাঞ্চীর নানা ভাস্কর্য্য এবং সূক্ষ্ম স্বভাব-সঙ্গত কারুকার্য্য করিতে জানিত, তাহাদের পক্ষে বুদ্ধের মূর্ত্তি-রচনা অসম্ভব ছিল, ইহা বিজ্ঞ লোকে কখনই স্বীকার করিতে পারে না। সাহেবদের এই বিশ্বাস বড়ই প্রমাণবিরহিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সুতরাং আমরা তাহা এক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

মৌর্য্যযুগের অন্যতম নিদর্শন অশোকনির্ম্মিত একটি সুদৃশ্য পাষাণ-বেষ্টনী। ইহার বিষয় অন্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। এই পাষাণ-বেষ্টনীটি "প্রধান মন্দিরের" দক্ষিণস্থ একটী কক্ষে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র স্তূপের চারি পার্শ্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে লক্ষ্য করিবার ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় এই যে, এটি শুধু একখানি বালুকাবহুল প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহার পালিস ও গঠন-কৌশল সাঞ্চী ও ভরহুতের রেলিংএর ন্যায় উজ্জ্বল ও শোভাশালী। এ রেলিংএও সাঞ্চী ও ভরহুতের রেলিংএর ন্যায় সূচী (cross-bar) সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।(৭) উক্ত স্থানের রেলিংএ যেরূপ চাঁদা-দাতাগণের নামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি পাওয়া যায়, আলোচ্য রেলিংএও সেরূপ লিপির অসদ্ভাব নাই। এই রেলিংএ "ব্রাহ্মাক্ষরে" যে একটী ক্ষুদ্র লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, "সবহিকা" নাম্নী কোন মঠবাসিনী উহা প্রদান করিয়া-

শীহারঃ স্থবিরস্য তস্য চ তয়া যত্নাদয়ং কারিত
স্তম্ভিস্ত্রৈব সমর্পিতশ্চ বসতাদাচন্দ্রচণ্ডদ্যুতে। L 26.

D. Vogel লিখিয়াছেন,—"A still further development in the history of Bnddhism is illustrated by the numerous images of deities, of which the Sarnath excavations have yielded so many specimens The Worship of these, no doubt formed a part of the popular religion of India at an early stage, in fact it may in many cases go back to Pre. Buddhist times.

(৭) Anderson's "Archæological catalogue—Part I—Indian Museum p. 9 নামক গ্রন্থে সূচীর লক্ষণ ও ভরহুতের রেলিংএর বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। মথুরা প্রভৃতির বৌদ্ধযুগের নিদর্শন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকটে বেষ্টনী ও সূচীদানের পরিচয় নূতন নহে। তবে একটী বিষয় জ্ঞাতব্য বটে যে, এই স্তূপ-বেষ্টনী বা রেলিংটীই সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগের রেলিংগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। কারণ, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এটি অশোকস্তম্ভ রক্ষা করিবার জন্য অশোকের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, আর কোন বেষ্টনীই অশোকের সময়ের বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ-সমাজে এ পর্য্যন্ত পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই।

মৌর্য্যযুগের পর শুঙ্গযুগের একটী সচিত্র স্তম্ভ-শীর্ষ বৈদেশিক শিল্পীগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই স্তম্ভ-শীর্ষটী (No. D. 9. 4) প্রধান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমকোণে পাওয়া গিয়াছিল। এটি চেপ্টা এবং দুই পৃষ্ঠায় চিত্র উৎকীর্ণ আছে। এক চিত্রে একটি পুরুষ দ্রুততাবে অশ্ব-চালনা করিতেছে, অশ্বের গতি-ভঙ্গি, পুরুষ-মূর্ত্তির হেলন ও মুখের ভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাতে কোন স্থলে স্বাভাবিকতাকে ইচ্ছা করিয়া খর্ব্ব করা হয় নাই, অথচ ইহা ভারতীয় প্রাচীন চিত্র-কলা-পদ্ধতির অনুসারে রচিত। অপর চিত্রখানিতে দুইটী পুরুষ হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ়, সম্মুখে মাহুত ঈষৎ হেলিয়া অঙ্কুশাঘাতে হস্তীকে চালনা করিতেছে, তাহার পশ্চাতে এক ব্যক্তি পতাকাহস্তে উপবিষ্ট। অঙ্কুশাঘাতের প্রথম অনুভবে হস্তী কিভাবে শূণ্ডের সহিত মস্তক তুলিয়া পাদবিক্ষেপ করে, তখন আরোহীগণের কিরূপ ভঙ্গি হয়, পতাকা কিরূপভাবে সঞ্চালিত হয় এ সকল বিষয় অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

শুঙ্গযুগের ভাস্কর্য্য-চিহ্ন

এই স্তম্ভ-শীর্ষ ব্যতীত শুঙ্গযুগের কয়েকটী বেষ্টনী-স্তম্ভও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বেষ্টনীস্তম্ভগুলি (No D a 1-12) মার্শাল সাহেব কর্ত্তৃক "প্রধান মন্দিরে"র পূর্ব্ব-উত্তর ভূভাগে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুই একটী ছাড়া প্রত্যেক স্তম্ভের একভাগে নানারূপ বৌদ্ধচিহ্ন ও কারুকার্য্য উৎকীর্ণ, কোনটীতে মাল্যদাম-শোভিত বোধিদ্রুম, ত্রিরত্ন-বিজ্ঞাপক ত্রিশূল-চিহ্ন, কোনটীতে চক্র ও ছত্র বর্ত্তমান। D (a) 6 নং স্তম্ভের চিত্রখানি নানাভাবে কৌতূহলজনক। অর্দ্ধ-মানব অর্দ্ধ-দানব-মূর্ত্তি, হস্তীকর্ণ, মৎস্য-পুচ্ছ, পুষ্প, সিংহ-মুখ ইত্যাদি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। মোটামোটি দেখিতে গেলে সমস্ত স্তম্ভচিত্রগুলির কারুকার্য্যই মার্জ্জিত রুচি ও

সহজ রচনা-ভঙ্গীর পরিচয় প্রদান করে। কোন চিত্রেই অতিরিক্ত খোদাইকার্য্য চক্ষুকে ক্লান্ত বা সৌন্দর্য্য-বিমুখ করিয়া তোলে না।

শুঙ্গযুগের আর একটি ভাস্কর্য্য-নিদর্শন B 1 নং পুরুষ-মস্তকের ভগ্নাংশদ্বয়। মস্তকের দক্ষিণ কর্ণ ছিন্ন, বামটী অবিকৃত আছে। কর্ণে কোন অলঙ্কার দৃষ্ট হয় না। মস্তকদেশে দেশীয় প্রথানুযায়ী একটী ঝুঁটি বাঁধা আছে, ঝুঁটি ছাড়া মস্তকের অন্যান্য অংশ মুণ্ডিত। এটি ওরটেল সাহেব কর্ত্তৃক "প্রধান মন্দিরে"র নিকটবর্ত্তী স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

শুঙ্গযুগের পর ভারতের ইতিহাসে কুষাণযুগের আবির্ভাব। শুঙ্গযুগের ন্যায় কুষাণযুগেরও কতকগুলি ভাস্কর্য্য-নিদর্শন সারনাথখননে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি সমস্তই বৌদ্ধমূর্ত্তি, সুতরাং কুমরদেবাবর্ণিত মূর্ত্তিটীর কথা অবহেলা করিয়া বৈদেশিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এগুলিরই প্রধানটীকে সারনাথের সর্ব্বপ্রাচীন মূর্ত্তি-নিদর্শন বলিয়া পরিচিত করাইতেছেন। ইঁহাদের প্রধান যুক্তি এইরূপ :—সর্ব্বপ্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি গান্ধারের ব্যাকটীয়ান (গ্রীক্) শিল্পীগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তথা হইতে এইরূপ মূর্ত্তি মথুরায় আনীত হয় আবার মথুরা হইতে ইহা ভারতের বৌদ্ধকেন্দ্রসমূহে নানা সময়ে প্রেরিত হয়। অতএব যেহেতু সারনাথের এই বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি (বুদ্ধমূর্ত্তি নহে) মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরে রচিত এবং যেহেতু এই মূর্ত্তির দাতা ভিক্ষুবলের ঠিক এইরূপ একখানি মূর্ত্তি মথুরায় পাওয়া যায়।(৮) সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহাপেক্ষা প্রাচীনতর মূর্ত্তি সারনাথে থাকিতে পারে না। আমরা এই যুক্তি স্বীকার করিতে অসমর্থ হইয়া একটীমাত্র বিষয় উল্লেখ করিয়া এই মূর্ত্তির আকারাদির বর্ণনা করিব। গান্ধারে বা পেশোয়ারে এ পর্য্যন্ত যতগুলি বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে কোনটীই এই মূর্ত্তি অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইতে পারে নাই। এই মূর্ত্তির খোদিত লিপিই ইহা কণিষ্কের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের বলিয়া প্রচারিত করিতেছে। প্রসঙ্গবিশেষে লিপির কথা আলোচিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটী আকারে প্রকাণ্ড উচ্চ, উচ্চতা প্রায় ৯ ফিট্ ৫ ইঞ্চি। ইহার একটী হাত ভগ্ন, প্রসিদ্ধ "অভয় মুদ্রা"য় উত্তোলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। করতলে চক্র

কুষাণযুগের বৌদ্ধমূর্ত্তি

(৮) Sarnath Catalogue, p. 18.

ও প্রত্যেক অঙ্গুলীতে স্বস্তিক-চিহ্ন উৎকীর্ণ। এই দুই চিহ্ন মহাপুরুষ-লক্ষণের অন্তর্গত এবং এটী বোধিসত্ব বলিয়া চিহ্নদ্বয় বুদ্ধত্বেরও পরিচায়ক। মূর্ত্তির বাম-হস্ত ঈষৎ বক্রভাবে মধ্যদেশে স্থাপিত। পরিধানে একখানি সূক্ষ্ম "অন্তর বাসক" দেখা যায়।

এই পরিচ্ছদের ভাঁজগুলি দেখিলে মনে হয় যে, এই মূর্ত্তির শিল্পী স্বাভাবিকতা রক্ষা করিবার জন্য কতই না যত্ন করিয়াছিলেন। সাহেবগণের বিশ্বাস যে, এই আকারের রচনা এক শুধু গ্রীকগণের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। তাঁহারা নানা প্রমাণ জানিয়া শুনিয়াও যদি এই কথা চিরকাল বলিতে থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে একান্তই নিরুত্তর থাকিতে হয়। মূর্ত্তির কটিদেশে একটী সুচারু বন্ধনী দেখা যায়, সেটা অধোদেশের বস্ত্রখানি আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। পদদ্বয়ের মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র সিংহমূর্ত্তি বর্ত্তমান। ডাঃ ভোগেল বলেন যে, এটী বুদ্ধের শাক্যসিংহ নামের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু বোধিসত্বের পদতলে কি করিয়া শাক্যসিংহের মূর্ত্তি থাকিতে পারে আমরা এই গবেষণাফল বুঝিতে একান্তই অক্ষম। আমাদের মনে হয়, যে কারণে অশোকস্তম্ভ-শীর্ষে পশু-চতুষ্টয়ের মধ্যে পশুরাজের মূর্ত্তি বর্ত্তমান ঠিক সেই কারণে অথবা বৌদ্ধগণের "মহাযানেয়"গণের অন্যতমরূপে ইহা এই মূর্ত্তির সহিত স্থান-লাভ করিয়াছে। মূর্ত্তিটার মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে একটী প্রকাণ্ড ছত্র স্থাপিত ছিল। ছত্রটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দশটী ভগ্নাংশে সেটাকে পাওয়া গিয়াছে। ভগ্নাংশগুলি জুড়িয়া মিউজিয়ামে রাখা হইয়াছে। ছত্রের মধ্যভাগে পদ্মাকার উৎকীর্ণ, তাহার পর পর অনেকগুলি বৃত্ত বর্ত্তমান। এক একটী বৃত্তে নানা জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি, ত্রিরত্ন, মৎস্যযুগ্ম, শঙ্খ, স্বস্তিক প্রভৃতি চিহ্ন উৎকীর্ণ। ছত্রের স্তম্ভে যে খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়, তাহা অন্য প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

কুষাণযুগের এই প্রকাণ্ডকায় মূর্ত্তিব্যতীত আরও একটী মূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই B (a) 3 নং দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিটী উচ্চতায় নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, পাদপীঠসহ মূর্ত্তিটীর উচ্চতা প্রায় ১০ ফিট্, ৬ ইঞ্চি। মূর্ত্তির মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, দক্ষিণ হস্তের বিন্যাস ঠিক B (a) 1 নং মূর্ত্তির অনুরূপ। ইহার বামহস্ত কটীদেশে স্থাপিত নহে, পরন্তু উরুদেশে লম্বমান। এই মূর্ত্তিতে প্রচ্ছদ-পটের ক্রমিক তিরোভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ, গুপ্তযুগের আরম্ভ হইতেই

মূর্ত্তি-শিল্পে পরিচ্ছদের বিশেষ অঙ্কন ক্রমশই চলিয়া গিয়াছিল। ইহার পদযুগলের মধ্যস্থলে অস্পষ্টভাবে যে ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটী দৃষ্ট হয়, সেটীও অনুমান হয়, পূর্ব্বোক্ত B (a) 1 নং মূর্ত্তিসংযুক্ত সিংহের অনুরূপ মূর্ত্তি। মূর্ত্তি-চরণের উভয় পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি অবনতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এ দুটী সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তির দাতাদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি। মস্তকের চারিদিকে একটী প্রভামণ্ডল (Halo) উৎকীর্ণ ছিল, তাহার চিহ্ন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিতে পূর্ব্বে একটী রক্ত-বর্ণের লেপ লাগান ছিল। পদ-যুগলে ইহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এই সমগ্র মূর্ত্তিটী "প্রধান গৃহের" দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে একটী মধ্যযুগের স্তূপের সহিত ওরটেল সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। মূর্ত্তির উপরিভাগে পূর্ব্বে একটী পাষাণছত্র বর্ত্তমান ছিল। ছত্রটী এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ছত্রদণ্ডটী ইহার নিকটেই ভূমিতে পতিতাবস্থায় পাওয়া যায়।

এই মূর্ত্তি ব্যতীত আরও একটী মূর্ত্তির প্রভামণ্ডলের অংশ (B (a) 4.) কুষাণযুগের বলিয়া পরিচয়লাভ করিয়াছে। ইহার সম্মুখভাগে অশ্বত্থবৃক্ষ উৎকীর্ণ। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, যে মূর্ত্তির এটি অংশ সেটী গৌতম-বুদ্ধের বুদ্ধত্ব-লাভের পরের অবস্থা। বোধি-দ্রুমের নিম্নে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটী এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই প্রস্তরখণ্ডের রক্তবর্ণ দেখিয়া মূর্ত্তিটী যে মথুরার শিল্পীগণের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা পণ্ডিত সাহনী অনুমান করিয়াছেন।

এই কয়েকটী ভাস্কর্য্য-নিদর্শন ব্যতীত আরও এই ধরণের কুষাণ-যুগের বহু নিদর্শন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। কিন্তু প্রয়োজনাভাবে প্রত্যেকটীর বিশেষ পরিচয় পরিত্যক্ত হইল।

গুপ্তযুগই সারনাথের মূর্ত্তি-শিল্পের উন্নতির শ্রেষ্ঠকাল। এই যুগের মূর্ত্তির সংখ্যা এখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এই যুগের মূর্ত্তির কারুকার্য্য ও গঠন সর্ব্বাপেক্ষা সুচারু, এই যুগের মূর্ত্তিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তিতেই সর্ব্বপ্রকার মুদ্রা ও আসনের বিভিন্নতা প্রকাশ পাইয়াছে, বোধিসত্ত্ব-লক্ষণের নানাচিহ্নও তজ্জাতীয় মূর্ত্তিসমূহে বর্ত্তমান। এক এক আদর্শ-ভূত বহুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া মিউজিয়ামে স্থানলাভ করিয়াছে। আমরা শুধু

গুপ্তযুগের মূর্ত্তি-পরিচয়

এস্থলে এক এক ধরণের (Type) এবং বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক কয়েকটি মাত্র মূর্ত্তির আলোচনা করিব। গুপ্তযুগের বুদ্ধ-মূর্ত্তির শিল্পহিসাবেও মূল্য যথেষ্ট। শুষ্ক প্রত্নতাত্বিক ডাঃ ভোগেল পর্য্যন্ত এই সকল মূর্ত্তির অপূর্ব্ব পবিত্র ও প্রশান্ত ভাব-দ্যোতনার ও বৌদ্ধতত্ব-প্রকাশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।(৯) এ যুগের মূর্ত্তি-শিল্পে কুষাণযুগের সরলতার স্থানে জটিলতা আসিয়াছে সত্য, তথাপি তাহা শিল্পীর চক্ষে আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূর্ত্তির প্রভামণ্ডলের (Halo) উপরে নানাপ্রকার লতা-পাতা, কারিকুরির অলঙ্কার কোনক্রমেই বর্ব্বরতার প্রমাণ করে না। বরং তাহাতে মার্জ্জিত-রুচির পরিচয় পদে পদে লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের মূর্ত্তির আকার কুষাণযুগের মূর্ত্তির আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং অধিক আর্য্যভাবপ্রকাশক ও স্বাভাবিকতাপূর্ণ। কুষাণযুগের মূর্ত্তির মুখের ন্যায় এ যুগের মূর্ত্তির মুখ দেখিয়া কখন মঙ্গোলিয়ান্ (Mongolian) ধরণের বলিয়া ভ্রম হয় না। এই কথার সহিত ঐতিহাসিক প্রমাণেরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে।(১০) বৌদ্ধ-পৌরাণিকতার পরিনতির সময় গুপ্তযুগ, সুতরাং এ যুগের মূর্ত্তিতেও তাহার নানা চিহ্ন জাজ্বল্যমান। গুপ্তযুগে বোধিসত্বপূজার বহুল-প্রচার হয়, সেইজন্য অবলোকিতেশ্বরের নানা ধরণের মূর্ত্তি সারনাথ-মিউজিয়ামের সংগ্রহ-বৃদ্ধি করিয়াছে। এইবার মূর্ত্তির সাধারণ ছাড়িয়া বিশেষ পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

B (b) 1 নং—দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি। পদযুগল ও বামহস্ত ছিন্ন। ভিক্ষুর উপযোগী "ত্রিচীবরের (১১) মধ্যে এ মূর্ত্তিটির অঙ্গের নিম্নাংশে "অন্তরবাসক"(১২)

(৯) "Some of the Buddha Statues of this period, by thier wonderful expression of calm repose and mild serenity, give a beautiful rendering of the Buddhist idea," Sarnath Catalogue p. 19.

(১০) ইউচিগণ মঙ্গোলিয়া হইতেই ত আসিয়াছিলেন। কুষাণগণ ইউচিরই একটী শাখা মাত্র।

(১১) বিনয়পিটকানুসারে ভিক্ষুকে "ত্রিচীবর" মাত্র পরিধান করিতে হইত। ত্রিচীবর যথা :—সংঘাটী, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তরবাস। উত্তরাপথে এই পরিচ্ছদকে বর্ণানুসারে কাষায় বলা হয়। অবশ্য বিনয়ের পরিভাষিক শব্দ ইহা নহে।

(১২) অন্তর বাসক—অন্তর্ভাগের পরিচ্ছদ।

ও ঊর্দ্ধাংশে "সংঘাটী"(১৩) নামক পরিচ্ছদ বর্ত্তমান। নিম্নাংশের পরিচ্ছদ "কায়বন্ধনের" বা কটিবন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ। মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তের উত্তোলিতাবস্থা দেখিলে এটি যে "অভয় মুদ্রায়" দণ্ডায়মান তাহা বুঝিতে পারা যায়। মূর্ত্তির কেশগুলি তরঙ্গায়িতভাবে "দক্ষিণাবর্ত্ত" হইয়া সজ্জিত আছে। মস্তকে উর্ণা চিহ্ন অবর্ত্তমান। মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাতে প্রভামণ্ডল গুপ্তযুগের শিল্পসাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রভামণ্ডলের ধারগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে খোদিত। ঠিক এই আকারের প্রভামণ্ডলযুক্ত ও অভয়মুদ্রার আসীন একটী সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তি কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সেটীর বর্ণনায় "অভয়-মুদ্রার" স্থানে "আষীব মুদ্রা" এণ্ডারসন কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।(১৪)

B (b) 23 নং—মস্তক ও দক্ষিণহস্তশূন্য দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি। বামহস্তের সংস্থান বরদমুদ্রায় বর্ত্তমান। মূর্ত্তির পদতলে একটী অতি ক্ষুদ্রমূর্ত্তির চিহ্ন দেখা যায়। এটি সম্ভবতঃ মূর্ত্তির দাতার মূর্ত্তি।

B (b) 172 নং—ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। এই মুদ্রাটী বৌদ্ধশিল্পে বুদ্ধের মারজয় ও গয়ায় সম্বোধি চিহ্নিত করে। এই মূর্ত্তির অধিকাংশ স্থলই ভগ্ন, সুতরাং শিল্প-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। যখন মেজর কিটো মূর্ত্তিটী দেখিতে পাইয়াছিলেন তখন ইহা অভগ্ন ছিল। তাঁহার প্রদত্ত চিত্র হইতে এইরূপ বুঝিতে পারা যায়। মূর্ত্তির পাদপীঠ "বোধিমণ্ডের" অনুরূপ। তৎস্থিত আসনখানি দুইটী বামনকার মূর্ত্তির দ্বারা ধৃত হইয়াছে। বুদ্ধের পরিচ্ছদে "অন্তর বাসক" ও "সংঘাটী" যথাযথরূপে দৃষ্ট হয়। মস্তকের চারিদিকে প্রভামণ্ডলও উৎকীর্ণ আছে। মূর্ত্তির শীর্ষভাগে বোধিদ্রুমের পত্রাদি খোদিত দেখা যায়। বুদ্ধদেবের দক্ষিণে ধনুর্ব্বাণযুক্ত মার (কাম) দণ্ডায়মান। বামদিকে মারের একটী কন্যা দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তির নানাদিকে মারের দুর্দ্দান্ত অনুচরগণ বুদ্ধকে বিনাশ করিতে উদ্যত। বুদ্ধের দক্ষিণহস্তের নিম্নে একটী অর্দ্ধোত্থিত স্ত্রী-মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এটি বসুন্ধরার মূর্ত্তি। বসুন্ধরা

(১৩) সংঘাটী—ত্রিবাবৃত্ত পরিচ্ছদ।

(১৪) Anderson, Catalogue and hand-book of archæological couections in the Indian Museum Part II, p. II, No S. 14.

বুদ্ধের অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখিয়া বুদ্ধের নিকট আগমন করিয়াছে।(১৫) পাদপীঠের মধ্যস্থলে একটী পলায়ননিরতা আলুলায়িতকেশা স্ত্রী-মূর্ত্তি। এটি মার কন্যা, বুদ্ধের জয় দেখিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে।

B (b) 173—মূর্ত্তিটী পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তির অনুরূপ। শুধু এই কয়েকটী বিষয়ে ভিন্ন। এ মূর্ত্তির পাদপীঠের মধ্যস্থলে সম্বোধিস্থান উরুবিল্ববনের সূচক একটী সিংহমূর্ত্তি বর্ত্তমান। বামদিকে পলায়নতৎপর মার ও তাহার কন্যা দুইটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছে। বুদ্ধের চরণের তলদেশে মহাপুরুষ-লক্ষণের অন্তর্গত দুইটী চক্র অঙ্কিত রহিয়াছে। মূর্ত্তির পাদপীঠে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের এক-পঙ্‌ক্তির লিপি উৎকীর্ণ।

"দে [য়] ধর্ম্মোহয়ং কুমারগুপ্তস্য।"

B (b) 181—ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তননিরত বুদ্ধমূর্ত্তি। এটি সারনাথের গুপ্ত-শিল্পের শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ওরটেল সাহেবের অভিনব আবিষ্কারের মধ্যে এইটিই প্রথম আবিষ্কার। নানা কারণে এই মূর্ত্তিটী শিল্পী ও ঐতিহাসিকগণের নিকট বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। সারনাথ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের স্থান; এ মূর্ত্তিটী সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্বল্যমানরূপে এই বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অনেকের মতে পূর্ব্বে যখন বুদ্ধমূর্ত্তি রচিত হইত না, তখন ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের চিহ্ন ছিল শুধু চক্র। আমাদের মনে হয় যে, এই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম-প্রচার স্থানেই সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল মূর্ত্তিতে মৃগমূর্ত্তি ও পঞ্চবর্গীয়গণের মূর্ত্তি সারনাথের প্রাচীনযুগের সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। এই মূর্ত্তি রচিত হইবার পর হইতেই "ধর্ম্মচক্রমুদ্রা"র সৃষ্টি হইয়াছে। সুদূর গান্ধারেও এই মুদ্রা সুপরিচিত ছিল। ডাঃ ভোগেল মনে করেন যে, গান্ধারে পরিচিত এই মুদ্রার সহিত সারনাথের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, পরন্তু শ্রাবস্তীর সহিত ইহার একমাত্র সম্বন্ধ।(১৬) আমরা ভোগেলের এই মত গ্রহণ

(১৫) যখন বুদ্ধদেব সম্যক সম্বোধি পাইবেন তখন মার তাঁহাকে প্রশ্ন করিল,—"তোমার সম্বোধি প্রাপ্তির সাক্ষী কে হইবে?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন,—"পৃথিবী" সঙ্গে সঙ্গে ভূমিস্পর্শ করিলেন। অমনি পৃথিবী আবির্ভূতা হইলেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধসাহিত্যে এই মুদ্রাকে 'সাক্ষী-মুদ্রা' বলা হইয়াছে।

(১৬) Sarnath Catalogue p. 20.

করিতে অক্ষম। কারণ, গান্ধারে একটী দুটী নয় অসংখ্য ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তননিরত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।(১৮) এ গুলিকে আদর্শ করিয়া সারনাথের এই মূর্ত্তিটী রচিত হইয়াছে, ইহাও কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বরং গান্ধারের মূর্ত্তিগুলিই সারানাথের মৃগপ্রভৃতি চিহ্ন-প্রকাশ করে তাহা ডাঃ স্পুনারও দেখাইয়া দিয়াছেন।(১৯) অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্ত্তির আদর্শ সারনাথেই প্রথম রচিত হইয়া নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশেও এই আকারের মূর্ত্তির প্রচার ছিল, তাহার নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।(২০) আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিখানিই অবশ্য এই ধরণের (Type) মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ-স্বরূপ ছিল এবং আছে। এই মূর্ত্তির উচ্চতা ৫ ফিট্, ৩ ইঞ্চি। মূর্ত্তির অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ আছে। ধর্ম্মচক্রমুদ্রার লক্ষণানুসারে হস্তদ্বয় বক্ষের নিকটে ন্যস্ত; পদদ্বয় ভারতীয় যোগিগণের আসনে স্থাপিত। পরিধানে সূক্ষ্মসুচিক্কণ বস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মস্তকের কেশগুলি যথাবিধি "দক্ষিণাবর্ত্ত" গুচ্ছে সজ্জিত। কিন্তু আমাদের মনে হয় চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি নিম্নাভিমুখে, ধ্যানভাবের অনুযায়ী। সমগ্র মূর্ত্তিটী একটী সুদৃশ্য পদ্মের উপরে উপবিষ্ট। মূর্ত্তির পাদপীঠের মধ্যস্থলে ঘূর্ণায়মান ধর্ম্মচক্র, তাহার উভয়দিকে দুইটী অর্দ্ধশায়িত শারঙ্গ মূর্ত্তি। চক্রের উভয়দিকে পাশে-পাশে সাতটী মনুষ্য-মূর্ত্তি জানুপাতিয়া বিরাজমান। ইহার মধ্যে মুণ্ডিতমস্তক পাঁচটী সুবিখ্যাত পঞ্চবর্গীয় ঋষি যাঁহাদের নামে ঋষিপত্তন হইয়াছে এবং যাঁহারা বুদ্ধের প্রথম শিষ্য। অপর দুইটী সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তির দাতা বা স্থাপয়িতা। মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাতে নানা-চিত্র-বিচিত্র প্রভামণ্ডল আছে। প্রভামণ্ডলের উর্দ্ধাংশের দুইধারে দুইটী উড্ডীন দেবমূর্ত্তি সংযুক্ত দেখা যায়। প্রভামণ্ডলের মধ্যভাগে কোন খোদিত চিত্র নাই।(২১) ইহার নিম্নে বুদ্ধের উভয় পার্শ্বে দুইটী সিংহকায় ড্রাগণ-(Dragon)

(১৮) Peshawar Museum, Sculptures No 129, 145, 349, 455, 760, 762, 767, 773, 786, 1250, 1252

(১৯) Hand-book to the Sculptures in the Peshawar Museum, by Dr. D. B Spooner Ph. D. (1910)

(২০) Descriptive List of Sculptures & Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad, by R. D. Banerjea M. A. p. 17, Sculpture No 230.

(২১) আমাদের অনুমান হয় যে, এই বৌদ্ধ সচিত্র প্রভামণ্ডলের ক্রমোন্নয়ন (Evolution)

মূর্ত্তি খোদিত আছে। যাঁহাদের বিশ্বাস, প্রাচীনভারতে ড্রাগুণের কথা লোকে জানিত না, তাঁহারা এই তুইটী মূর্ত্তি বিশেষ করিয়া দেখিবেন।

এই সমগ্র মূর্ত্তিখানির অঙ্কন এত নিপুণ ও স্বাভাবিক যে এখানিকে "ধর্ম্মচক্রবিহারের" আদর্শ-শিল্প বলা যাইতে পারে। প্রভামণ্ডলের কারুকার্য্য রেখা-বাহুল্য-বর্জ্জিত অথচ সুরুচিসম্পন্ন, ড্রাগুণ তুইটীর গঠন বীরত্বব্যঞ্জক, বিলাতী কোন ড্র্যাগুণচিত্রই ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নহে। বুদ্ধমূর্ত্তির অঙ্গভঙ্গী অত্যন্ত স্বাভাবিক, মনে হয় যেন একখানি উৎকৃষ্ট ফোটো বা ষ্ট্যাচু দেখিতেছি। কণ্ঠদেশের বলিগুলিপর্য্যন্ত কি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। মুখের ভাব এত সৌম্য ও প্রশান্ত যে তাহার বর্ণনা করা ভাবুকেরও ভাষার আয়ত্ত নহে। ভাবুক শিল্পী হ্যাভেল আত্মহারা হইয়া এই চিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।(২২)

B (b). 186.—"ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। তুইপার্শ্বে বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি বিরাজমান। মূলমূর্ত্তির বসিবার ধরণ কতকটা ইউরোপীয় ভাবের। মূর্ত্তির উভয়পদ ছিন্ন। প্রভামণ্ডলে কোন কারুকার্য্য দেখা যায় না। প্রভামণ্ডলের তুইদিকে তুইটী দেবমূর্ত্তি মাল্যহস্তে উড্ডীন। বুদ্ধমূর্ত্তির দক্ষিণে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ক্ষুদ্রকার মৃগসহ দণ্ডায়মান। বোধিসত্ত্বের দক্ষিণহস্তে যথানিয়ম জপমালা ও বামহস্তে অমৃতঘট বর্ত্তমান। বুদ্ধের বামপার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত অভয় মুদ্রায় উত্তোলিত, বামহস্ত একটী পদ্মধারণ করিয়াছে। এই সমগ্র মূর্ত্তিখানি তুই একটী কারণে পূর্ব্ব-বর্ণিত মূর্ত্তি অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া সন্দেহ হয়। শিল্পের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিলে এ মূর্ত্তির প্রভামণ্ডলের কারুকার্য্যবিহীনতা ও অপর মূর্ত্তির কারুকার্য্যের উৎকৃষ্টতা এ বিষয়ের একটী প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। B (b) 181 মূর্ত্তির নানা চিহ্নের আধিক্যও এ কথার দ্বিতীয় প্রমাণ বলা যায়।

হইতেই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। আলোচ্য বুদ্ধমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগের সচিত্র প্রস্তরফলক ও প্রভামণ্ডল দুর্গাপ্রতিমার চালের অনুরূপ। এ প্রভামণ্ডলে বিশেষভাবে দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত নাই, দুর্গার চালে অধিকাংশ দেবতার চিত্রই ক্রমশঃ সংযুক্ত হইয়াছে। "সূর্য্যমুখী" চাল একেবারে বৃত্তাকার এবং দেখিতে প্রভামণ্ডল বলিয়া ভ্রম হয়। অন্ততঃ পূর্ব্বে দুর্গার প্রভামণ্ডল দেখানই চাল দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল।

(২২) Indian Sculpture and Painting, P. 39.

গুপ্তযুগের সকল মূর্ত্তিরই উপাদান বালুকাবহুল চুণার প্রস্তর। মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই এক একটী প্রস্তরনির্ম্মিত, "সিংহাসনে"র উপর স্থাপিত দেখা যায়।

B. (d) 1.—পদ্মোপরি দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। মূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত নাই, বামহস্ত ছিন্ন ছিল, কিন্তু পুনঃ সংযুক্ত হইয়াছে। বামহস্ত ধ্যানানুসারে ("বামে পদ্ম ধরং") সনাল পদ্ম ধরিয়া আছে। দক্ষিণহস্ত বোধিসত্ত্বের লক্ষণানুসারে বরদ-মুদ্রায় অবস্থিত।(২৩)

মূর্ত্তির ঊর্দ্ধদেশ অনাবৃত। অধোদেশের বস্ত্র একটী কারুকার্য্যময় বন্ধনের দ্বারা কটীদেশে আবদ্ধ।(২৪) বক্ষঃস্থলে হিন্দুর ন্যায় একটী যজ্ঞোপবীতও লম্বমান রহিয়াছে। কেশগুলি যোগীর জটা-মুকুটের দ্বারা আবদ্ধ। সেই মুকুটেরই সম্মুখভাগে অবলোকিতেশ্বরের প্রধান চিহ্ন ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বোধিসত্ত্বের পদতলে তাঁহার দক্ষিণহস্তের ঠিক নিম্নে দুইটী প্রেতমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদিগকে পরমদয়ালু এই বৌদ্ধদেবতা দক্ষিণহস্তের অমৃতধারা পান করাইতেছেন, ("কর বিগলৎ পীযূষধারা-ব্যবহার-রসিকং")। এই সমগ্র মূর্ত্তিটী অবলোকিতেশ্বরের ধ্যানের অনুযায়ী বুঝা যায়, শুধু ইহাতে তারা, সুধনকুমার, ভৃকুটী ও হয়গ্রীব-মূর্ত্তি সংযুক্ত নাই। মূর্ত্তির পাদপীঠে মূর্ত্তির দাতার নামযুক্ত গুপ্তাক্ষরের লিপি বর্ত্তমান। এই মূর্ত্তির ঊর্দ্ধভাগের গঠন বিশেষভাগে প্রশংসার যোগ্য।

B (d) 2.—বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি। পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী অনুমানপূর্ব্বক এটিকে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ, মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের ধ্যানানুসারে তিনটী নেত্র,

(২৩) "তত ... ... আত্মানং ভগবন্তং ধ্যায়েৎ ; হিমকর-কোটী-কিরণাবদাত-দহমুক্ত জটামুকুটমমিতাভকৃতশেখরং বিমলনিমবিবন্ন-শশিমণ্ডলোর্দ্ধে পর্য্যঙ্ক-নিষন্ন-সকলালঙ্কারধরং স্মেরমুখং স্থিরষ্টবর্ষদেশীয়ং দক্ষিণেন বরদকরং বামকরেণ সনালকমলধরং × × ×"—Foucher, Etude Sur i Iconographic Buddhique, P. 25-26.

(২৪) ঠিক আকারের ও বর্ণানুযায়ী একটী সারনাথে প্রাপ্ত পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে। কৌতূহলবশতঃ তুলনাও করা যাইতে পারে। সে মূর্ত্তিরও কটীতে এইরূপ বন্ধন দৃষ্ট হয়। Fig S. 37, Anderson's Archaeological Catalogue of the Indian Museum, Part II.

চারিটী হস্ত ও "ব্যাখ্যানমুদ্রা" থাকা দরকার। (২৫) এ মূর্ত্তিতে এ সকল কিছুই নাই। বরং এ মূর্ত্তির মস্তকের ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি ও "দক্ষিণে বরদকরং" বামহস্তের সনালপদ্ম দেখিয়া আমরা এটিকে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিই বলিতে পারি।

B (d) 6—জ্ঞানের দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি। মস্তকটী দেহ হইতে বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ হস্ত নাই, সম্ভবতঃ বরদ-মুদ্রায় স্থাপিত ছিল। বামহস্তে সনাল উৎপল বর্ত্তমান। মূর্ত্তির মস্তকের উপরে মঞ্জুশ্রীর লাক্ষণিক ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। মঞ্জুশ্রীর ধ্যানানুসারে এই মূর্ত্তির দক্ষিণ-পার্শ্বে সুধনকুমার ও বামে যমারির মূর্ত্তি থাকা উচিত ছিল। (২৬) কিন্তু এই মূর্ত্তির দক্ষিণে ভৃকুটী তারা এবং বামে মৃত্যুবঞ্চন তারা দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তির পশ্চাতের প্রস্তরফলকে গুপ্তাক্ষরে "যে ধর্ম্মহেতুপ্রভাবা" ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্র উৎকীর্ণ আছে। (২৭)

মধ্যযুগের আদর্শ শিল্পনিদর্শন

গুপ্তযুগের অবসানের পর হইতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে হীনপ্রভ হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ হিন্দুতান্ত্রিকগণের উপাস্য নানা দেবদেবীর পূজা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের "গুহ্যধর্ম্ম" মন্ত্রযান, কালচক্র, বজ্রযান প্রভৃতি নানা মতবাদ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল মতবাদের উপাসক বৌদ্ধগণ তাঁহাদের পূর্ব্বকালের কল্পিত দেবদেবীর মূর্ত্তির ত পূজা করিতেনই, তা ছাড়া নানা অভিনব, কোন কোন ক্ষেত্রে বিকটমুখ দেবদেবীর পূজা ও নির্ম্মাণের সূচনা করিয়াছিলেন। সারনাথেও এই শ্রেণীর

(২৫) " ... ... বিশ্বকমলস্থিতং ত্রিনেত্রং, চতুর্ভুজং ... ... ব্যাখ্যানমুদ্রাধরকরদ্বয়ং ... ..."—Foucher Iconographie Buddhique, P. 48.

(২৬) "আত্মানং—মঞ্জুশ্রীরূপং বিভাবয়েৎ; পীতবর্ণং ব্যাখ্যানমুদ্রাধরং রত্নভূষণং রত্নমুকুটিনং বামেনোৎপলং সিংহাসনস্থং অক্ষোভ্যাক্রান্তমৌলিনং ভাবয়েৎ আত্মানং। ততো দক্ষিণপার্শ্বে হুঙ্কারবীজসম্ভবঃ সুধনকুমারঃ * * * * বামপার্শ্বে যমারিঃ।" Ibid, P. 40.

(২৭) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মিউজিয়ামে যে মঞ্জুশ্রীমূর্ত্তি আছে—তাহার হস্তে পদ্মসহ তরবারি বর্ত্তমান. এ আকারের আর পাওয়া যায় নাই। সুতরাং মূর্ত্তি-পরিচয়ে সর্ব্বত্র প্রচলিত ধ্যানের সার্থকতা নাই। See Mr. Banerji's Parishad Catalogue, p. 4, Image No I6.

কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনযুগের মূর্ত্তির মধ্যে ধ্যানমুদ্রা, অভয়-মুদ্রা ও ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বিশেষত্বশূন্য বুদ্ধমূর্ত্তি, অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি বহুসংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি মূলতঃ গুপ্তযুগের তজ্জাতীয় মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ বলিয়া সেগুলির বিশেষ পরিচয় পরি-ত্যক্ত হইল। ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তননিরত বুদ্ধমূর্ত্তির সংখ্যাও বহু, যথা B (e) 1, B (c) 35, 38, 40. 42, 46, 57, 59, 61 ইত্যাদি। আমরা এস্থলে শুধু বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

B (c) 1—ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় আসীন বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নাংশ। মূর্ত্তির "জোড়াসনে" পদদ্বয় ও পাদপীঠ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পাদপীঠটী দেখিতে অতি সুন্দর, সারনাথের কোন মূর্ত্তিরই এত সুন্দর পাদপীঠ নাই। পাদপীঠের ঊর্দ্ধাংশে মহীপালের বিখ্যাত লিপি বর্ত্তমান, নিম্নাংশে "যে ধর্ম্মহেতু" ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্র উৎকীর্ণ। মধ্যদেশ সাতটী ভাগে বিভক্ত, এক এক ভাগে একটী একটী মূর্ত্তি বর্ত্তমান। ঠিক মধ্যস্থলে "ধর্ম্মচক্র" তাহার উভয়পার্শ্বে শায়িত মৃগদ্বয়। মৃগদ্বয়ের উভয় পার্শ্বে দুইটী সিংহমূর্ত্তি, এ দুইটার আবার উভয় পার্শ্বে দুইজন খর্ব্বাকার মনুষ্য বুদ্ধদেবের আসন ধারণ করিয়া আছে। এই মনুষ্যমূর্ত্তিদ্বয়কে আমরা পরাজিত মার ও তাহার কন্যা বলিয়া অনুমান করিতে পারি। এই পাদপীঠে পঞ্চবর্গীয় ঋষিগণের চিত্র নাই।

B (c) 2—ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। পূর্ব্ব-বর্ণিত এই আকারের বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির প্রধানতঃ মিল আছে। এই মূর্ত্তিখানি দেখিতে অতি সুন্দর, এই শ্রেণীর মূর্ত্তির মধ্যে এ খানিকে শ্রেষ্ঠাসন দেওয়া যাইতে পারে। মূর্ত্তির সিংহাসনের ঊর্দ্ধভাগ কারুকার্য্যময় ও স্তম্ভ-সমন্বিত গৃহভিত্তির অনুরূপ। মূর্ত্তির স্কন্ধদেশের উভয় পার্শ্বে দুইটী দেবমূর্ত্তি মালাহস্তে উপবিষ্ট আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই মূর্ত্তির প্রভামণ্ডল আর বৃত্তাকার নহে, পরন্তু তাহা কতকটা অণ্ডাকার। এই সময় হইতেই বোধ হয় প্রভামণ্ডল দুর্গা-প্রতিমার চালের আকার ধারণ করিয়াছিল।

B (c). 43.—পদ্মোপরি সাহেবীধরণে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। মস্তক নাই, হস্ত ও পদ ভগ্ন। মূর্ত্তির দক্ষিণে চামর ও অমৃতভাণ্ড ধারণ করিয়া মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব এবং বামে অবলোকিতেশ্বর পদ্ম ও চামর ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

বুদ্ধমূর্ত্তির পদতলে পঞ্চবর্গীয় ঋষি ও দাতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

B. (d). 8—"ললিতাসন" বা "অর্দ্ধ পর্য্যঙ্ক" আসনে উপবিষ্ট অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্ত "বরদমুদ্রা"য় বামজানুর উপর স্থাপিত, বামহস্তও পদ্মধারণ করিয়া জানুর উপরে স্থাপিত। মূর্ত্তিটীর অঙ্গে নানা অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা গলদেশে একটী হার, ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় আর একটী যোড়া হার, কারুকার্য্যবিশিষ্ট "বাজু" বলয় ও নাভির নিম্নে একটী অলঙ্কার। মস্তকে জটা-মুকুটের সম্মুখে যথারীতি ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভমূর্ত্তি সংযুক্ত আছে। মূর্ত্তির প্রভামণ্ডলটী B (c) 2, মূর্ত্তির অনুরূপ মাগধী পদ্ধতিতে রচিত। প্রভামণ্ডলের দক্ষিণে বরদ-মুদ্রায় ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সমগ্র মূর্ত্তির গঠন অতি সুদৃশ্য। পাঠপীঠে নবম শতাব্দীর অক্ষরে বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত রহিয়াছে।

B (b) 17.—উৎকীর্ণ চিত্র। "বরদমুদ্রা"কর অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি পদ্মোপরি উপবিষ্ট। উপরে পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধই বর্ত্তমান, তাহার মধ্যস্থলে অমিতাভ। মূর্ত্তির দক্ষিণে তারা, তাহার নিম্নে কৃতাঞ্জলিপুটে সুধনকুমার, মূর্ত্তির বামে ভৃকুটী তাহার নিম্নে আবার হয়গ্রীব। পাদপীঠে "সূচীমুখ" দুই-কোণে পুরুষও নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এ মূর্ত্তিটী অবলোকিতেশ্বরের "সাধনা"নুযায়ী এবং B. (d) 1. মূর্ত্তির অভাবগুলি পূরণ করিয়াছে।

B, (d). 20.—বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি। মস্তকে মোচার ন্যায় একপ্রকার উষ্ণীষ বর্ত্তমান। দেবতার দক্ষিণহস্তে বজ্র এবং বামহস্তে "বজ্রঘণ্টা" লক্ষ্যকরা যায়। প্রভামণ্ডল মাগধী পদ্ধতির। মস্তকে "অক্ষোভ্য" ধ্যানীমূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় স্থাপিত আছে। তিব্বতীয় চিত্রে এই আকারের "বজ্রঘণ্টা"পাণি মূর্ত্তিকে বোধিসত্ত্ব "বজ্রসত্ত্ব" বলা হয়।(২৮)

B (f) 2.—দণ্ডায়মানা তারা-মূর্ত্তি। হস্তের অগ্রভাগ নাই, নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছিন্ন। দক্ষিণ হস্ত সম্ভবতঃ "বরদ-মুদ্রা"য় উত্তোলিত ছিল, বামহস্তে সনাল-নীলপদ্ম ধৃত ছিল, নালটির অধিকাংশ অংশই দেখিতে পাওয়া যায়।

(২৮) পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী কলিকাতা মিউজিয়ামের মগধ হইতে আনীত মূর্ত্তির ১১নং মূর্ত্তি এই প্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা মিউজিয়াম ক্যাটেলগে ইহার সন্ধান নাই! ইহা কি স্বকপোলকল্পিত কথা? (Sarnath Catalogue, p. 126, Foot note),



ললিতাসনে উপবিষ্টা তারা-মূর্ত্তি

মূর্ত্তির উর্দ্ধাংশ নগ্ন, নিম্নাংশে বহুদূর পর্য্যন্ত পরিচ্ছদ বর্ত্তমান। দেবতার অঙ্গে বহুবিধ অলঙ্কার দৃষ্ট হয়, ইহা হইতে প্রাচীনকালের অলঙ্কারের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। কটীদেশে নানারূপ ঝুলবিশিষ্ট কাঞ্চী (২৯) মস্তকে মণি-মুক্তাখচিত পঞ্চশিখ মুকুট, ইহারই মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি-মূর্ত্তি রহিয়াছে। মূর্ত্তির দক্ষিণ বক্ষে বজ্র ও বামহস্তে অশোকপুষ্প লইয়া মারীচিমূর্ত্তি, এবং বামে ছিন্ন-হস্তা লম্বোদরা একজটা-মূর্ত্তি। দণ্ডায়মানা মূল মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে দুই অনুচর-মূর্ত্তি থাকিবার ব্যবস্থা আমরা গুপ্তযুগের মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি নানা বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তির সময় হইতে দেখিতে পাই। আবার ত্রিবিক্রম প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তিতেও এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মূর্ত্তিশিল্পে এই বিষয়ের একটী ক্রমোন্নয়ন অবশ্যই চলিয়াছিল। এই তারা-মূর্ত্তির সমস্ত লক্ষণগুলিই সাধনের সহিত মিলিয়া যায়।(৩০) এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে বৌদ্ধ তারা মহাযান সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবী এবং বোধিসত্ত্ব-পদ্মপাণির একমাত্র শক্তি।

B (f) 7.—"ললিতাসনে" উপবিষ্টা তারামূর্ত্তি। পূর্ব্বোক্ত তারামূর্ত্তিখানি অপেক্ষা এ মূর্ত্তিখানির দুই একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যথা, এ মূর্ত্তির পশ্চাদ্দৃশ্য মনুষ্যমূর্ত্তি ও লতাপাতায় সমাচ্ছন্ন, পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির ন্যায় ইহার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য নাই, নিম্নে একটী উপাসক-মূর্ত্তি জানু পাতিয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তিখানি প্রথম দৃষ্টিতে হিন্দুর 'কমলা' মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু লক্ষণগুলি মিলাইলে এ খানি যে বৌদ্ধ-তারার, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

B (f) 8.—অষ্টভুজা-চতুর্ম্মুখী বজ্রতারা-মূর্ত্তি। বামহস্তগুলি ভগ্ন, দক্ষিণ-হস্তগুলির অংশমাত্র বর্ত্তমান। মূর্ত্তিখানির তিন নেত্র এবং মস্তকের জটায় দুইটী অক্ষোভ্য, একটী অমিতাভ ও একটী বৈরোচন মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পশ্চাতের মস্তকে শুধু একটী মূর্ত্তি অমোঘসিদ্ধি অভয়-মুদ্রায় উপবিষ্ট আছে। আর দুইটী মস্তকে কোন মূর্ত্তি নাই। মূর্ত্তি কণ্ঠে ও মস্তকে বিচিত্র অলঙ্কার লক্ষিত হয়।(৩১)

(২৯) এই আকারের কাঞ্চীকেই বোধ হয় মুদ্রারাক্ষসে—২৭শ শ্লোকে "তারাবিচিত্র-রুচিরং রশনাকলাপম্" বলা হইয়াছে।

(৩০) "* * * হরিতামমোঘসিদ্ধিমুকুটাং বরদোৎপলধারি-দক্ষিণ-বামকরাম্; অশোককান্তা-মারীচৈকজটাব্যগ্রদক্ষিণ-বামদিগ্‌ভাগম্ দিব্য-কুমারীম্, অলঙ্কারবতীং ধ্যাত্বা" *
*—Foucher L' Iconographie Bouddhique, p. 65.

(৩১) বজ্রতারার এইরূপ সাধন আছে। * * * "অষ্টবাহুং চতুর্বক্ত্রাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং

B (f) 19—মস্তকবিহীন বসুন্ধরা মূর্ত্তি। মূর্ত্তির বহুস্থান ভগ্ন। দেহে নানা অলঙ্কারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ হস্ত বরদ-মুদ্রায় বর্ত্তমান এবং এই মূর্ত্তির লক্ষণানুসারে বামহস্তে ধান্যমঞ্জরীর মূলভাগ পরিলক্ষিত হয়। এই মূর্ত্তির অন্যতম চিহ্ন দুইটী রত্নঘট পদদ্বয়ের নিম্নে স্থাপিত। সাধনানুসারে ঘটটী বামহস্তে থাকা উচিত ছিল। প্রধান মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে ক্ষুদ্রকায়া বসুন্ধরা মূর্ত্তিই সংযুক্ত হইয়াছে। সে দুইটীর হস্তে যথারীতি ধান্যমঞ্জরী ও রত্নঘট স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র মূর্ত্তিটী প্রথম দৃষ্টিতে B (f) 2 নং তারামূর্ত্তির ন্যায় দেখায়, হয়ত বা মূর্ত্তির ক্রমোন্নয়নে উভয়ের সম্বন্ধ আছে। লক্ষণানুসারে "অনেক সখীজন" এ মূর্ত্তিতে নাই। মনে রাখা কর্ত্তব্য, ধ্যানের প্রত্যেকটী খুঁটীনাটি লইয়া লোকে এ কালেও মূর্ত্তি রচনা করে না, সেকালেও করিত না।(৩২)

B. (f). 23.—প্রত্যালীঢ়পদা মারীচী-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির তিন মুখ ও ছয়টি হস্ত। মধ্যভাগের মুখ অপর দুইটী মুখ অপেক্ষা বৃহত্তর, বামদিকের মুখটী শূকরের ন্যায়। দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে বজ্র থাকিবার চিহ্ন রহিয়াছে, এইজন্য মারীচী মূর্ত্তির আর একটী নাম বজ্রবারাহী। এইদিকের দ্বিতীয় হস্তে বাণ ও তৃতীয় হস্তে অঙ্কুশ বর্ত্তমান। বামপার্শ্বের প্রথম হস্তে অশোক ছিল বলিয়া অনুমান হয়। দ্বিতীয় হস্তে চাপ, তৃতীয় হস্ত "তর্জ্জনীধর" মুদ্রায় বক্ষে স্থাপিত। অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত মারীচী মূর্ত্তিগুলি অষ্টভুজা, কিন্তু এটি ষড়্ভুজা। তিনটি মুখের পক্ষে আট অপেক্ষা ছয়টি হাত থাকাই সঙ্গত। আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বে এই মূর্ত্তির ছয়টি হস্তই ছিল, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তিকালে আর দুইটী হাত সংযুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং সারনাথের মারীচী মূর্ত্তিটীই যে এই শ্রেণীর মূর্ত্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে। আলোচ্য মূর্ত্তির মধ্যভাগের মস্তকে সাধনানুসারে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পাদপীঠে সাতটী

* * * পীত-কৃষ্ণ-সিত রক্ত সব্যাবর্ত্ত চতুর্মুখাং, প্রতিমুখং ত্রিনেত্রাং চ বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতাম্"—Ibid. p, 70 শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাসে" "বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতা বজ্রতারার চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে।"

(৩২) এই মূর্ত্তের সাধন:—"* * * * দ্বিভুজৈকমুখীং, পীতাং নবযৌবনাভরণ-বস্ত্র-বিভূষিতাং, ধান্যমঞ্জরী-নানারত্ন-বর্ষ-ঘট বামহস্তাং, দক্ষিণেন বরদাং অনেকসখীজনপরিবৃতাং, বিশ্বপদ্মচন্দ্রাননস্থাং রত্নসম্ভবমুকুটিনীম্।" Ibid. p. 85



প্রত্যালীঢ়পদা মারীচী-মূর্ত্তি

ক্ষুদ্রকায় বরাহ পাশাপাশি খোদিত আছে। এ গুলি মারীচীর রথের বাহন। বাহনগুলির মধ্যভাগে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি রথ-চালিকারূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু সাধনে ইহার উল্লেখ নাই। পাদপীঠে একটী ক্ষুদ্রলিপি দেখা যায়, কিন্তু অতিরিক্ত অস্পষ্টতায় পাঠের উপায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি ব্যতীত মগধ ও বঙ্গে বিভিন্নকালে বহুতর মারীচী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়ামে, লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে, রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিতে নানা আকারের মারীচী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার মূর্ত্তিটীর চিত্র ফুসের মূর্ত্তিতত্ত্বের পুস্তকে সংযুক্ত হইয়াছে।(৩৩) এই মূর্ত্তি ও ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত মূর্ত্তিখানি (৩৪) সারনাথের মূর্ত্তি অপেক্ষা সুচারুতর এবং তাহার পরিণতাবস্থার সাক্ষ্যপ্রদান করে। সারনাথের মূর্ত্তিখানিই যে প্রাচীনতম এ কথা হইতেও তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। মারীচী মূর্ত্তির সহিত সূর্য্যমূর্ত্তির সম্বন্ধ দেখাইতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। সূর্য্যমূর্ত্তির নিম্নে সারথী অরুণচালিত "সপ্তসপ্তিবহঃ প্রীতঃ" ইত্যাদি অনুসারে যেরূপ সপ্তাশ্ব আছে, এ মূর্ত্তির নিম্নেও সেইরূপ স্ত্রী-চালিত সপ্তবরাহ আছে। ডাঃ, ভোগেল প্রমাদবশতঃ সূর্য্যের সপ্তাশ্বকে সপ্তদিনের রূপক মনে করিয়াছেন এবং মারীচী মূর্ত্তিকে উষানামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সূর্য্যতেজের সাতটী বর্ণই (Vibzure) পৌরাণিক ভাষায় সপ্তাশ্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মারীচী শব্দ স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে 'মরীচি' হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই মূর্ত্তি সূর্য্যের শক্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আবার মারীচীর সপ্তবরাহ তামসীর অন্ধকার দন্তদ্বারা ভেদ করিয়া সূর্য্যের উদয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। বরাহের উদ্ধারশক্তি হিন্দুর নিকট সুবিদিত। বারাণসীধামে বারাহীর একটী মন্দির আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে

(৩৩) এই মূর্ত্তির সাধন :—"* * সূর্য্যো পীত-মাং কায়ং ধ্যাত্বা, তদ্বিনির্গত রশ্মিনিবহৈ-রাকাশে সমাকৃষ্য ভগবতীং অগ্রত স্থাপয়েৎ গৌরীং, ত্রিমুখীং, ত্রিনেত্রাং, অষ্টভুজাং, রক্তদক্ষিণমুখীং; নীলবিকৃতবামবরাহমুখীং; বজ্রাঙ্কুশশরসূচীধারি দক্ষিণ চতুঃকরাং, অশোকপল্লবচাপসূত্রতর্জ্জনী-বাম চতুঃকরাং, বৈরোচন মুকুটিনী নানাভরণবতীং, চৈত্যাগর্ভস্থিতাং, রক্তাম্বরকঞ্চুকোত্তরীয়াং, সপ্তশূকর রথারূঢ়াং, প্রত্যালীঢ় পদাং, * * *"—Ibid, p. 92.

(৩৪) Mayurbhanja Archaeological Survey, p. xcii.

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভিন্ন সে মূর্ত্তিদর্শন করিবার অধিকার কাহারও নাই। আবার বিষ্ণুর এক অবতার বা নাম বরাহ, তাঁহার শক্তি বারাহী। আদিত্য যে, বিষ্ণুরই রূপ তাহা বৈদিক সাহিত্যে ভূয়োভূয় প্রদর্শিত হইয়াছে।(৩৫) সুতরাং দেখা যাইতেছে, বারাহী বা মারীচী মূর্ত্তির তত্ত্ব বড়ই জটিল ও রহস্যময়। শাক্য-মুনির মাতার নাম মারীচী, এইরূপ অবগত হওয়া যায়। ইহার সহিত সে সম্বন্ধ স্থাপন করা আরও দুরূহব্যাপার। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ময়ূরভঞ্জে কোন কোন স্থানে মারীচীকে চণ্ডী নামে পূজিতা হইতে দেখিয়াছেন। সকলেই জানেন সূর্য্যের একটী যোগরূঢ় নাম "চণ্ডাংশু"। ময়ূরভঞ্জে তিনি যে দুইটী বারাহী মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন, তাহার সহিত "মন্ত্রমহোদধির" ধ্যানের মিল আছে। ইহাতেও পৃথিবীর উদ্ধারের কথা ("বসুধয়া দংষ্ট্রাতলে শোভিনীং") আছে। তিব্বতে বজ্র-বারাহীর "র দোরজে ফগ্‌মো" নামে পূজা এখনও প্রচলিত আছে।

তিব্বতের মূর্ত্তিটী অনেকাংশে আমাদের তারা বা কালীমূর্ত্তির ন্যায় দেখায়। গলদেশে মুণ্ডমালা লম্বমান, নিম্নে পদতলে শায়িত নরমূর্ত্তি (মহাদেব ?)। উভয় দিকে, ডাকিনী ও যোগিনী। মুখমণ্ডল বরাহেরই ন্যায়।(৩৬) আবার মারীচী মূর্ত্তির তিব্বতে ভিন্ন নাম, 'ওদ সের-চনমো'। এ মূর্ত্তি রথারূঢ়া, ষড়্‌ভুজা, ত্রিমুখী, বরাহবাহনা। অবশ্য প্রত্যালীঢ়পদা নহে—উপবিষ্টা।

B (h) 1,—দশভুজ শিবমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটী ১২ ফিট উচ্চ, ইহাপেক্ষা প্রকাণ্ডতর মূর্ত্তি সারনাথ-মিউজিয়ামে আর দ্বিতীয় নাই। সম্মুখস্থ দুই হস্তের ত্রিশূলে একটী অসুর (ত্রিপুর) বিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ অঙ্কিত আছে। দক্ষিণ দিকের আর চারিটী হস্তে যথাক্রমে অসি, বাণদ্বয়, ডমরু ও একটি পদার্থ বিদ্যমান,

(৩৫) "আদিৎ প্রত্নস্য চেতসো জ্যোতির্ব পশ্যন্তি বাসরম্" প্র, মণ্ডল, ৫ম ১০ ঋক্ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র সূর্য্যনারায়ণেরই স্তুতি। গায়ত্রীর মন্ত্র, বিষ্ণুর ধ্যান "ধ্যেয় সাবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণ" ইত্যাদি মন্ত্র, ছান্দোগ্যোপনিষদের হিরণ্ময় পুরুষের স্তব তুলনা করিলে বিষ্ণুই যে সূর্য্য তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া শতপথব্রাহ্মণে (১০২১ পৃ xIv. Ist. Bap. 11-12) কি করিয়া বিষ্ণু আদিত্যরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহার রূপক প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩৬) Abb. 131 and Abb 118 Die gottin Marici, grünwedel's Mythologie des Buddhismus in Tibet under Mongolei,—p. 145, 157. দ্রষ্টব্য।

বামদিকের হস্তে যথাক্রমে গদা, চর্ম্ম, পাত্র ও পিণাক বিদ্যমান। অসুরের দক্ষিণ হস্তে অসি লক্ষিত হয়, বামহস্ত ভগ্ন। শিবমূর্ত্তির পদতলে আর একটী অসুর ও বৃষমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। সমগ্র মূর্ত্তিখানি প্রথম দৃষ্টিতে হনুমান্ বা মহাবীরের বলিয়া মনে হইবে। চিত্রকূটের হনুমান-ধারা নামক পর্ব্বতোপরি এরূপ মহাবীর মূর্ত্তি দেখিয়াছি। মহাবীর বা হনুমান্ মহাদেবেরই একটী রূপ, ইহা সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত। সুতরাং এই মূর্ত্তির সহিত মহাবীর-মূর্ত্তির সাদৃশ্য অমূলক নহে।

বিভিন্ন যুগের উৎকীর্ণ চিত্র

সারনাথ-মিউজিয়ামে এক একটী সম্পূর্ণ প্রস্তরমূর্ত্তি ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ভাস্কর্য্য নিদর্শন আছে, সেগুলি এক এক-খানি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ। এই সকল উৎকীর্ণ চিত্রের বিষয় সাধারণতঃ বুদ্ধদেবের জীবনঘটিত নানা ব্যাপার লইয়া। চিত্র-শিল্পী কোন স্থলে বুদ্ধদেবের জীবনীকে তাঁহার উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আবার অন্য স্থলে জাতকবিশেষকে ভিত্তি করিয়া চিত্র-অঙ্কন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যে কয়েকটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া সারনাথের শিল্পিগণ উৎকীর্ণ চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, সেগুলি বুদ্ধজীবনের প্রধানতম ঘটনা এবং বৌদ্ধ-সাহিত্য-পাঠকমাত্রেরই নিকট সেগুলি একান্ত সুবিদিত। সুতরাং এস্থলে মূল ঘটনায় বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। চিত্রের ব্যাখ্যাই এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য বিষয়। বুদ্ধজীবনের ঘটনাকে, জাতকের বিষয়কে প্রস্তর-চিত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা প্রথমে কোথায় উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা একটী বিশেষ আলোচনার বিষয়। ডাঃ ভোগেলের বৌদ্ধমূর্ত্তির উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে যে ধারণা, এ বিষয়েও সেই একই ধারণা। তিনি মনে করেন, গান্ধারে মিশ্র-বৌদ্ধ শিল্পিগণের দ্বারাই বুদ্ধজীবনের অধিকাংশ ঘটনা প্রথমে চিত্রিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রম-শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল চিত্রের সংখ্যা কমিয়া আসিতে-ছিল, তাই আমরা মথুরায় কমসংখ্যক প্রস্তর-চিত্র দেখিতে পাই, সারনাথেও সেই একই অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের নিকট এই মত সমীচীন বোধ হয় না। গান্ধারে প্রকৃত-প্রস্তাবেই অধিকসংখ্যক প্রস্তর-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এক এক বিষয়েরও বহু প্রতিচিত্র খননে পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের জন্মোপাখ্যান লইয়াই কত চিত্র, যথা Soulptures No 127, 369, 1241, 1242, মায়াদেবীর স্বপ্ন লইয়া কত চিত্র, যথা Soulptures No 138,

251, 350, 147, 251, এইরূপ মহানিষ্ক্রমণ প্রভৃতি লইয়াও বহু চিত্র তথায় আছে। সে চিত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে, এই শিল্পের পরিণত-অবস্থা বুঝিতে সন্দেহ থাকে না।(৩৭) ইহা হইতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয়, সারনাথ ও মথুরার প্রস্তরচিত্রগুলিই প্রাচীনতর, এবং গান্ধারের চিত্রগুলি নবীনতর, তাই উৎকৃষ্টতর। ডাঃ ভোগেল বিনা-প্রমাণে একেবারেই স্থির করিয়াছেন সারনাথের সমস্ত প্রস্তর-চিত্রগুলিই গুপ্তযুগের। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। মথুরার প্রস্তর-চিত্রে তথাকথিত গ্রীকপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়, (৩৮) যেহেতু উৎকীর্ণ পোষাকগুলির ভাঁজগুলি অতি সুন্দর। সারনাথের চিত্রে কিন্তু এইরূপ নাই। অথচ, ভোগেলের মতে সারনাথের প্রস্তর-চিত্র ও মথুরার প্রস্তর-চিত্র প্রায় সমসাময়িক। আবার ডাঃ ভোগেল লিখিয়াছেন, "ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক যে, ভারতীয় ভাস্করগণ গ্রীকগণের নিকট হইতে প্রস্তর-চিত্রের এক এক ভাগে এক একটী ঘটনা অঙ্কন করিবার জ্ঞান গ্রহণ করিয়া আবার পুনরায় প্রাচীন পদ্ধতির এক ফলকে বহু ঘটনার সন্নিবেশ দেখাইবার প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। উদাহরণ যথা, সারনাথের No c (a) 2, প্রস্তর-চিত্র।" ডাঃ ভোগেলের এইরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ আছে। কারণ, তিনি এক্ষেত্রে প্রস্তরচিত্রের ক্রমোন্নয়ন ঠিক ধরিতে পারেন নাই। সাঞ্চীর প্রস্তর-চিত্রে আমরা বৌদ্ধোপাখ্যান উৎকীর্ণ দেখিতে পাই।(৩৯) এই সকল চিত্রের সময় খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বের এবং ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন প্রস্তরচিত্রের পদ্ধতি জ্ঞাপন করে।(৪০) এই সকল চিত্রে ঘটনানুসারে প্রস্তরফলকের ভাগ নাই। গান্ধারের চিত্রে তাহা আছে, আবার সারনাথের চিত্রে দুইই আছে, অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে ভাগ কোন ক্ষেত্রে ভাগ নাই। ইহা হইতে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, যে

(৩৭) See for instance Sculpture No. 787, Hand-book to the Peshwar museum, by Dr. D. B. Spooner.

(৩৮) See slab no. H. 1, no H, 11. Mathura Catalogue by Vogel.

(৩৯) See the picture of the Relief from the east gateway at Sanchi,

(৪০) Buddhist art in india, by Prof. A. Grünwedel p. 62 &.

সারনাথের শিল্পেই এই ধরণের চিত্রের অবস্থান্তরের যুগ (Transitional period) প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, গান্ধারের প্রস্তরচিত্র সারনাথের প্রস্তরচিত্রের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। মথুরার চিত্র বোধ হয় এই দুই পদ্ধতির মাঝামাঝি অবস্থার। এইবার আমরা সারনাথের প্রধান প্রধান প্রস্তরচিত্রের বর্ণনা করিয়া এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিব।

C (a) 1.—এই উৎকীর্ণ-চিত্রখানি দীর্ঘাকার শীর্ষভাগ একটী ক্ষুদ্র স্তূপের দ্বারা শোভিত হইয়াছে। সমগ্র চিত্র চারিটী ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগে বুদ্ধজীবনের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বনিম্নের—ভাগে আমরা বুদ্ধদেবের জন্ম-কাহিনী খোদিত দেখিতে পাই। কপিলবস্তুর নিকটে লুম্বিনী নামক উপবনে বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবী শালবৃক্ষের পুষ্প দক্ষিণ হস্তে চয়ন করিতেছেন, এই অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে গৌতম নির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছেন। ব্রহ্মার চিত্র অস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মায়াদেবীর বামপার্শ্বে তাঁহার ভগিনী প্রজাপতি দণ্ডায়মানা। শিশু গৌতমের মস্তকের উপরে নাগরাজ নন্দ ও উপনন্দ কুম্ভ হইতে সহস্রধারায় স্নান করাইতেছেন। সারনাথের এই পটখানি শিল্পের হিসাবে সেরূপ মূল্যবান্ নহে। এই বিষয়ের শৈলচিত্র সারনাথ ব্যতীত গান্ধার, মথুরা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (৪১) সেগুলির সহিত ইহার তুলনামূলক আলোচনা করিলে দুইটী প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝিতে পারা যায়। প্রথম, গান্ধারের চিত্র ও মথুরার চিত্র শিল্পের হিসাবে নানাভাগে পরিণতাবস্থার সাক্ষ্য দান করে। দ্বিতীয়, গান্ধারের চিত্রখানিতে (যাহা এখন কলিকাতায় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে) চিত্রাপেক্ষা অধিক ঘটনাঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, গান্ধারচিত্রে সদ্যঃ-প্রসূত গৌতমের দুইটী চিত্র আছে, দ্বিতীয়টীতে তিনি, "আমি জগতে শ্রেষ্ঠ" বলিয়া বাণী প্রচার করিতেছেন। এই দুইটী বিষয় হইতে স্পষ্টতঃ অনুমান করা যায় যে, সারনাথের চিত্রই এই বিষয়ক চিত্রের ক্রমোন্নয়নে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর। সারনাথের মিউজিয়াম তালিকায় এই প্রস্তরফলকখানি গুপ্তযুগের বলিয়া

(৪১) grünwedels' "Buddhist Art in india" p. 111-113 cf. figs, no 64, 65, 66. Vogels Mathura Catalogue. p. 30, plate *VI*. No. H. 1 ;

কথিত হইয়াছে।(৪২) কিন্তু কি কি প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল সে বিষয়ে সারনাথের তালিকা নীরবতারই আশ্রয় লইয়াছে।

এই চিত্রের উপরিভাগে গৌতমের গয়ায় "সম্বোধি" প্রাপ্তি, তাহার উপরে সারনাথে "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন", তাহার উপরে বুদ্ধদেবের মহাপরি-নির্ব্বাণ উৎকীর্ণ দেখা যায়।

"সম্বোধি"র চিত্রপটের পরিচয় এইরূপ :—বোধিদ্রুমমূলে পূর্ব্ববর্ণিত "ভূমি-স্পর্শ-মুদ্রায়" বুদ্ধদেব উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণে বামহস্তে ধনু, দক্ষিণহস্তে বাণ লইয়া মার দণ্ডায়মান। পশ্চাতে তাঁহার মকরধ্বজ অনুচর। মূর্ত্তির সম্মুখে আবার পরাজিত বিফলমনোরথ মারের মূর্ত্তি। বুদ্ধমূর্ত্তির বামপার্শ্বে মারের দুই কন্যা বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দণ্ডায়মানা। "ভূমিস্পর্শমুদ্রা"নু-সারে বুদ্ধের নিম্নদেশে বুদ্ধত্বের সাক্ষ্যদাত্রী বসুন্ধরা-মূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিবার কথা। এ স্থানটা অত্যন্ত ভগ্ন হওয়ায় এই মূর্ত্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায় না।

"ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন"চিত্রে বুদ্ধদেব মধ্যভাগে ধর্ম্মচক্র-মুদ্রায় উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণে অক্ষমালা চামরহস্তে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। বামে "বরদ-মুদ্রায়" বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দণ্ডায়মান। এই চিত্রের কোণদ্বয়ে মাল্যহস্তে উড্ডীয়মান দেবদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই মূর্ত্তিদ্বয়ের দুইটী পক্ষ আছে। গান্ধার ব্যতীত এইরূপ পক্ষ দিবার ব্যবস্থা ভারতীয় শিল্পে কুত্রাপি দেখা যায় না।(৪৩) এই সত্য হইতে সারনাথের সহিত গান্ধারের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝিতে আর সন্দেহমাত্র থাকে না। বুদ্ধ-দেবের মূর্ত্তির নিম্নদেশে যথারীতি মৃগ ও চক্রচিহ্ন জানু পাতিয়া পঞ্চবর্গীয় ঋষি-গণ ও মূর্ত্তিদাতার চিত্র।(৪৪)

(৪২) এই প্রস্তর-ফলকের শীর্ষস্তূপে 'গুপ্তাক্ষরে "যে ধর্ম্ম হেতু" ইত্যাদি মন্ত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, এটী গুপ্তযুগের, কারণ এই মন্ত্র যে কোন কালের মূর্ত্তিতে সংযুক্ত দেখা যায়। যদি কলকখাতার নাম গুপ্তাক্ষরে দেখা যাইত, তাহা হইলে অবশ্য এটীর কাল গুপ্তযুগের বলিয়া স্থিরীকৃত হইত। 'এক প্রস্তরে নানা যুগের লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা সুবিদিত আছে।

(৪৩) Sarnath Catalogue, p. 184. 185.

(৪৪) পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী (Sarnath Catalogue, p. 185) লিখিয়াছেন—* * The sixth figure seems to have been added for the sake of Symmetry."



ধৰ্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তননিরত বুদ্ধ-মূর্ত্তি

সমগ্র ফলকের ঊর্দ্ধভাগে বুদ্ধদেবের দেহাবসান বা "মহাপরি-নির্ব্বাণ" চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব দক্ষিণপার্শ্ব করিয়া স্থূল খট্টাঙ্গবিশিষ্ট পর্য্যঙ্কে শায়িত আছেন। পর্য্যঙ্কের সম্মুখভাগে রোরুদ্যমান বুদ্ধের শিষ্যপঞ্চক বিরাজিত। ত্রিদণ্ডে স্থাপিত কমণ্ডলুপার্শ্বে করিয়া বুদ্ধের সর্ব্বশেষ শিষ্য কুশীনগরের সুভদ্র পশ্চাৎ ফিরিয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। বুদ্ধদেবের পদযুগলের নিকট রাজগৃহের মহাকাশ্যপ এবং মস্তকের নিকট ব্যজনেরত ভিক্ষু উপবান আসীন; বুদ্ধের পশ্চাদ্ভাগেও পাঁচটী শোকবিহ্বল মূর্ত্তি লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিত সাহনী ভুল করিয়া পাঁচটীর স্থানে চারিটী বলিয়া লিখিয়াছেন।

C (a) 3.—এই উৎকীর্ণ চিত্রখানি আটভাগে বিভক্ত। সর্ব্ব নিম্নাংশে যথাক্রমে বামভাগে বুদ্ধের জন্ম, দক্ষিণভাগে সম্বোধিপ্রাপ্তি; সর্ব্বোর্দ্ধাংশের বামভাগে "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন" ও দক্ষিণভাগে মহাপরিনির্ব্বাণ খোদিত আছে। এ কয়টী চিত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে মধ্যদেশেও দুই পংক্তির ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ঊর্দ্ধ পংক্তির বামভাগে "ত্রয়স্ত্রিংশ" স্বর্গলোক হইতে সঙ্কাশ্যনামক স্থানে বুদ্ধদেবের অবতরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব বরদ-মুদ্রায় ছত্রধারী ইন্দ্র ও কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মার মধ্যভাগে দণ্ডায়মান। এই চিত্রের বামে শ্রাবস্তীর অলৌকিক ব্যাপারের চিত্র দেখা যায়। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদিগণকে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। মূল বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে একদিকে বিশ্বাসী বুদ্ধভক্ত জানু গাড়িয়া রহিয়াছেন, অপরদিকে অবিশ্বাসী শ্রাবস্তীর নৃপতি প্রসেনজিৎ অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে সন্ত্রস্ত ও বিমুগ্ধ হইতেছেন। এই পংক্তির নিম্নের বামভাগে পারিলেয়কবনে গত বুদ্ধের নিকট একটী বানরকর্ত্তৃক মধুপ্রদান চিত্র অঙ্কিত আছে। মধুপাত্রহস্তে বানর দক্ষিণদিক্ হইতে উপবিষ্ট বুদ্ধের সমীপবর্ত্তী হইতেছে। বুদ্ধের হস্তেও একটী ভাণ্ড রহিয়াছে। বুদ্ধের ঠিক বামে আমরা বানরের পদদ্বয় ও লাঙ্গুল দেখিতে পাই। কারণ উপাখ্যানে এইরূপ পাওয়া যায় যে, বানর মধুপ্রদানরূপ পুণ্য-কার্য্যের পর পরজন্মে দেবদেহ ধারণের আকাঙ্ক্ষায় কূপে আত্মবিসর্জ্জন করে। বুদ্ধমূর্ত্তির বামে তরবারিহস্তে যে মূর্ত্তিটী

ইহাঁর কথার একবাক্যতা নাই, কারণ ইনিই পূর্ব্বে এই ষষ্ঠ মূর্ত্তিকে মূর্ত্তিদাতা বলিয়াছেন। see Ibid, p. 70.

দেখা যাইতেছে, উহাই পরজন্মের বানরের মূর্ত্তি। এই পংক্তির দক্ষিণভাগে রাজগৃহের অলৌকিক ব্যাপারের চিত্র। বুদ্ধ মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া আছেন। উপাখ্যানে আছে, একটী ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেব ও তদীয় পঞ্চশত শিষ্যকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন তথায় যাইতেছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের পীড়ক দেবদত্ত তাঁহাকে পদতলে নিধন করিবার উদ্দেশ্যে নালাগিরিনামক দুর্দ্ধর্ষ হস্তী প্রেরণ করেন। হস্তীটী বুদ্ধদেবের প্রভাবে অবনত হইয়া তাঁহার পদতলে জানু গাড়িয়া উপবেশন করে। বর্ত্তমান চিত্রে বুদ্ধের দক্ষিণে হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বামে প্রিয়শিষ্য আনন্দের মূর্ত্তি অঙ্কিত। সমগ্র চিত্রখানি গুপ্তযুগের বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

C (a) 2—এই খোদিত চিত্রখানিতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটী প্রধান ঘটনা প্রদর্শিত হইয়াছে। উর্দ্ধের অংশ ভগ্ন, নিশ্চয়ই তাহাতে আর একটী ভাগ ছিল। সর্ব্ব-নিম্নাংশে বুদ্ধমাতা রাজ্ঞী মায়া স্বপ্ন দেখিতেছেন, উর্দ্ধদেশ হইতে—বৌদ্ধগণের তুষিত স্বর্গ হইতে শ্বেতহস্তীরূপে বুদ্ধ অবতরণ করিতেছেন। ইহাই মায়ার বুদ্ধকে গর্ভে ধারণ। এই ভাগেরই দক্ষিণাংশে বুদ্ধের ভূমিষ্ঠ হওয়া দেখান হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভাগের ঠিক উপরে বামে বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণের দক্ষিণে সম্বোধির চিত্র। মহাভিনিষ্ক্রমণ চিত্রে বুদ্ধদেব কপিলবস্তু হইতে পলায়ন করিতেছেন; তিনি তাঁহার সুসজ্জিত "কণ্ঠক" নামক অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন, অশ্বের মস্তকের নিকট বুদ্ধের সহিস ছন্দক তাঁহার হাত হইতে রাজকীয় অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতেছে। অশ্বের পশ্চাতে বোধিসত্ত্ব তরবারি সাহায্যে কেশচ্ছেদ করিতেছেন। পায়সভাণ্ড-হস্তে সুজাতা উপবাসক্লিষ্ট বুদ্ধকে আহার দিতেছে, ইহার পার্শ্বেই বুদ্ধদেব নাগরাজ সর্পচ্ছত্রী কালিকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এই চিত্রের দক্ষিণে বোধিসত্ত্ব ছত্রের নিম্নে পদ্মোপরি ধ্যানস্থ। সর্ব্বোচ্চভাগে বামদিকে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভ, যথাবিধি মার ও তাহার দুহিতৃগণ প্রলোভন দেখাইতেছেন। দক্ষিণদিকে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন চিত্র বা প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারচিত্র। সমগ্র চিত্রগুলিতেই ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থোক্তবিষয়ের সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হইয়াছে।

D (d) 1—এ একখানি উৎকীর্ণ দ্বারোর্দ্ধ-প্রস্তরফলক লম্বায় ১৬ ফিট,

প্রশস্ততায় ১´ ফুট ১০" ইঞ্চি। ইহা যে দ্বারের ঊর্দ্ধদেশের শোভাবর্দ্ধন করিত, না জানি সে দ্বার কত বড়ই ছিল। এই প্রস্তরফলকখানির কারুকার্য্য বড়ই সুন্দর বড়ই সুচিক্কণ। দেখিলে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়, পুনঃপুনঃ দেখিয়াও তৃষ্ণা মেটে না। এ প্রস্তরখানি গুপ্তযুগের, কারণ ইহার গাত্রে বহুস্থানে "কীর্ত্তিমুখ" বা সিংহ-মস্তক-চিহ্ন বর্ত্তমান। সমগ্র ফলকটী প্রধানতঃ ছয়টী ভাগে বিভক্ত। যথাক্রমে দর্শকের বাম হইতে আরম্ভ করিলে প্রথমভাগে, বৌদ্ধ-দেবতা কুবের বা জম্ভল বীজপূরক ফল দক্ষিণহস্তে ও বলভদ্র বামহস্তে করিয়া উপবিষ্ট, যথানিয়মে তাহার স্ফীতোদর লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠভাগেও পুনরায় এইরূপ কুবেরের মূর্ত্তি আছে। প্রথমভাগের পর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে কারু-কার্য্যময় একটী মন্দির-চূড়া উৎকীর্ণ আছে। তাহার সম্মুখভাগের খোপে তিনটী গায়কের মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগ হইতে পঞ্চম ভাগ পর্য্যন্ত "ক্ষান্তিবাদি-জাতকের" বিষয়।(৪৫) জাতকটী সংক্ষেপে এই :— বোধিসত্ত্ব এই জন্মে ক্লেশসহিষ্ণুতার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া ক্ষান্তিবাদী নাম প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এক নির্জ্জন অথচ সুরম্য বনে বাস করিতেন এবং এই বনেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহু দুর-দুরান্তর হইতে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইতেন। একদিন কাশীরাজ কলাবু বিশ্রামার্থ তাঁহার সঙ্গিনীগণ সহ সেই বনে যাইয়া নৃত্যগীতাদি আমোদপ্রমোদ করিতেছিলেন। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে রাজা হঠাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এদিকে তাঁহার সঙ্গিনীগণ বনের চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা বোধিসত্ত্বের অলৌকিক তপস্যা দেখিয়া তাঁহার নিকট নানা উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাজা জাগ্রত হইয়া পার্শ্বে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অবশেষে ক্ষান্তিবাদীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিবিধ-প্রকারে ভৎ´সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষান্তিবাদী কিন্তু ইহাতে অচঞ্চল। তখন রাজা তাঁহার সঙ্গিগণের যৎপরোনাস্তি বাধা উপেক্ষা করিয়া বোধি-সত্ত্বের একখানি হাত তরবারীর দ্বারা কর্ত্তন করিয়া দিলেন। ক্ষান্তিবাদী ইহাতেও অচঞ্চল। অবশেষে পাপিষ্ঠ রাজা তাঁহার একে একে হস্তপদ কর্ত্তন

(৪৫) The Jataka (ed. Fausboll) Vol III, pp. 39-44 (Trans ed. Cowell) and Jatakamala by M. M. Higgins published at Colombo, 1914

করিয়া ফেলিলেন। ক্ষান্তিবাদী ইহাতেও অচঞ্চল। এইরূপ যোগীর অলৌকিক সহিষ্ণুতা দেখিয়া রাজার হৃদয় ভয়ে, অনুতাপে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু আর অনুশোচনার সময় ছিল না। সমগ্র অরণ্য অগ্নিমূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠিল, ঘন ঘন ভূকম্প হইতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যেই দুষ্কৃতিপরায়ণ রাজা অগ্নিসাৎ হইয়া গেলেন। আলোচ্য ফলকের দ্বিতীয়ভাগে নর্ত্তকীগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাজা ক্ষান্তিবাদীর হস্ত কর্ত্তন করিতেছেন। ইহার পর একটী মন্দির-চিত্র, তাহার সম্মুখের খোপে স্ত্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত। ফলকের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে রাজার সহচরী-গণের বংশী, মৃদঙ্গযোগে নৃত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যে-মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় এক একটী মন্দিরের চিত্র। পঞ্চমভাগে বোধিসত্ত্ব ধ্যানে মগ্ন, চারিদিকে রাজার নর্ত্তকীগণ। ষষ্ঠভাগে আবার লম্বোদর জম্ভলের মূর্ত্তি।

অন্যান্য ঐতিহাসিক-সংগ্রহ

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল শিল্প-নিদর্শনের বর্ণনা ও আলোচনা করিলাম, ইহা ছাড়া আরও বহু মূর্ত্তি ও খোদিত চিত্র সারনাথের মিউজিয়ামে সংগৃহীত আছে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বোধে সেগুলির বর্ণনা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। মূর্ত্তি ও খোদিত চিত্র ছাড়া মিউজিয়ামে নানাপ্রকারের নানাযুগের ভগ্নস্তম্ভ স্তম্ভশীর্ষ, ক্ষুদ্র মন্দির-চূড়া গৃহের ভগ্ন, অর্দ্ধ-ভগ্ন উৎকীর্ণ প্রস্তর, লিপিযুক্ত ফলক, সজ্জিত আছে দেখা যায়। আবার মাটীর হাঁড়ি, মাটীর পাত্র প্রভৃতির সংখ্যাও যথেষ্ট। লিপিযুক্ত অতিপ্রাচীন মৃণ্ময়সীল ও ইষ্টকও অনেকগুলি রহিয়াছে। এগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

মিউজিয়ামের বাহিরে উত্তরদিকে পূর্ব্ব-নির্ম্মিত খোলাগৃহে (Old Sculpture Shed) এখনও অনেকগুলি হিন্দু ও জৈন প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখা যায়। এগুলি মোটেই সারনাথে আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্ব্বে কুইন্স কলেজে রক্ষিত ছিল, পরে লর্ড কার্জ্জনের অভিপ্রায়ানুসারে এখানে আনীত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি-গুলির মধ্যে মধ্যযুগের ও গুপ্তযুগের হিন্দু ও জৈনমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। হিন্দুমূর্ত্তির মধ্যে শিব আছেন, অষ্টমাতৃকা আছেন এবং গণেশ আছেন। জৈনমূর্ত্তির মধ্যে নং G. 61. মূর্ত্তিতে মহাবীর আদিনাথ, শান্তিনাথ, অজিতনাথ, নং G 62 মূর্ত্তিতে শ্রেয়াংশনাথ দ্রষ্টব্য। হিন্দুমূর্ত্তিগুলিকে সকলেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া বিশেষ বিবরণ এ প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সারনাথে প্রাপ্ত লিপিসমূহের আলোচনা

সারনাথের খননব্যাপারে যেরূপ নয়নমোহন নানাশিল্পের নিদর্শন—বহুবিধ প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইরূপ আবার সারনাথেতিহাসের উজ্জ্বলদীপাবলী-স্বরূপ নানাবিধ উৎকীর্ণলিপিও ভূখননের অন্যতম শ্রেষ্ঠফল হইয়া উঠিয়াছে। লিপিগুলি নানাসূত্রে নানাস্থানে খোদিত হইয়াছিল; মূলতঃ লিপিমাত্রেরই যাহা উদ্দেশ্য সারনাথ-লিপিরও সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে। স্থূল-ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, সমস্ত লিপিগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—(১) অনুশাসনমূলক, (২) প্রতিষ্ঠামূলক, (৩) দান-বিষয়ক, (৪) উপদেশ-বিষয়ক। খোদিত-লিপিগুলি কোনখানি স্তম্ভ-গাত্রে, কোনখানি বেষ্টনীগাত্রে, কোনখানি ছত্রোপরি, কোনখানি মূর্ত্তির পাদ-পীঠে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাদপীঠের উৎকীর্ণ-লিপির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্ব্যতীত ইষ্টকের উপরে, মোহরের উপরে, মৃণ্ময়-কলসের উপরেও দুই চারিটী অক্ষরের লিপি দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য ইতিহাসের হিসাবে এ গুলির মূল্য কিছুই নহে। শুধু সেই সেই পদার্থে উৎকীর্ণ অক্ষরের প্রকৃতি হইতে পদার্থগুলির আনুমানিক নির্ম্মাণকাল অবধারিত হইতে পারে। সারনাথে প্রাপ্ত লিপিগুলি স্বদেশ ও বিদেশে নানা পণ্ডিতকর্ত্তৃক প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক পত্রিকাদিতে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সকল আলো-চনায় কত বিচার, কত খণ্ডন-মুণ্ডন নানাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এইবার লিপিগুলিকে কালক্রমানুসারে বিভাগ করিয়া যথাসম্ভব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অশোক-লিপি

সারনাথের ভূগর্ভ খননে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মহারাজ অশোকের প্রস্তর-স্তম্ভটি সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রাচীন এবং ঐতিহাসিকতায়ও সমধিক মূল্যবান্। ইহার শিল্প-সৌন্দর্য্য জগতের বিস্ময়

আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। এই স্তম্ভের আবিষ্কারক সারনাথ-খননের প্রধান নায়ক এঞ্জিনিয়ার এফ, ও, ওরটেল মহোদয় সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহারই যত্নে স্তম্ভশীর্ষটি সুচারু-রূপে উত্তোলিত হইয়া অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্তম্ভশীর্ষটি সারনাথের মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে; স্তম্ভের নিম্নাংশ এখনও "প্রধান বিহারের" (সুবিধার জন্য ইহাকে "Main Shrine" বলা হইয়াছে) পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে তৃণাচ্ছাদনের নিম্নে প্রোথিত অবস্থায় বর্ত্তমান। এই স্তম্ভগাত্রেই আমাদের আলোচ্য অশোক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে অশোক-লিপি ব্যতীত আরও দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র লিপি পরিদৃষ্ট হয়। একটিতে রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ সম্বৎসরের হেমন্তের ১ম পক্ষের ১০ম দিবসের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই লিপিখানি লইয়া আজকাল বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক জর্ণালে আলোচনা চলিতেছে। অপর লিপিখানি দানবিষয়ক লিপি। এই দুইখানি লিপি "কুষাণ" অক্ষরে লিখিত। অতঃপর এই দুইটির বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। অশোক-লিপির প্রথম তিন পংক্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার প্রধান অংশটি এখনও একরূপ অবিকৃত অবস্থায় আছে। বয়ার, সেণার, টোমাস ভোগেল ও ভিনিস-প্রমুখ লিপিতত্ত্বজ্ঞগণ এই লিপির বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। কোন কোন খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া যদিও ইঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, তথাপি মূলতঃ এই লিপির ব্যাখ্যা এখন একরূপ সর্ব্বজনপরিগৃহীত হইয়াছে।

অনুমান হয়, এই শাসনলিপিখানি তৎকালীন রাজধানী পাটলিপুত্রের ও প্রদেশসমূহের প্রধান কর্ম্মচারিগণের উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় প্রথম তিন পংক্তি এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়াছে যে, প্রথম বাক্যটির মর্ম্মোদ্ঘাটনের আর উপায়মাত্র নাই। বৌদ্ধ-সংঘে ধর্ম্ম লইয়া কলহ করিয়া সংঘের বিভাগ উৎপন্ন করিতে কেহই অধিকারী নহেন, ইহাই অনুশাসনের প্রথম কথা। অনুশাসনের দ্বিতীয় কথা, এই সকল কলহকারী ব্যক্তির কি প্রকারে শাস্তি-বিধান করিতে হইবে তাহার নির্দ্ধারণ। এই প্রকারের অননুমোদিত আচরণে অপরাধিগণকে সংঘচ্যুত করাইয়া বিহারবহির্ভূত স্থানে বিতাড়িত করিতে হইবে। ধর্ম্ম-কলহের জন্য এই প্রকারের দণ্ডবিধান বুদ্ধঘোষ কর্ত্তৃক তাঁহার

পাটলিপুত্রের অশোকাহূত ধর্ম্মসমিতির বৃত্তান্তেও উল্লিখিত হইয়াছে। সাঞ্চী ও প্রয়াগের স্তম্ভ-লিপিতেও ইহার অনুরূপ অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য অনুশাসনখানির অপর অংশে সম্রাটের আজ্ঞার প্রচার-সম্বন্ধে নিয়মাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের সংঘসমূহে ও জনসাধারণের মিলনস্থানে এই আজ্ঞা প্রচার করিতে হইবে। ইহাতে রাজকর্ম্ম-চারিগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অনুশাসনের একখানি প্রতিলিপি তাঁহাদের প্রধান সমিতিতে খোদিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি এই আজ্ঞাও দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অনুশাসনের বিশুদ্ধ প্রতিলিপি তাঁহাদের সীমাভুক্ত স্থানের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া দেন ও সেনানিবাসযুক্ত নানা জন-পদের অধ্যক্ষগণকেও এই ভাবে বিদিত করাইয়া দেন।

আলোচ্য অনুশাসনখানি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুসন্ধানকারিগণের নিকট বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, ইহা হইতে জানা গিয়াছে যে, রাজা "সদ্ধর্ম্মে"র(১) নেতৃরূপে বিশেষ ক্ষমতাসহকারে বিহারসমূহের যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান করিতেন। আরও একটি সত্য ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, অশোক ধর্ম্ম-কলহকারিগণের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সত্যতা এখন আর প্রমাণের বহির্ভূত নহে। এই লিপিখানিতে কোনরূপ সময়ের উল্লেখ নাই। কোন কোন লেখকের মতে অশোক যখন বৌদ্ধ-তীর্থ দর্শন করিতে করিতে সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন, ইহার রচনাকার্য্য তখনই সম্পাদিত হয়। এই অনুমান যদি ভ্রমশূন্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, অনুশাসনখানি "তরাই স্তম্ভলিপিগুলির" সমসাময়িক। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইহার অনুরূপ প্রয়াগের অশোকানুশাসনের সময় উক্ত স্তম্ভলিপিগুলির পরবর্ত্তী; অর্থাৎ অশোকের ২৭শ রাজ্যাব্দের অথবা খৃঃ পূঃ ২৪৩ সালের পরবর্ত্তী। সুতরাং, সারনাথের লিপিও প্রয়াগের অনুশাসনের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।(২) পাটলিপুত্রের ধর্ম্ম-সমিতিতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহারই ফলে সম্রাটের এইরূপ আজ্ঞা-

(১) বৌদ্ধগণ আপনাদিগের ধর্ম্মকে "সদ্ধর্ম্ম" বলিয়া আসিতেছেন। পালি-সাহিত্যে কুত্রাপি 'বৌদ্ধধর্ম্ম' এরূপ কথা ব্যবহৃত হয় নাই।

(২) সুপ্রসিদ্ধ ভিন্‌সেন্ট স্মিথের এই মত।

পত্র এই অনুশাসনে ক্ষোদিত হইয়াছে। এক্ষণে পালি-সাহিত্য হইতেও এ কথার প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যাইতেছে।

অক্ষরান্তর।

পঙ্ক্তি

১। দেবা ... ...

২। এল ... ...

৩। পাট ... ... যে কেনপি সংঘে ভেতবে এ চুংখো

৪। [ভিখু-বা-ভিখুনি-বা] সংঘং ভা [খতি] সে ওদাতানি দুস [।] সংনং ধাপয়িয়া অনাবাসসি

৫। আবাসয়িয়ে॥ হেবং ইয়ং সাসনে ভিখু সংঘসি চ ভিখুনি সংঘসি চ বিংনপায়িতবিয়ে॥

৬। হেবং দেবানং পিয়ে আহা॥ হেদিসা চ ইকা লিপী তুফাকংতিকং হুবা তি সংসলনসি নিখিতা॥

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং তি কং নিখিপাথ॥ তেপি চ উপাসকা অনুপোসথং যাবু

৮। এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে॥ অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতেপোসথায়ে

৯। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে আজানিতবে চ॥ আবতকে চ তুফাকং আহালে

১০। সবত বিবাসয়াথ তুকে এতেন বিয়ংজনেন। হেমেবসবেসু কোট বিসবেসু এতেন

১১। বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথা॥ ... ... (৩)

লিপি-পরিচয়। অশোকের অন্যান্য স্তম্ভলিপির ন্যায় এই লিপিখানিও সুপ্রাচীন "মৌর্য্য" বা "ব্রাহ্মী-অক্ষরে" খোদিত হইয়াছে। ইহাতে যতগুলি বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে বিশেষ কোন অভিনবত্ব দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মী-অক্ষরের বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসুগণ সুবিখ্যাত ডাঃ ব্যুলার প্রণীত "On the

(৩) J & Proceedings of the A. S. B. Vol III, No 1



অশোক-লিপি

Origin of the Indian Brahmi Alphabet" নাম পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

ভাষা। সারনাথলিপির ভাষার বিশেষত্বগুলি খাল্‌সি, ধৌলি, জৌগড়, রধিয়া, মথিয়া, রূপনাথ, বৈরাত, সাসারাম ও বরাবর গুহার লিপিগুলির মাগধী ভাষার বিশেষত্বের অনুরূপ। ইহার উদাহরণ যেমনঃ—পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনে 'এ'কার ব্যবহৃত হইয়াছে; 'র' স্থানে 'ল', 'ণ' স্থানে 'ন'; একমাত্র 'স' কারের ব্যবহার, 'এবং' ও 'ঈদৃশ' স্থানে যথাক্রমে 'হেবং' ও 'হেদিসে' প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্টান্তযোগ্য।

১ম পংক্তি। দেবা [নাং প্রিয়] লিপিতে সাধারণতঃ অশোক এই উপাধিটী ব্যবহার করিতেন। পুরাণে কিন্তু সর্ব্বত্র অশোকের পূর্ব্বনাম অশোক বর্দ্ধন লিখিত হইতে দেখা যায়। অশোকের কাল্‌সিস্থিত পর্ব্বত-লিপির (Rock Edict VIII) প্রথম পংক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, অশোকের পূর্ব্ব-পিতামহগণও "দেবানাং প্রিয়" নামে অভিহিত হইতেন। "পিয়দসন" উপাধি—"পিয়দসির"ই রূপান্তর; এই শব্দ সিংহলীয় বংশোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শব্দই আবার 'মুদ্রারাক্ষসে' চন্দ্রগুপ্তের নামের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সিংহলীয় উপাখ্যানের অশোক, পুরাণের অশোক ও ক্ষোদিত লিপির অনুশাসনকর্ত্তা যে অভিন্ন তাহাতে আর সংশয় নাই। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য ১৯০১ খৃষ্টাব্দের J R A. S. পত্রিকায় এ বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ অনুসন্ধেয়। মাস্কি অনুশাসনে "অশোক" নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩য় পংক্তি। ভেতবে—বৈদিক তুমুন প্রত্যয়ান্ত শব্দ। ভিদ্‌ ধাতু "গুণ" করিয়া তাহাতে "তু" যুক্ত হওয়াতে একটি বিশেষ্যপদ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার সম্প্রদানকারকে এইরূপ পদ পাওয়া যায়—

ভিদ্‌+তু
=ভেদ্‌+তু
=ভেত+তু
=ভেত্তু
=ভেতু এই পদে সম্প্রদানের বিভক্তি সংযুক্ত হইয়াছে।

বৈদিক সংস্কৃতে এই তুমুন্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মণিবাচ্যের

অর্থ পরিগ্রহ করে। পালিভাষায়ও এই আকারের পদের অভাব নাই। "ইচ্ছৎথেসু সমান কত্তুকেসু তবে তুম্ বা" (S. C. Vidyabhusan's edition of Kachayan, VII. 2. 12) যথা কাতবে, সোতবে। 'ধম্মপদের' ৩৪ শ্লোক তুলনীয়—

'পরিফন্দৎ' ইদং চিত্তং মারধেয়ং পহাতবে

অপিচ,

"বায়সং পি পহেতবে (পোহেতুং) Jataka. II. 175.

চুং খো—'চু' = চ + তূ {চ + তু = চ + উ = চূ} এর সংযোগে উৎপন্ন।

'খো' অর্থাৎ খলু। পালিতে কৃ খু পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, খো এবং কৃ খু উভয় শব্দই একটি আদিম সাধারণ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া উচ্চারণবৈষম্যবশতঃ বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে আদিম শব্দটি বোধ হয় খ্ লু। খলু> (৪) কু খু, অথবা খ্ লু> খলু> খ উ> খো।

কণ্ঠ্যবর্ণ অথবা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বপদের অন্তঃস্থিত স্বরের পর কখনো কখনো অনুস্বার হইয়া থাকে।

চু + খো = চুংখো।

৪র্থ পংক্তি। ভাখতি – সং ভক্ষ্যাতি। ডাঃ ভোগেল প্রথমে এই শব্দটিকে ভিখতি রূপে পড়িয়াছিলেন, পরে ডাঃ ভিনিসের 'ভাখতি' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। (J. A. S. B. Vol. III. No I N. S. Page 3)

সং নংধাপয়িয়া—সং, সং + নহ + নিচ্ + ল্যপ্ (cf. নধ্ ধাতু হইতে পালি পিনদ্ধ্যতি ; নদ্ধঃ Latin Nodus)। নিজন্ত ধাতুতে 'প' এবং স্বরের বৃদ্ধি অবিরল নহে।

অনাবাসসি—ডাঃ ভোগেল "আনাবাসসি" পাঠ করেন। আমরা ডাঃ ভিনিসের পাঠ অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করায় গ্রহণ করিলাম। কারণ, স্পষ্টতঃই দেখা গিয়াছে, ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ (Sacred Books of the East, Vol. XVII, P-388) দ্রষ্টব্য। সাঁচীর অশোক-লিপিতেও এই শব্দই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ ডাঃ ভিনিসের পাঠ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। (Asoka, 2nd Edition)

৬ষ্ঠ পংক্তি। হেদিসা—সং ঈদৃশী।

(৪) এই সাঙ্কেতিক চিহ্নটি "to" অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। বাম হইতে দক্ষিণে।

ইহা—একা (সং)>ইকা। একার ঠিক একার নহে; ইহা আকার ও ই-কারের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। সুতরাং সহজেই এই একারটি ইকার অথবা অবস্থাবিশেষে অকারে পরিণত হইতে পারে। 'ইকা' শব্দ পর্য্যন্ত আর কোন অশোকীয় লিপিতে পাওয়া যায় নাই। হেমচন্দ্র তাঁহার প্রাকৃত কাব্য 'কুমার-চরিতের' ৭ অধ্যায়, ২০শ শ্লোকে "ইকমনু=একমনা" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব সারনাথ-লিপিতে "ইক", "ইকিকে" (৮ম পংক্তি) এই দুই প্রয়োগ ব্যাকরণনির্দ্দিষ্ট অপভ্রংশ অথবা "ভাষা" হইতে বিভিন্ন হইলেও সাধারণের ভাষার দুইটি সুন্দর উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

তুফাকং—এই শব্দটি বোধ হয় সর্ব্ব প্রথমে তুম্মাকংরূপে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হইত। তুষ্মাকং—তুস্মাকং (কারণ, পালিতে ষ নাই),>তুম্বাকং (যথা মন্মথ>বম্মহো),>তুম্পাকং (যথা, লোচেত্বা> লোচেৎপা) >তুম্ফাকং (যথা, বিপ্ফুষ্ট>বিস্ফুট্ট),—তুফাকং (কারণ অশোকীয় ভাষায় অভ্যন্তবর্ণের স্থানে একটি মাত্র বর্ণের প্রয়োগ হয়। বর্গীয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের সংযোগে দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সংযোগে চতুর্থটি অবশিষ্ট থাকে, প্রথম ও তৃতীয়টি লুপ্ত হয়)।

সংসলনসি—সং সংসরণং অর্থ সঙ্গতি। পালিতে এই শব্দের অর্থ চক্র অথবা সংক্রমণ হইতে পারে। অনুশাসনানুসারে ইহার অর্থ সমাগমস্থান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সমাগমস্থানে যতদূর সম্ভব পাটলিপুত্রকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

৮ম পংক্তি। বিস্বং সয়িতবে—অধ্যাপক কার্ণ ও ডাঃ ব্লক্ এই শব্দের সং "বিশ্বা সয়িতুম্" শব্দের সহিত সম্বন্ধ দেখাইয়া—"নিজকে সুপরিজ্ঞাত করান" অর্থ করিয়াছেন।

ধুবায়ে—সং ধ্রুবং। অর্থ, অবশ্যই।

ইকিকে— =ইক+ইক; ই-কারের পূর্ব্বস্থিত অ-কারের লোপ হইয়াছে। এই সূত্রে সন্ধিশূন্য বৈদিক 'এক এক' প্রয়োগ তুলনীয়। অথবা ইকিক<(৫) একেক<একৈক।

(৫) এই সাঙ্কেতিক চিহ্নটি "হইতে" অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। দক্ষিণ হইতে বামে।

মহামাতে—সং মহামাত্রা (মহামাত্যা)—উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী। তুলনা’

“মন্ত্রে কর্ম্মণি ভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে।

মাত্রা চ মহতী যেষাং মহামাত্রাস্তু তে স্মৃতাঃ॥” আপ্তের অভিধান।

কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে এই প্রকার কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মরক্ষার জন্য নিযুক্ত হইতেন।

৯ম পংক্তি। আহালে—সং আধার—অর্থাৎ প্রদেশ। সমাসবদ্ধ “সাহার” শব্দে (Mahavagga VI. 30, 4) এই অর্থই পাওয়া যায়।

১০ম পংক্তি। বিয়ংজনেন—সং ব্যঞ্জন। অশোকের ৩নং পর্ব্বতানুশাসনে ডাঃ ব্যুলার (Dr. Buhler) ইহার “অক্ষরে অক্ষরে” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ডাঃ ভিনিস এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ ভোগেল “রাজ-ঘোষণা” বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।(৬)

কোট—এই শব্দের অর্থ চাণক্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ দৃষ্টান্তের সহিত বিবৃত হইতে দেখা যায়। “নৃপতি নব নব পল্লীর প্রতিষ্ঠা করিবেন ; সেই সকল পল্লীতে এক শত হইতে পাঁচ শত গৃহনির্ম্মাণ করাইতে হইবে…… …… প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে এক শত গজ দূরবর্ত্তি-স্থানে কাষ্ঠনির্ম্মিত স্তম্ভযুক্ত এক একটি দুর্গ থাকিবে ……… প্রত্যেক আট শত পল্লীর মধ্যস্থলে যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তাহার নাম “স্থানীয় হইবে”, ইত্যাদি (Indian Antiquary, XXXIV. 7)

১১শ, ১২শ পংক্তি। ‘বিবাসয়াথ’ ও ‘বিবাস-পয়াথা’—অধ্যাপক কার্ণ প্রথম শব্দটির অর্থ করিয়াছেন “পর্য্যবেক্ষণার্থ চারিদিকে গমন করা”। এ অর্থ লইলে মূলের সহিত ভালরূপ সম্বন্ধ থাকে না। রূপনাথের অশোকীয় প্রস্তরলিপিতে “বিবসে তবয়” শব্দ পাওয়া যায়। ডাঃ ভিনিস রূপনাথের শব্দের সহিত তুলনা করিয়া এই দুইটি শব্দ দ্যোতনার্থ “বস্” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদি এই শব্দ দুইটি “বস্” ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে রূপনাথ-লিপির “ব্যঠ” ও “বিবাসা” শব্দদ্বয় উক্ত ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন, মনে করা যাইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিসংবাদিত সংখ্যা ২৫৬ বুঝিবার পক্ষেও বিশেষরূপ সুবিধা হয়। “বিবাসায়াথ” শব্দের “দীপ্তি” অর্থ গ্রহণ করিলে মোটামোটি “জ্ঞাপন করিবে” এই অর্থ অনুশাসনের অনুগত হইয়া পড়ে।

(৬) Epigraphia Indica, Vol. VIII, part IV.

বঙ্গ-ভাষান্তর।

"পাট"

"দেবানাং প্রিয়" ... ...

সংঘ বিভক্ত হইতে পারিবে না। ভিক্ষুই হউক অথবা ভিক্ষুণীই হউক যে কেহ সংঘ ভগ্ন করিবে তাহাকে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া বিহারবহির্ভূত স্থানে বাস করাইতে হইবে। এই ভাবে এই অনুশাসন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সংঘে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

"দেবানাং প্রিয়" এইরূপ বলেন,—এইরূপ একখানি লিপি জনসমাগমস্থানে তোমাদের নিকট থাকিবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ঠিক এইরূপ আর একখানি লিপি উপাসকগণের জন্য লিখিবে। তাহারা প্রত্যেক ব্রতোপবাসের দিন এই অনুশাসনের উপর তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস জাগরূক রাখিবার জন্য আগমন করিবে। প্রত্যেক উপবাসের দিনে মহামাত্রাগণ উপবাস-ব্রতের সম্পাদন-উদ্দেশ্যে এই অনুশাসনের উপর তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস জাগরূক রাখিবার জন্য ও ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিবে। এবং তোমাদের শাসনান্তর্ব্বর্ত্তী সকল স্থানে এই অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে জ্ঞাপন করিবে। এই প্রকারের দুর্গসমন্বিত প্রত্যেক জনপদেও এই অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে জ্ঞাপন করিবে।

লেখ্য-বিবরণ। প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকায় লিপিখানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অনুবাদে তাহাই অবলম্বিত হইল।

প্রথমভাগে মূল শাসনটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘ-বিভাগ করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া সংঘের সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত করাইতে হইবে। সাময়িক নির্ব্বাসন ধর্ম্ম-কলহের শাস্তি-স্বরূপে গৃহীত হইবে। ইহার অনুরূপ একটি আদেশ একই ভাষায় প্রয়াগের দুর্গস্থিত "তথা কথিত" "কৌশাম্বী-অনুশাসনে" ও সাঁচার অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। (Buhler's Papers, I. A. Vol XIX & E. I. pp. 366-67) দুঃখের বিষয়, এই তিন লিপিরই প্রথমাংশ এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়াছে যে, সেই অংশের কোনরূপই অর্থ করা যায় না। অশোক তাঁহার সময়কার কোন কোন সংঘের প্রতি অতি কঠোর আদেশ প্রচার করিতেন বলিয়া যে প্রবাদ চলিত আছে,

এই লিপি তাহা নানাভাবে সপ্রমাণ করিতেছে। আর তিনি যে, সমস্ত সংঘ-গুলিরই নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাহাও এই অনুশাসনপত্র হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

লিপির দ্বিতীয় ভাগে সম্রাটের প্রধান কর্ম্মচারিগণের প্রতি উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করান হইয়াছে যে, একখানি লিপি তাঁহাদেরই উপকারের নিমিত্ত উৎকীর্ণ হইয়াছে। সাধারণের উপকারের জন্য ইহার অনুরূপ লিপি উৎকীর্ণ করিতে তাঁহারা আদিষ্ট হইতেছেন। এই লিপিখানি সারনাথ-বিহারের অন্তর্ব্বর্ত্তি-স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল; কারণ, নগরের কর্ম্মচারি-গণকে ও জন-সাধারণকে প্রত্যেক "উপোসথ" দিনে তথায় অবশ্যই আসিতে হইবে বলিয়া আদেশ ইহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

লিপির অন্তভাগে অনুশাসনের প্রত্যেক বাক্যে বিশেষরূপ মনোযোগ দিবার জন্য অনুজ্ঞা করা হইয়াছে। 'কোট' শব্দের অর্থ যদি সুরক্ষিত স্থান ধরা যায়, আর এই স্থান যদি "মহামাতা"গণের অধীনে না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এই কর্ম্মচারিগণকে কেন যে তাহাদের এলাকার বাহিরে অনুশাসন জ্ঞাত করাইতে বলা হইয়াছে তাহার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

লিপিখানির উদ্দেশ্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কি কারণে ধর্ম্ম-কলহকারিগণকে সংঘচ্যুত করিতে ও জন-সাধারণকে উপোসথ-দিনের নিয়ম পালন করিতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময়ে বিহারের ধর্ম্মবন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছিল এবং প্রকৃতই কাহাকেও কাহাকেও সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইয়াছিল। সিংহলায় সাহিত্যেও আমরা এ কথার আভাস দেখিতে পাই। ধর্ম্মকীর্ত্তির 'সদ্ধর্ম্ম সংগ্রহ' (Edited in the J. P. T. S. for 1890, pp. 21-89) নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, ২২৮শ পরিনির্ব্বাণাব্দের পরে সমগ্র ভারতবর্ষে ছয় বৎসর যাবৎ ভিক্ষুগণ উপোসথ প্রতিপালন করে নাই। সম্রাট্ অশোক সদ্ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়া 'অশোকারামে' ভিক্ষুগণকে সমবেত করাইয়াছিলেন। স্থবির মৌদ্গলী-পুত্র তিষ্য এই সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন। সম্রাট্ অনুসন্ধানের দ্বারা জানিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত ভিক্ষু নহে। ইহাতে তিনি তাহাদিগকে শ্বেতবস্ত্র প্রদান করিয়া সংঘ হইতে বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর সম্মিলনের

সকলে উপোসথ-ক্রিয়া প্রতিপালন করিলেন। তাই প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন :—

"সংবুদ্ধ পরিনিব্বানা দ্বে চ বস্‌স সতানি চ।
অট্‌ঠাবীসতি বস্‌সানি রাজাসোকো মহীপতি।"

শ্লোকটি 'মহাবংশ' হইতে গৃহীত হইয়াছে, গদ্যাংশের ভিত্তি বুদ্ধঘোষের 'সমন্তপসাদিকা' নামক পুস্তক। শ্বেতবস্ত্র পরিধানের কথা বুদ্ধঘোষের "সেতকানি বট্‌ঠানি" বাক্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে। লিপির "ওদাতানি দুসানি" বাক্যও ইহাই। লিপির "পাট" পাটলিপুত্রের সম্মিলনের কথাই নির্দ্দেশ করিতেছে। "ভাখতি" পাঠও সংঘভঙ্গের বিষয় প্রচার করে। সে সময়কার "সম্মাসংবুদ্ধের" ধর্ম্মের যেরূপ সঙ্কট-সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সারনাথের লিপিই যে বুদ্ধঘোষ-বর্ণিত অশোকানুশাসন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

যে কারণে সারনাথের অধিকাংশ মূর্ত্তিগুলি ছিন্নদেহ হইয়াছে, সেই কারণেই অশোকস্তম্ভও ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়াছে। ৮ম পংক্তিতে "মহামাতে" শব্দ উল্লিখিত। ইহারা "ধর্ম্ম মহামাতা" অর্থাৎ সদ্ধর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণকারিগণ ভিন্ন আর কেহই নহেন। ইঁহাদিগকেই অশোক তাঁহার সিংহাসনারোহণের ১৩শ বৎসর পরে নিযুক্ত করেন। অতএব সারনাথস্তম্ভের নির্ম্মাণ-সময় অশোককর্ত্তৃক মহামাতাগণের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫৫ খৃঃ পূঃ পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। এই মতই এখন অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রস্তর বেষ্টনীর-লিপি

সারনাথে যে কয়েকটী বেষ্টনীদণ্ড পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে তিন চারিটীর গাত্রে দান-বিষয়ক লিপি লক্ষ্য করা যায়। লিপির অক্ষর, ব্রাহ্মী। সময়, খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। ভাষা প্রাকৃত। লিপিগুলিতে এইরূপ পাওয়া যায়, যথা—

D (a) 13নং—

১ম পংক্তি। × × × নিয়া সোনদেবি [যে]
২য় " । × × × সবো দান [ম্]

অনুবাদ। এই স্তম্ভ সোনদেবীর দান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রস্তর-বেষ্টনীর প্রত্যেকটী দণ্ড এক একজন বৌদ্ধ নর বা নারীর দান। সমগ্রবেষ্টনী চাঁদা করিয়া নির্ম্মাণ করা হইত।

D (a) 14নং—

এক পংক্তি। সীহয়ে সাহি জন্তেয়িকায়ে থবো

"সীহয়ে সাহি" হইতে অনুমান হয় যে, দাত্রী পারস্যদেশীয়া ছিলেন। "সাহান সাহী" শব্দও এস্থলে তুলনীয়। কিন্তু দয়ারাম সাহনী ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"এই স্তম্ভ সীহার সহিত জন্তেয়িকার দান।" আমরা এই ব্যাখ্যা দোষ-শূন্য মনে করি না।

D (a) 15.—

এক পংক্তি। × × কায়ে ভিখুনি বসুতরগুতায়ে দানং থ (ভা)।

অনুবাদ। ভিক্ষুণী বসুধরগুপ্তার দান।

D (a.) 16.—

লিপি। [ভ] রি নি য়ে সহং জতেয়িকা [য়ে থবো দানং]

অনুবাদ। ভরিণীর সহিত জতেয়িকার দান। "জন্তেয়িকা" এবং "জতে-য়িকা" এক কিনা কেহ তাহার আলোচনা করেন নাই।

সিংহস্তম্ভের গাত্রে অশোকলিপির ঠিক নিম্নে কুষাণাক্ষরে একখানি ক্ষুদ্র লিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই :— … …

রাজা অশ্বঘোষের লিপি

… … পাঁরিগেথ্ হে রঞ্জ অশ্বঘোষস্য চতরিশে সবছরে হেমতপথে প্রথমে দিবসে দসমে

অনুবাদ। রাজা অশ্বঘোষের চত্তারিংশ বৎসরে হেমন্ত পক্ষে, দশম দিনে।

মন্তব্য। সর্ব্বপ্রথমে ডাঃ ভোগেল এই লিপিখানির পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন।(৭) পরে ডাঃ ভিনিস কতকগুলি অপঠিত অক্ষর পাঠ করিয়া ইহার গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করেন।(৮) ডাঃ ভোগেল দেখাইয়াছেন যে, লিপি-খানিতে অনুস্বারের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এবং 'রাজ্ঞা' র 'আ' ও 'চতারি' র 'আ' পরিদৃষ্ট হয় না। এখন প্রশ্ন হইবে, এই অশ্বঘোষ কোন্ অশ্বঘোষ? সুবিখ্যাত "বুদ্ধচরিত"কার—অশ্বঘোষের রাজা উপাধি কুত্রাপি শুনা যায় নাই। সুতরাং আমরা যেরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, এই অশ্বঘোষ কোন শকবংশীয় নৃপতি

(৭) Epi. Ind. VIII. p. 171.
(৮) J. R, A. S., 1912, p 701-707.

ছিলেন এবং বারাণসী এককালে তাহার শাসনাধীনে ছিল। লিপিখানির অক্ষর কুষাণ জাতীয়, ইহার ভাষাও একপ্রকারের প্রাকৃত। লিপিতে যে সময় উল্লিখিত হইয়াছে, ডাঃ ভোগেলের মতে তাহা কণিষ্কাব্দানুগত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই অশ্বঘোষ কণিষ্কেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, কারণ এই লিপির অক্ষরের সহিত মথুরায় শাকক্ষত্রপগণের লিপির অক্ষরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই রাজা অশ্বঘোষের আরও একখানি ক্ষুদ্র লিপি সারনাথে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও তাঁহার 'রাজা' উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে; লিপির অক্ষরও একরূপ। লিপিখানি এই :—

1. রাজ্ঞো অশ্বঘোষ(স্য)
2. [উপল] হে [ম] [ংত পখে]

ইহাতে কিন্তু "রাজ্ঞো"র 'আ'কার দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং ভোগেলের কথা অসম্পূর্ণ, মনে করা যাইতে পারে।

সারনাথ মিউজিয়ামে যে রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রকাণ্ড বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটী সজ্জিত আছে তাহার পাদমূলে ও পশ্চাতে এবং এই মূর্ত্তির ছত্রদণ্ডে সর্ব্বসমেত তিনটী কুষাণযুগের লিপি দৃষ্ট হয়। এই তিনটী লিপিই কনিষ্ক রাজ্যাব্দের তৃতীয় সম্বৎসরের বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ডাঃ ভোগেল এই লিপিগুলির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়া বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন।(৯) এই লিপিগুলির মধ্যে প্রধানটির ঐতিহাসিক তথ্য আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যে মূর্ত্তির পাদদেশে এই লিপিখানি উৎকীর্ণ, ঠিক তাহার অনুরূপ একটি মূর্ত্তি ১৮৬২ খৃঃ কানিংহাম সাহেব প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরীর অবস্থিতি-স্থলে আবিষ্কার করেন।(১০) ইহার পাদদেশে তিন পংক্তিতে একখানি খোদিত লিপি আছে। এই লিপি স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অধ্যাপক ডাউসন ও ডাঃ ব্লক সাহেব কর্ত্তৃক নানা পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছিল।(১১) সারনাথের এই লিপি বাহির হইবার পর উক্ত লিপি খানির নানা দুষ্পাঠ্য স্থান স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সারনাথের লিপিখানি এই :—

মহারাজ কনিষ্কের সময়ের লিপি

(৯) Vogel, E. p. Ind., VIII, pp, 173—181.

(১০) A. S. R. I. p. 339 V. p. vii and XI p. 86, Dr, Anderson's Catalogue of Calcutta Museum, Vol. I, p. 194.

(১১) Dr. R, L. Mitra, J. A. S. B vol XXXIX part I, p. 130; Prof.

(১) মহারজস্য **কণিষ্কস্য** সং ৩ হে ৩ দি ২২
(২) এতয়ে পূর্ব্বয়ে ভিক্ষুস্য **পুষ্যবুদ্ধিস্য** সদ্ধেবি
(৩) হারিস্য ভিক্ষুস্য **বলস্য** ত্রেপিটকস্য
(৪) **বোধিসত্বো** ছত্রযষ্ঠি চ প্রতিষ্ঠাপিতো
(৫) **বারাণসিয়ে** ভগবতো চংকমে সহা মাত (।)
(৬) পিতিহি সহা উপদ্ধ্যায়া চেরেহি সদ্ধ্যে বিহারি
(৭) হি অন্তেবাসিকেহি চ সহা **বুদ্ধমিত্রয়ে** ত্রেপিটক
(৮) যে সহা ক্ষত্রপেন **বনস্পরেণ** খরপল্লা-
(৯) নেন চ সহা চ চ (তু) হি পরিষাহি সর্বসত্বনম্
(১০) হিত সুখাত্থ

বঙ্গানুবাদ। মহারাজ কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে, হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে, এই তারিখে ত্রেপিটক ও ভিক্ষু পুষ্পবুদ্ধির সহচর ভিক্ষুবলের (দান) বোধিসত্ত্ব (মূর্ত্তি), ছত্র ও যষ্টি সকলের হিতসুখের উদ্দেশ্যে, তাহার জনক-জননীর, উপাধ্যায়াচার্য্যগণের, সহচর ছাত্রগণের, ত্রেপিটক বুদ্ধমিত্রের, এবং ক্ষত্রপ বনস্পর ও খরপল্লানের সহায়তায় বারাণসীতে, ভগবানের (বুদ্ধের) চংক্রমণ-স্থানে, প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

শ্রাবস্তীর এই লিপিখানিতে পুষ্পবুদ্ধি ও ভিক্ষুবলের কথা উৎকীর্ণ আছে। ক্ষত্রপদ্বয়ের কথা নাই। সে লিপিরও মূল কথা ভিক্ষুবল কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, ছত্র ও ছত্রদণ্ড প্রতিষ্ঠা। সারনাথের পূর্ব্বোক্ত অপর লিপি দুইখানিরও তাৎপর্য্য এইরূপ। নিম্নে শুধু লিপি দুইখানি প্রদত্ত হইল :—

(ক)

(১) ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য বোধিসত্বো প্রতিষ্ঠাপিতো (সহা)
(২) মহাক্ষত্রপেন খরপল্লানেন সহাক্ষত্রপেন বনস্পরেন্

(খ)

(১) মহারাজস্য কনি (ষ্কস্য) সং ৩ হে, ৩ দি ২ (২)

Dowson, J. R. A. S. new series, vol. V. p. 192 Dr. T. Bloch, in J. A. S. B. 1898, p. 274. শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১২ সন, ১৭০—১৭২ পৃষ্ঠা।"

(২) এতয়ে পূর্বয়ে ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিট (কস্য)

(৩) বোধিসত্বো ছত্রযষ্টি চ [প্রতিষ্ঠাপিতো]

মন্তব্য। এই লিপিখানি কনিষ্কের নামযুক্ত নিদর্শনের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহাতে খরপল্লান ও বনস্পর নাম দুইটীর সহিত অনেক তথ্য সংযুক্ত আছে। ছত্রদণ্ডের উল্লেখানুসারে উভয় ব্যক্তিই দান বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং বনস্পর 'ক্ষত্রপ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। মূর্ত্তির লিপিতে খরপল্লনকে 'মহা-ক্ষত্রপ' বলা হইয়াছে। ডাঃ ভোগেল অনুমান করেন যে, এই দুই ক্ষত্রপই ধনাদির ব্যয়মাত্র বহন করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যটী ভিক্ষু কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হয়, সুতরাং বনের দান বলাতে কোন অসঙ্গতি নাই। যদিও শ্রাবস্তী ও সারনাথের মূর্ত্তির শিল্পী এক কিনা সে বিষয়ের মতভেদ আছে, কিন্তু দুই মূর্ত্তির দাতা যে ভিক্ষুবল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ক্ষত্রপদ্বয় বৌদ্ধ ছিলেন এবং মহারাজ কনিষ্কের অধীনস্থ শাসক ছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত শাক রাজত্বের সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ প্রমাণদ্বারা স্থাপন করা যায়। বোধ হয় ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, মহাক্ষত্রপ বনস্পর কনিষ্কের প্রাচ্যভূভাগ শাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পালিলিপি

প্রস্তরের ছত্রোপরি উৎকীর্ণ কুষাণযুগের আর একখানি লিপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার সময় খৃষ্টীয় ২য় অথবা ৩য় শতাব্দী। নিম্নে ইহার পাঠ ও ভাষান্তর প্রদত্ত হইল :—

১। চত্তার-ইমানি ভিখবে অ (f) রয়-সচ্চানি

২। কতমানি [চ] ত্তারি দুখ্খ [ং] দি [ভি] খ্খবে অয়া [রি] য় সচ্চং

৩। দুখ্খ সমুদয়ো অরিয়য় (স) চ্চং দুখ্খ নিরোধো অরিয় সচ্চং

৪। দুখ্খ নিরোধগামিনী [চ] পটিপদা অরি [য়] সচ্চং (১২)

ভাষান্তর।—হে ভিক্ষুগণ, এই চারিটীই আর্য্যসত্য। কোন্ চারিটী? হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ আর্য্যসত্য, দুঃখের উৎপত্তি আর্য্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্য্য-সত্য। দুঃখনিরোধগামিনী গতিও আর্য্যসত্য।

(১২) Sarnath Catalogue, No. D (c) 11.

মন্তব্য। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, লিপিখানিতে প্রাচীন প্রবাদানুসারে বুদ্ধদেব বারাণসীতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই সার সঙ্কলন করা হইয়াছে।(১৩) এইরূপ লিপির সন্ধান সারনাথেই সম্ভবপর; কারণ, ইহার সহিত সারনাথের প্রধান ঘটনার সম্বন্ধ চিরসুবিদিত বিষয়। এ লিপি সম্বন্ধে আরও একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এই লিপির ভাষা পালি। এই ভাষাই একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের হীনযান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোপদেশের ভাষা ছিল। আবার দেখা যাইতেছে, এই লিপির পরবর্ত্তীকালে উত্তর ভারতে পালিভাষায় আর কোন অনুশাসন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ইহা একরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে, কুষাণযুগ পর্য্যন্ত বারাণসীতে পালিভাষায় উপদেশ দিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ১৯০৬-৭ সালের খননে সারনাথে যে ২৫ খানি শিলালিপি উঠিয়াছে, এ লিপিখানি তাহারই অন্যতম। এই লিপিগুলির অধিকাংশই "যে ধর্ম্মাহেতু প্রভবা" ইত্যাদি মন্ত্রেরই পুনরুক্তি অথবা উৎসর্গ লিপি।(১৪)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গুপ্তনরপতিগণ নিজেরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধ-প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি নিয়তই সদয় ছিলেন। তাই বৌদ্ধকেন্দ্র সারনাথে তাঁহাদিগের রাজত্বকালে বহু বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্ব ছিল। শিলালিপি ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে এই সকল সম্প্রদায়ের পরিচয় জানিতে পারা যায়। সারনাথে এইরূপ দুইটী সম্প্রদায়ের দুইখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি চিরবিখ্যাত অশোক-স্তম্ভের গাত্রেই উৎকীর্ণ আছে, অপরখানি "প্রধান মন্দিরে"র দক্ষিণ কক্ষে প্রাপ্ত রেলিংএ খোদিত দেখা গিয়াছে।(১৫)

গুপ্তাধিকারকালের লিপি

প্রথমখানি এইরূপ :—

মূল। "আ [চা] র্য্যনম্ স [ম্মি] তিয়ানাং পরিগ্রহ বাৎসীপুত্রিকানাং

অনুবাদ। বাৎসীপুত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সম্মিতিয়শাখার আচার্য্যগণের উৎসর্গ।

(১৩) প্রথম অধ্যায়ে মহাবগ্‌গ হইতে সমগ্র উপদেশটী প্রদত্ত হইয়াছে।

(১৪) Vide Annual Report of Archaeological Survey for 1906-7, plate XXX.

(১৫) Annual Report 1904—5. p. 68; Ibid, 1907-8 p. 73.

দ্বিতীয়খানি এইরূপ :—

মূল। (ক) আচার্য্যনং সর্ব্বাস্তি বা

(খ) দিনং পরিগ্রাহে

অনুবাদ। সর্ব্বাস্তিবাদি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের উৎসর্গ।

মন্তব্য। এই দুইখানি লিপির 'ন' কার প্রভৃতি অক্ষর দেখিয়া গুপ্তযুগের বলিয়া স্থির করা যায়। ডাঃ ভোগেল প্রথমখানির আলোচনায় লিপির কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।(১৬) এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, ফাহিয়ান এই সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব দেখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ সম্মিতিয়গণ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই সারনাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সম্মিতিয়শাখা বাৎসীপুত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। একথা তিব্বতীয় পুরাণ হইতেও জ্ঞাত হওয়া যায়। দ্বিতীয় লিপিখানিতে সর্ব্বাস্তি-বাদিগণের প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই লিপির পূর্ব্বভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগের। পূর্ব্বের লিপি চাঁচিয়া ফেলিয়া সংস্কৃতভাষায় এইটী লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সর্ব্বাস্তিবাদি সম্প্রদায় আত্মপ্রাধান্য জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রাচীনতর সম্প্রদায়ের উল্লেখ-স্থলে আপনাদিগের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। সে প্রাচীনতর সম্প্রদায়ের পরিচয় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্মিতিয়গণের ন্যায় সর্ব্বাস্তিবাদিগণও স্থবিরবাদের একটী শাখা এবং হীনযান-মতাবলম্বী। নানা প্রমাণ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সারনাথে তাঁহারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই আধিপত্য লাভ করেন।(১৭) সুতরাং সম্মিতিয়-গণ নিশ্চিতই ইহাঁদিগের শক্তিলোপের পরে সারনাথে প্রাধান্য বিস্তার করেন। পুনরায় ইচিঙ্গের কথা হইতে বুঝা যায় যে, ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্ব্বাস্তিবাদি সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠে।

আলোকস্তম্ভের দানদ্যোতক এই যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য লিপি ১৯০৪-৬ সালের খননে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। লিপিখানি একটী আলোক-

(১৬) Epi. Ind, vol VIII. no 17, p. 172

(১৭) Epi. Ind. vol IX, p. 272; ১৯০৭-৮ সালের খননে যে লিপিগুলির উদ্ধার হয় তাহাতে "জগৎসিং" স্তূপের নিকটে প্রাপ্ত একখানি লিপিতে সর্ব্বাস্তিবাদিগণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির কাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। A. S. R. 1907-8 p. XXI.

স্তম্ভের প্রস্তরদণ্ডে উৎকীর্ণ দেখা যায়। অক্ষরানুসারে চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীর বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

মূলের পাঠ।

১। দেয়ধর্ম্মের=যং পরমোপা

২। [স] ক—কীর্ত্তেঃ [মূল-গ] ন্ধকু

৩। [ট্যাং] [প্র] দী [প.........দদ্ধঃ]

তাৎপর্য্য। কীর্ত্তিনামক পরম উপাসকের পবিত্র দান এই প্রদীপ মূলগন্ধকুটীতে স্থাপিত।

মন্তব্য। সারনাথে এই প্রকারের আরও বহু আলোকস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির অধিকাংশস্থলের অক্ষর বিনষ্ট। ভগ্নাংশের এক স্থলের পূরণার্থ ডাঃ ভোগেল "গন্ধকুট্যাং" এইরূপ পাঠ দিয়াছেন। এইরূপ পাদপূরণের নানাবিধ কারণও বর্ত্তমান আছে। সারনাথে প্রাপ্ত অনেকগুলি মৃণ্ময় মোহর ("সীল") হইতে ইহার সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মোহরে সাধারণতঃ চক্র, মৃগচিহ্ন ও নিম্নলিখিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সারনাথ-তালিকায় ইহার সংখ্যা F (d) 5.

লিপির পাঠ। (১) শ্রীসদ্ধর্ম্মচক্রে মূ

(২) ল—গন্ধকুট্যাং ভগ

(৩) বতঃ

অনুবাদ। শ্রীসদ্ধর্ম্মচক্রে ভগবানের মূলগন্ধকুটীতে।

মন্তব্য। লিপির অক্ষর ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীর বর্ণমালার পরিচয় প্রদান করে। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, এক সময়ে সারনাথের নাম ছিল "সদ্ধর্ম্মচক্র বিহার" এই নাম গোবিন্দচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, তাঁহার লিপি হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই নাম যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্মারক, তাহাতে সন্দেহ নাই। "মূল গন্ধকুটী"র অবস্থিতি স্থান লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে অনেক বিবাদ চলিয়াছে। আমরা হুয়েঙ্ সাঙ্ বর্ণিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কক্ষটীকেই "মূল গন্ধকুটী" বলিতে চাই।(১৮) এ বিষয়ের বিশেষ

(১৮) এখন যাহাকে "প্রধান মন্দির" (Main Shrine) বলা হয় তাহাই "মূল গন্ধকুটীর" ধ্বংসাবশেষের উপর পালযুগে রচিত হইয়াছে।

আলোচনা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। গন্ধকুটী নামের অনুবাদে "সুগন্ধ পরিপূর্ণ কক্ষ" এতদ্‌ব্যতীত অন্য কিছু বলিবার উপায় নাই। বুদ্ধদেব স্বয়ং যে কক্ষে অবস্থান করিতেন সেখানে অবশ্যই প্রতিদিন সুবাসিত ধূপ, গুগ্‌গুল প্রভৃতি প্রজ্বালিত এবং সুগন্ধি কুসুমাদি আহৃত হইত। হয়ত এইরূপেই নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। 'মূল' এই বিশেষণপদটির প্রয়োগ থাকাতে অনুমান হয়, এখানে আরও বহুতর গন্ধকুটী বিদ্যমান ছিল।

এতদ্ব্যতীত মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ গুপ্তযুগের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি দেখা যায়। কুমারগুপ্তের লিপির বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কুমারগুপ্তের নবাবিষ্কৃত লিপি এখনও সাধারণে প্রকাশিত না হওয়ায় এ স্থলেও আলোচিত হইতে পারিল না। সারনাথে প্রাপ্ত ভিক্ষু হরিগুপ্তের দান-বিষয়ক লিপি ও গুপ্তবংশীয় নরপতি প্রকটাদিত্যের ভগ্নলিপি ডাঃ ফ্লীটের "Gupta inscriptions" পুস্তকে আছে। অনাবশ্যক বোধে এস্থলে প্রদত্ত হইল না।

গুপ্ত রাজবংশের পরে কোন কোন পাল ভূপতিগণ সারনাথে প্রভাব বিস্তার করেন। এ বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপে আমরা তাঁহাদিগের দুইখানি লিপি সারনাথবিহারে দেখিতে পাই। কালক্রমানুসারে প্রথমখানি এইরূপ :—

প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের লিপি

সা, তা, নং D (f). 59.

মূল পাঠ। "বিশ্বপালঃ॥ দশ চৈত্যাংস্তু যৎ পুণ্যং

কারয়িত্বার্জ্জিতং ময়া (।) সর্ব্বলোকো ভবে

[ত্তেন] সর্ব্বজ্ঞঃ কারুণ্যময়ঃ॥ শ্রীজয়পাল......

এতামুদ্দিশ্যকারিতমামৃত পালে[ন]।

ভাষান্তর। বিশ্বপাল॥ দশটী চৈত্য-নির্ম্মাণ করাইয়া আমার যে পুণ্য অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা ত্রিলোককে সর্ব্বজ্ঞ ও কারুণ্যপূর্ণ করুক। শ্রীজয়পাল ....অমৃতপাল কর্ত্তৃক কারিত।

মন্তব্য। বিশ্বপাল নামের পরবর্ত্তী অংশের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। 'জয়পাল' শব্দের ঠিক পরে একটি শব্দ অদৃশ্য হইয়াছে। জয়পাল বোধহয় পালবংশীয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রথম বিগ্রহপালের পিতা ছিলেন। জয়পালের পিতা বাক্‌পাল নৃপতি ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া সুবিদিত। তাঁহার

সময় খৃষ্টীয় ৮৬১। অক্ষর দেখিয়াও লিপির সময় নবম শতাব্দী বলিয়াই বোধ হয়। দ্বিতীয় লিপিখানি এইরূপ ঃ—

মূল।

(১) ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥

বারান (ণ) শী (সী)-সরস্যাং গুরব-শ্রীবামরাশি-পাদাব্জং
আরাধ্য নমিত ভূপতি শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশং
ই (ঈ) শান-চিত্রঘণ্টাদি-কীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকার [য়ৎ] ॥

(২) সফলীকৃত-পাণ্ডিত্যৌ বোধাব-বিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং ॥
কৃতবন্তৌ চ নবীনামষ্ট মহাস্থান-শৈলগন্ধকূটীং
এতাং শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্ ॥

(৩) সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১

(৪) যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতোহ্যবদৎ

(৫) তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ।

বঙ্গানুবাদ।

(১) সরসী সদৃশ বারণসীধামে, চরণাবনত-নৃপতি মস্তকাবস্থিত-কেশপাশ-সংস্পর্শে শৈবালাকীর্ণ রূপে প্রতিভাত, শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্মের আরাধনা করিয়া,—

(২) গোড়াধিপ মহীপাল [যাঁহাদিগের দ্বারা] ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি শতকীর্ত্তি-রত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন,—

(৩) তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য সফল হইয়াছে,—তাঁহারা সম্বোধি-পথ হইতে বিনিবর্ত্তন করেন নাই। সেই শ্রীমান্ স্থিরপাল ও শ্রীমান্ বসন্তপাল [নামক] অনুজ "ধর্ম্মরাজিকার" ও 'সাঙ্গ ধর্ম্মচক্রের' জীর্ণ সংস্কার এবং

(৪) অষ্ট-মহাস্থানের শিলানির্ম্মিত গন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(৫) যে সকল ধর্ম্ম হেতু হইতে সমুদ্ভূত, তাহাদিগের হেতু কি, তথাগত (বুদ্ধদেব) এইরূপ বলিতেন।

সংবৎ ১০৮৩। ১১ই পৌষ। (১৯)

সারনাথ তালিকায় ইহার নং B (c)।

মহীপাল লিপির পরে কালক্রমানুসারে চেদীবংশোদ্ভূত নৃপতি কর্ণদেবের লিপি সারনাথ মিউজিয়ামে দেখিতে পাই। সংগ্রহ-তালিকায় ইহার নং D (1) 8.।

কর্ণদেবের প্রশস্তি

এই প্রশস্তি খানির সমস্ত অংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নানা ভগ্ন অংশ একত্র করিয়া হুল্‌স সাহেব ইহার একটী পাঠ দিয়াছেন। সে অক্ষরান্তরের মূল্য যৎসামান্য বোধে এক্ষেত্রে শুধু বিষয় গুলিই লিপিবদ্ধ হইতেছে। প্রশস্তিখানির অক্ষর প্রাচীন নাগরী, ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত। ত্রিপুরীর চেদীবংশাবতংস কর্ণদেব ৮১০ কলচুরি-সংবৎ অথবা ১০৫৮ খৃষ্টাব্দের এই লিপির কর্ত্তা। উক্ত সময়ে "সদ্ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন" মহাবিহারে কতিপয় স্থবিরকে আশীর্ব্বচন করান হইয়াছিল। লিপি হইতে জানা যায় যে মহাযান-মতাবলম্বী ধনেশ্বরের পত্নী মামকা অষ্টসাহস্রিকার (প্রজ্ঞাপারমিতা) প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং ভিক্ষু সম্প্রদায়কে কোন পদার্থ দান করেন।

এই ষড়বিংশতি শ্লোকযুক্ত সুবৃহৎ প্রশস্তি খানি স্যার মার্সাল কর্তৃক ১৯০৮ সালে ধামেক স্তূপের সন্নিধানে আবিষ্কৃত হয়। ইহার পাঠাদি সুস্পষ্ট রূপে

কুমর দেবীর প্রশস্তি

প্রকাশিত হইয়াছে।(২০) বাহুল্য ভয়ে, আমরা এস্থলে পাঠাদি না দিয়া শুধু লিপির বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াই নিরস্ত থাকিব। এ লিপির ভাষা সুললিত সংস্কৃত, অক্ষর প্রাচীন

(১৯) এই লিপিখানি পাঁচবার প্রকাশিত এবং বহুবার বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সর্ব্বশেষে বঙ্গানুবাদ সহ ইহা সম্পাদন করিয়াছেন, "গৌড় লেখমালা" পৃ ১০৪—১০৯। আমরা তাঁহারই অনুবাদ গ্রহণ করিলাম। এই সঙ্গে বিশেষ আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট ও নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। Asiatic Researches vol. V. p. 131. & vol x (1808) pp. 129-133. A. S. R. vol III p. 114 sq. & vol XI p. 182; Hultzsch 23 ch. Ind. Ant. vol XIV, p. 139 sq. A. S. R. 1903-4 p. 221. J. A. S. B (new series) vol II, No. 9, p. 447. I. A. xiv, 139, J. A. S. B. vxi 77; Bendall Cat. Buddh. skt. Mss. Int. ii p. 100.

(২০) Ep. Indica vol IX, pp. 319 JJ. Catalogue No. D (1) 9.

নাগরী। বিষয়—কান্যকুব্জাধীশ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী কর্ত্তৃক "সদ্ধর্ম্ম-চক্রবিহারে" বা সারনাথে একটী বিহার নির্ম্মাণ। গোবিন্দচন্দ্রের অন্যান্য লিপির সহিত তুলনা করিয়া এই লিপির সময় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। ইহাতে বসুধারা ও চন্দ্রকে নমস্কার করিবার পর কুমরদেবী ও গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলি প্রদত্ত হইয়াছে। দুষ্ট তুরস্ক-সেনা হইতে বারাণসীকে রক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দচন্দ্র বিষ্ণুর অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুমরদেবী ও শঙ্করদেবী দেবরক্ষিতের কন্যা বলিয়া উল্লিখিত। শঙ্করদেবীর পিতা মহন বা মথন গৌড়-নৃপতি রামপালের সম্পর্কে মাতুল হইতেন। সুতরাং কুমরদেবী মথনদেবের দৌহিত্রী ছিলেন। প্রশস্তির একবিংশ শ্লোকে আছে যে কুমরদেবী ধর্ম্মচক্রে (সারনাথে) একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন। দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে উক্ত রাজ্ঞী শ্রীধর্ম্মচক্র জিনের উপদেশ সম্পর্কিত একটী তাম্রপট্ট প্রস্তুত করাইয়া পট্টলিকাগণের অগ্রণী জম্বুকীকে দান করিয়াছিলেন এবং তৎপর তিনি ধর্ম্মাশোকের সময়ের শ্রীধর্ম্মচক্রজিন মূর্ত্তির পুনঃ সংস্কার করেন। অতঃপর প্রশস্তিতে আবার বিহার নির্ম্মাণের কথা বলা হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কয়েকটী বিষয় লিপি হইতে পাওয়া যাইতেছে; (ক) কুমরদেবী ও গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলি, (খ) সারনাথে ধর্ম্মচক্রজিন নামে পরিচিত বুদ্ধের একটী অতি প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল, (গ) তাঁহার মন্দির "ধর্ম্মচক্র জিন-বিহার" নামে কথিত হইত। এটি সম্ভবতঃ একটী গন্ধকূটীই ছিল। (ঘ) উল্লিখিত তাম্রপট্টখানিতে বোধ হয় ভগবান্ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বারাণসীতে প্রদত্ত উপদেশ লিপিবদ্ধ ছিল অথবা সেই উপদেশানুসারেই ইহা লিখিত হইয়াছিল। যাহা হউক সে কৌতূহলপূর্ণ তাম্রপট্ট খানির সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মোগল-সম্রাট হুমায়ূন একবার সারনাথে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৫৮৮ সালে এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে আকবর একখানি প্রস্তর-লিপি সারনাথে স্থাপিত করেন। তাহার ভাষা ফার্‌সি। অনুবাদ—এইরূপ "সপ্তদেশের ভূপাল, স্বর্গবাসী হুমায়ূন একদিন এই স্থানে আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং ইহা দ্বারা সূর্য্যের জ্যোতিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পুত্র ও দীন ভৃত্য আকবর আকাশস্পর্শী

আকবরের লিপি

একটী উচ্চসৌধ নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। ৯৯৬ হিজিরীতে তদনুসারে এই সুন্দর সৌধটী নির্ম্মিত হয়।" এই সৌধই বর্ত্তমানে "চৌখাণ্ডী" স্তূপের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই এই লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

সারনাথের বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ

আমরা এই অধ্যায়ে সারনাথ-দর্শকের সুবিধার জন্য প্রধান প্রধান ধ্বংসাবশেষগুলির স্থূলভাবে বর্ণনা করিব। সারনাথযাত্রী কোন্ কোন্ স্থান কি কি ভাবে দেখিবেন তাহারই আভাস দেওয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য স্থানগুলির ঐতিহাসিক তথ্যও প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

সারনাথের পথে

বারাণসী সহর হইতে সারনাথ দুইভাবে পৌঁছিতে পারা যায়। এক "বি, এন্, ডব্লিউ, আর" লাইনের ট্রেণে উঠিয়া সারনাথ নামক ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক অর্দ্ধমাইল পদব্রজে যাইতে হয়। অথবা, সুবিধামত এক্কাগাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া একেবারে তৎস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। গাড়ীতে যাওয়াই সুবিধাজনক। গাড়ীতে রওনা হইয়া সিক্‌রোলের পথে বরুণা নদীর পুল পার হইয়া কিয়দ্দূর পূর্ব্বদিকের নির্জ্জন পথে অগ্রসর হইলে দর্শকগণ এক অনিবিড় আম্রবনের শ্রেণী দেখিতে পাইবেন। এই আম্রবৃক্ষগুলি দেখিয়া পূর্ব্বকালের "মৃগদাবের" কথা মনে পড়িয়া যায়। তৎপর কিছু দূর যাইয়া পূর্ব্বপথ ছাড়িয়া উত্তর পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই পথে অল্প সময় চলিলেই রাস্তার বামপার্শ্বে সুবৃহৎ "চৌখাণ্ডী" নামক স্তূপ নয়ন-গোচর হইবে।

চৌখাণ্ডী স্তূপ

এই স্তূপটীর নিম্নাংশ দেখিলে একটী মাটীর "ঢিবি" ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাহার উপরিভাগে ইষ্টকনির্ম্মিত অষ্টকোণ একটী গৃহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার প্রচলিত নাম "চৌখাণ্ডী" কেন হইল, ভাল বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, ইহা অষ্টকোণবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রচিত। সম্রাট আকবর ১৫৮৮ সালে তদীয় পিতা হুমায়ুন বাদশাহের সারনাথে আগমন ব্যাপার চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই গৃহটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই মর্ম্মের একখানি ফারসী লিপিও ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। সে বিষয়ের আলোচনা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে

প্রদত্ত হইয়াছে। চৌখাণ্ডীর মৃণ্ময় নিম্নাংশটী অতি প্রাচীন বৌদ্ধযুগের। বিগত ১৮৩৫ সালে কানিংহাম সাহেব অষ্টকোণ গৃহের নিম্নদেশে কূপ খনন করাইয়া উল্লেখ-যোগ্য কিছু না পাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে ইহা হয়েঙ্ সাঙ্ বর্ণিত একটী স্তূপ মাত্র। এই স্তূপের সন্নিধানেই বুদ্ধদেব প্রথমে পঞ্চজন শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মার্সাল সাহেবও এই মত অনুমোদন করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে সারনাথের অভিনব অনুসন্ধানকারী মিঃ ওরটেল স্তূপের উত্তরভাগ খনন করাইয়া প্রাচীন যুগের বহু নিদর্শনাদি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। স্তূপের অলিন্দের বহিঃপ্রাচীরে মূর্ত্তি রাখিবার জন্য বহু কুলঙ্গী আছে। ওরটেলের মতে সমগ্র স্তূপটী ২০০ ফিট্ উচ্চ ছিল। বর্ত্তমানে কিন্তু ইষ্টকচূড়াসহ সমগ্র স্তূপটী ৮২ ফিট মাত্র হইবে। চূড়ার উপরে উঠিলে চতুঃপার্শ্বস্থ বহুদূর-দূরান্তরের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরদিকে "ধামেক স্তূপ" দক্ষিণদিকে দূরে "বেণীমাধবের ধ্বজা" প্রভৃতি সুন্দররূপে নয়নগোচর হয়।

অতঃপর আবার গাড়ীতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একেবারে নিজ সারনাথের বিরাট্ স্তূপক্ষেত্রে পৌছান যাইবে। রাস্তার ডানদিকে যে বৃহৎ মিউজিয়ম গৃহটী নয়নগোচর হইবে তাহা পূর্ব্বে না দেখিয়া প্রথমে সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের নির্দ্দিষ্ট পথেই চলা শ্রেয়স্কর।

সারনাথের নিখাত স্থান

"Starting point" চিহ্নিত সাইন বোর্ডের পাশের রাস্তা ধরিয়া একটু অগ্রসর হইলেই বামদিকে চক্রাকার একটী নিখাত স্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন,—"জগৎ সিং" স্তূপ। এই স্থানে পূর্ব্বে একটী প্রকাণ্ড ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ ছিল। শুধু ইষ্টক-সংগ্রহের লোভে দেওয়ান জগৎসিং ১৭৯৪ সালে পরিত্যক্ত অনাদৃত এই স্তূপটী ভাঙ্গিয়া কাশী সহরে লইয়া যান। ইহার অন্তর্ভাগে একটী সুন্দর মর্ম্মরাধারও বাহির হইয়াছিল। তাহার আবরণটী এখন কলিকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। মার্সাল সাহেব ১৯০৮ সালে খনন ও পরীক্ষার দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মূল স্তূপটী অশোক সময়ের ও উহার সাতবার সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছে। এটী যে অশোক নির্ম্মিত "ধর্ম্মরাজিকা" তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার সর্ব্বশেষ সংস্কার "প্রধান গৃহ" (Main shrine) এর সহিত একাদশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষ আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য। "জগৎ

সিংহ" স্তূপের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এগুলি বৌদ্ধ পর্য্যটকগণকর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

জগৎ সিং স্তূপ ছাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট পথে কিছু অগ্রসর হইলেই ইহার উত্তর দিকে সম্মুখেই "প্রধান গৃহ" (Main shrine) পরিদৃষ্ট হইবে। এই সুবৃহৎ

প্রধান গৃহ ও অশোকস্তম্ভ

গৃহবাটীর মধ্যভাগ সমচতুষ্কোণ ৬৪ ফিট্ পরিমাণ। ইহার চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। দক্ষিণের কক্ষটিতে অশোককালীন একটি সুমসৃণ প্রস্তর-বেষ্টনী (Railing) দেখিতে পাওয়া যায়। এটী একখানি আস্ত পাথরেই রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা এক সময়ে অশোক-স্তম্ভকে বেষ্টন করিয়াছিল। "প্রধান গৃহের" প্রাচীরগুলির ঘনত্ব দেখিয়া প্রধান গৃহের অত্যুচ্চতার অনুমান হইতে পারে। পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য। ইহা স্থির যে প্রধান কক্ষের সম্মুখ-ভাগ পূর্ব্বাভিমুখেই ছিল। পূর্ব্বদিকেই বহুবিস্তৃত প্রস্তর-নির্ম্মিত অঙ্গন ও অলিন্দ লক্ষিত হইয়া থাকে। "প্রধান গৃহটীর" যে ভাগ পাওয়া যাইতেছে তাহার নির্ম্মাণকাল বোধ হয় ১১শ শতাব্দী। প্রত্নতত্ত্ববিভাগও ইহা স্বীকার করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস যে, এটী পালবংশীয় নরপতি মহীপাল কর্ত্তৃক "শৈলগন্ধকুটী" রূপে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহটী আর একটী বৃহত্তর গৃহতলের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই বৃহত্তর গৃহটীর কথাই হুয়েংসাঙের কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। এই গৃহেরই ভূমিতে এক দিন ভগবান্ বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। খনন-ফলের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করা যায় যে প্রধান গৃহের নিম্নদেশে প্রাচীনতর একটী গৃহ ছিল এবং অশোক রেলিং এর মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র স্তূপটী সেই গৃহেরই অন্তর্গত ছিল। ভবিষ্যৎ খননে এ সকল বিষয় আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। "প্রধান গৃহের" চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু যুগের কক্ষ, স্তূপাদি দৃষ্টিগোচর হইবে। "প্রধান গৃহে"র পশ্চিমদিকে আচ্ছাদনতলে অশোকস্তম্ভের ভগ্ন নিম্নাংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঊর্দ্ধাংশের ভগ্নাংশগুলি "প্রধান গৃহে"র উত্তর-পশ্চিম কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই স্তম্ভের মসৃণতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই অংশগুলি ও স্তম্ভের সিংহলাঞ্ছিত শীর্ষদেশ প্রধান গৃহের পশ্চিম দিকে পৃথক্ভাবে পাওয়া গিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর



ধামেক-স্তূপ

মুসলমান আক্রমণে এ সমস্তই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। স্তম্ভ-শীর্ষটী অধুনা মিউজিয়ামে স্থাপিত হইয়াছে। স্তম্ভের নিম্নাংশের গাত্রে যে অশোকলিপি দৃষ্ট হইবে তাহা এই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই বার এস্থান পরিত্যাগ করিয়া আঁকা বাঁকা, উচুঁ নিচু রাস্তা ধরিয়া, "প্রধান গৃহে"র উত্তর দিক্ দিয়া উত্তর-পূর্ব্বে অগ্রসর হইতে হইবে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানা ভগ্ন কক্ষ, বাসগৃহ ও স্তূপাদির চিহ্ন যথাভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সকল

ভগ্নবিহার ভূমি

স্থানেই মিউজিয়াম রক্ষিত বহু মূর্ত্তি, স্তম্ভাদি খনন সময়ে ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অল্প দূরেই দেখা যাইবে "সাইন বোর্ডে" লিখিত আছে "To Monastery Area"। ইহারই সমস্ত উত্তর ভাগে ভগ্নাবস্থায় চারিটী পৃথক্ পৃথক্ বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ গুলিতে এক কালে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বাস করিতেন। প্রথম বিহারটীতে তাঁহাদিগের নানা কক্ষাদি এমন কি একটী জলকূপও দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বিহারের জল-নিষ্কাশনের জন্য ড্রেণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। ভিটার ভগ্নাবশেষের মধ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থার পরিচয় লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই ড্রেণটী পশ্চিমের পুষ্করিণীতে পতিত হইয়াছে। প্রথম বিহারের পশ্চিমে দ্বিতীয় বিহার ও পূর্ব্বে তৃতীয় বিহার অবস্থিত। তৃতীয় বিহারের স্থান সমতল ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে। তথাপি একই রাস্তা ধরিয়া চলিলে সহজেই তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারা যায়। এখানেও ভিক্ষু ভিক্ষুণীর বাসগৃহের চিহ্ন বর্ত্তমান। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্বারেরও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়। অতঃপর ধীরে ধীরে উচ্চ ভূমিতে পূর্ব্বদিকে চলিলে চতুর্থ বিহারে পদার্পণ করা যাইবে। ইহাও কিঞ্চিৎ নিম্ন-ভূমিতে অবস্থিত। এ স্থান পরিদর্শনপূর্ব্বক রাস্তা ধরিয়া একটী তোরণ প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ দিকে কিছুদূর যাইলেই সুবৃহৎ "ধামেক স্তূপে"র নিকটে উপস্থিত হওয়া যাইবে।

"ধামেক" স্তূপটী আধুনিক খননের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। "ধামেক" শব্দটী ডাঃ ভিনিসের মতে সংস্কৃত "ধর্ম্মেক্ষা" (Pondering of the land) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্তূপটী দূর হইতে দেখিলে ঠিক একটী শিবলিঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। কে

ধামেক স্তূপ

বলিতে পারে— মহাযানীয় বৌদ্ধগণ শিবলিঙ্গেরই আদর্শে স্তূপাদি নির্ম্মাণ করিতেন কিনা ? সমস্ত স্তূপটী একেবারে নিরেট, মধ্যে ফাঁক মাত্র নাই। উচ্চতায় ১০৪ ফিট্ হইবে, নিম্নদেশের ব্যাস ৯৩ ফিট্। স্তূপের নিম্নভাগ প্রায় ৩৭ ফিট্ পর্য্যন্ত লৌহকীলক দ্বারা দৃঢ় প্রস্তরে রচিত হইয়াছে। উর্দ্ধাংশের সমস্ত গাঁথুনী ইষ্টকের নিম্নের অংশে আটটী বড় বড় কুলঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। এই কুলঙ্গীগুলিতে পূর্ব্বে এক একটী মূর্ত্তি শোভা পাইত। এখন শুধু তাহার পাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। স্তূপের আরও নীচের অংশে জ্যামিতির ন্যায় নানা নক্সা, কারুকার্য্য বেড়িয়া আছে। এই শিলাগুলি বিশুদ্ধ রুচির পরিচয় প্রদান করে। রাজহংস, ভেক, ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্যের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া পদ্মও রহিয়াছে। স্তূপের পশ্চিমদিকের সুচারু নক্সা ভারতের যে কোন প্রাচীরের তক্ষণশিল্পের সহিত শ্রেষ্ঠতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ। সাহেবগণও ইহার শত মুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন (১)। সিংহলের শিল্পীগণ free hand নামক অঙ্কনে যে শিল্পরীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, এই নক্সাতেও সেই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ অনুমান করেন যে "ধামেক" স্তূপের এই অংশের শিল্পী সিংহলের পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছে। সাদৃশ্য দেখিয়া কে যে কাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা স্থির করা সহজ কার্য্য নহে। তবে পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই গ্রহণ করিবার বিষয় মাত্র। শিল্প-প্রণালীর প্রমাণে এই সকল তক্ষণ-চিত্র খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর বলিয়া স্থির করা যায়। সম্ভবতঃ সেই সময়েই স্তূপটীও নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ সালে কানিংহাম সাহেব ইহার অভ্যন্তরে একটী কূপ খনন করাইয়া ৭ম শতাব্দীর একখানি লিপিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই খননে কিন্তু একেবারে স্তূপের ভিত্তি-ভূমিতে খৃঃ পূঃ ২য় ৩য় শতাব্দীর ইষ্টকের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ ইষ্টকের গাঁথুনী দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীনতর মূলস্তূপের চারিদিকে ক্রমে ক্রমে নানা সংস্কার কার্য্যের প্রলেপ পড়িয়াছিল।

(1) "The intricate scroll-work on the western face is one of the most successful example of the decoration of a large wall surface to be found in India × ×."
Smith's "A History of Fine Art in India and Ceylon." p. 168

এইবার "ধামেক" স্তূপের স্থান হইতে পশ্চিম দিকে ফিরিয়া আসিলে একটু উচ্চ ভূমিতে ইতস্ততঃ পাতিত মূর্ত্তি সমূহে পরিপূর্ণ একটী খোলা গৃহ দৃষ্ট হইবে।

অস্থায়ী মিউজিয়াম

যখন মিঃ ওরটেল খনন চালাইতেছিলেন তখন আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি রক্ষা করিবার জন্য এইটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে এখনও কতকগুলি বর্ষাতপে মলিন মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তন্মধ্যে নবগ্রহের মূর্ত্তি, যমুনার মূর্ত্তি ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য।

এস্থান হইতে দক্ষিণে আসিয়া সুবৃহৎ মিউজিয়াম গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। মিউজিয়ামের মধ্যকক্ষটীতে প্রথমে প্রবেশ করিলে সুপ্রাচীন যুগের

বর্ত্তমান মিউজিয়াম

মূর্ত্তি ও শিলা নিদর্শন লক্ষ্য করা যাইবে। কক্ষের মধ্যভাগেই অশোকস্তম্ভের সিংহসমন্বিত অপূর্ব্ব শীর্ষ-ভাগটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহার বামপার্শ্বে কনিষ্ককালীন লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি বর্ত্তমান। উত্তর দিকের দেওয়ালে সংযুক্ত অষ্টভূজ মহাবীর মূর্ত্তি, পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে সংযুক্ত ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তননিরত অপূর্ব্ব বুদ্ধমূর্ত্তি। এ কক্ষের সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া দক্ষিণের কক্ষে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, তারা মূর্ত্তি, মারীচি মূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইবে। তাহার ও দক্ষিণের কামরায় চিত্রফলক, স্তম্ভশীর্ষ, ক্ষুদ্রস্তূপ প্রভৃতি দৃষ্ট হইবে। চিত্রফলকে বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে। এইবার এই সকল কক্ষ হইতে ফিরিয়া মিউজিয়ামের পশ্চিম দিকের বারান্দায় আসিলে সুবৃহৎ প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যাইবে। তৎপর মিউজিয়ামের উত্তরের কক্ষে আসিয়া মৃন্নির্ম্মিত কলস, নানা পাত্র, লিপিযুক্ত ইষ্টক প্রভৃতি সেকালের ঘরকন্নার সামগ্রী লক্ষিত হইবে। এ সমস্ত প্রধান প্রধান আবিষ্কৃত দ্রব্যের বিবরণ ৭ম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট (ক)।

মুদ্রাগুলি বৌদ্ধ-মূর্ত্তিতত্ত্বের একটী প্রধান ও জ্ঞাতব্য বিষয়। (A. Foucher, Iconographie bouddhique, paris, 1900, p 68&)

অভয়-মুদ্রা—(অভয়দান) আশ্রয়দানের আকৃতি। এই অবস্থায় মূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত উত্তোলিত থাকে। করের সম্মুখভাগ প্রদর্শিত হয়। বামহস্ত উর্দ্ধভাগের ("সংঘাটী") বস্ত্রধারণে বিন্যস্ত থাকিবার নিয়ম। দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট উভয়বিধ মূর্ত্তিতেই এই মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। কুষাণযুগের মূর্ত্তিতে বিশেষভাবে এই মুদ্রার ব্যবহার লক্ষিত হয়। see B (a)। কনিষ্ককালীন বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি।

বরদমুদ্রা—বর-প্রদানকালীন আকার। এই মুদ্রার একমাত্র লক্ষণ এই যে, মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত সম্মুখ প্রসারিত করে নিম্নের দিকে ঝুলিয়া থাকিবে। কেবলমাত্র দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতেই এই মুদ্রাটী পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুর নিকট এ মুদ্রা আর বুঝাইতে হয় না। কারণ অধিকাংশ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি এই মুদ্রায় নির্ম্মিত।

ধ্যান-মুদ্রা—এই আকৃতিতে মূর্ত্তির উভয় কর উপর্য্যুপরি ক্রোড়দেশে ন্যস্ত থাকে। উপবিষ্ট মূর্ত্তিতেই এই মুদ্রা লক্ষ্য করা যায়।

ভূমিস্পর্শ মুদ্রা—এই আকারের সহিত বৌদ্ধ পুরাণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যখন বুদ্ধদেব মারকর্তৃক নানাভাবে আক্রান্ত হন, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের সাক্ষ্য দিবার জন্য বসুমতীকে আহ্বান করেন। এই মুদ্রায় বুদ্ধদেবের হস্ত ভূমিস্পর্শ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বসুমতীদেবী আবির্ভূতা হইতেছেন। মারের পরাজয় হইবামাত্র বুদ্ধদেব সম্বোধি লাভ করেন। সেই কারণে, বুদ্ধদেবের সম্বোধি বুঝাইতে এই মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মূর্ত্তিটীও এই মুদ্রায় রচিত, দেখা যায়। Sarnath B (b) 175, B (c) 2,। ভূমিস্পর্শ মুদ্রারই অপর নাম **বজ্রাসন**। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীতে ইহার এইরূপ লক্ষণ আছে।—

"উচ্চৈঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্তেৎ কৃত্বা প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী।

করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসন মনুত্তমং॥"

ধর্ম্মচক্র মুদ্রা—মূর্ত্তির উভয় হস্ত বক্ষের উপর স্থাপিত। দক্ষিণ করের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি সংযুক্ত হইয়া বামকরের মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা পৃষ্ট হয়। এই মুদ্রায় বুদ্ধমূর্ত্তি উপবিষ্ট। মুদ্রাটী সারনাথে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের নির্দ্দেশকরূপে পরিচিত রহিয়াছে। see fig. B (b) 181. শ্রাবস্তীতেও বুদ্ধদেব যখন অলৌকিকতা প্রদর্শন জন্য একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করেন তখন এই মুদ্রাতেই উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট (খ)

সারনাথের ঐতিহাসিক নিদর্শনত্রয়ের ভৌগলিক-পরিচয়।

সারনাথের তিনটী প্রত্ন-নিদর্শনের অভিজ্ঞান-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানা মতের অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। এ পর্য্যন্ত কোন স্থির মীমাংসার অভাবে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ের আলোচনায় কেবলমাত্র সংশয়াকুলতাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য এই সমস্যার পুনরালোচনায়প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। স্থির-মীমাংসায় উপনীত না হইতে পারিলেও যদি কোন নূতন দিক্ প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলেও ভবিষ্যৎ আলোচনায় সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। প্রথমতঃ এই নিদর্শনত্রয় বুঝিয়া সমস্যাটী বুঝা যাউক। সারনাথের খনন-ফলে তিনটী ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। (১) অশোকস্তম্ভ (২) জগৎসিং স্তূপ (৩) প্রধান গৃহ (Main shrine)। এই তিনটী নিদর্শনের দুইটী প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। (১) হুয়েঙ্‌সাঙের বিবরণ (২) মহীপাল-লিপির বিবরণ। হুয়েঙ্‌সাঙের বিবরণে এই নিদর্শনত্রয় অবিকৃত অবস্থায় বর্ণিত হইয়াছে। মহীপালের লিপিতে এই তিনটীর ভগ্নাবস্থায় সংস্কার-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে হুয়েঙসাং বর্ণিত নিদর্শনত্রয়ের সহিত নবাবিষ্কৃত নিদর্শনত্রয়ের সমীকরণ চেষ্টায় একটী জটিল সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে। হুয়েঙ্-সাঙের কাহিনীর সহিত মহীপাল-লিপির একবাক্যতা করিয়া বর্ত্তমান নিদর্শন-ত্রয়ের সহিত একবাক্যতা করিতে কেহই প্রয়াস পান নাই। দেখা যাউক, এরূপ সমীকরণ (equation) সম্ভবপর হয় কি না।

যখন দেখা যাইতেছে হুয়েঙ্‌সাঙ্ বর্ণিত নিদর্শনগুলি এখনও পাওয়া যাইতেছে তখন মহীপালের সারনাথের বিস্তৃত জীর্ণসংস্কারকালেও যে সেগুলি বর্ত্তমান ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সর্ব্বাগ্রে হুয়েঙ্‌সাঙের সারনাথ-কাহিনীর প্রয়োজনীয় অংশগুলি বুঝা যাউক।

হুয়েঙ্‌সাঙ্ লিখিয়াছেন," × × × বরণা নদীর উত্তরপূর্ব্বে ১০ লি দূরে লুয়ে (মৃগদাব) সঙ্ঘারাম অবস্থিত, ইহা আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রাচীরবেষ্টিত, এইস্থলে হীনযান সমিতির মতাবলম্বী পঞ্চদশ শত ভিক্ষু বাস করেন। প্রাচীর

বেষ্টনের মধ্যে ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী বিহার আছে। এই বিহারের ভিত্তি ও সোপানাবলী প্রস্তরনির্ম্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। × × × বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজা অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী প্রস্তর-স্তূপ আছে, ইহার ভিত্তি ভূমগ্ন হইলেও ইহা অদ্যাপি ১০০ ফিট্ উচ্চ আছে, ইহার সম্মুখে ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভের প্রস্তর স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল ... ...। এইস্থলেই বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।(১)

এক্ষণে হুয়েঙ্ সাঙ্ বর্ণিত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সহিত আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির একত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, তিনি প্রথমতঃ সারনাথের সমগ্র অষ্টধা বিভক্ত মহাবিহারের মধ্যে পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবেশ করিয়া হীনযানীয় ভিক্ষুগণকে দেখিতে পান। পূর্ব্বদিক হইতে ২০০ ফিট্ উচ্চ মূল বিহারে প্রবেশ করেন। এই বিহারের স্থানেই পালরাজত্বে অধুনা-কথিত প্রধান গৃহ (Shrine) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রধান বিহারটী যে পূর্ব্বমুখী ছিল তাহা দেখিলেই উপলব্ধি করা যায়। হুয়েঙ্ সাঙ্ এই গৃহটীকে নিজের দক্ষিণ দিকে রাখিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি অশোকনির্ম্মিত প্রস্তর-স্তূপের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এই স্তূপটী বর্ত্তমানে "জগৎ সিং" স্তূপ নামে অভিহিত হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণও এই কথা স্থির করিয়াছেন। সার জন্ মার্শালও "জগৎ সিংহ" স্তূপ যে অশোককালীন তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।(২) অতঃপর চীনদেশীয় পর্য্যাটক এই স্তূপটীকে তাঁহার দক্ষিণে রাখিয়া ঠিক উত্তর দিকে স্ফটিকবৎ উজ্জ্বল অশোকস্তম্ভ অবলোকন করিয়াছিলেন। অশোকস্তম্ভ এখনও "জগৎ সিংহ" স্তূপের উত্তরে বা প্রধান গৃহের পশ্চিমে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সার জন্ মার্শাল হুয়েঙ্ সাঙের উক্তি অনুসারে "স্তম্ভটী স্তূপের সম্মুখে" কি করিয়া হইতে পারে তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।"

(১) Beal's Buddhist Record of the western world Vol II- p, 45,
Watter's "on Yuan chwang's travels" Vol II,, p. 50
Beal's "Life of Hiuen-Tsiang" p. 99, ইহাতে বিহারটী ১৩৪ ফিট্ উচ্চ লিখিত হইয়াছে।

(২) Guide to the Buddhist Ruins of Sarnath by D. R, Sahni Esq. M. A. p. 9.

"Again, if this is the column referred to by Hiuen Tsiang, where is the stupar in front of which" it stood ?" মহামান্য মার্শাল সাহেব বর্ত্তমান অশোকস্তম্ভ ও হুয়েঙ্ সাঙ্ বর্ণিত স্তম্ভ যে অভিন্ন তাহা স্বীকার করেন না। ডাঃ ভোগেল তাঁহার প্রায় সমস্ত আপত্তিগুলির খণ্ডন করিয়াছেন। (১) আশ্চর্য্যের বিষয়, সুপ্রসিদ্ধ ভিন্‌সেন্ট্ স্মিথও বর্ত্তমান স্তম্ভই যে হুয়েঙ্ সাঙ্ বর্ণিত স্তম্ভ তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—"only two of the ten inscribed pillars known namely those at Rammindei and Sarnath, can be identified certainly with monuments noticed by Hiuen-Tsang"—(২)। প্রকৃতপ্রস্তাবে হুয়েঙ্ সাঙ্ বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান অশোকস্তম্ভের বর্ণনার সর্ব্বাংশেই মিল হয়।

চৈনিক পরিব্রাজকের সারনাথ-পরিভ্রমণের বহু বৎসর পরে ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সারনাথের জীর্ণ-সংস্কারসূচক মহীপালের একখানি লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহার বর্ণনা হইতে আলোচ্য তিনটী প্রাত্ননিদর্শনের অনেক তথ্য বুঝিতে পারা যায়।

লিপিতে আছে—× ×

"তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্ণবং
কৃতবন্তৌ চ নবীনামষ্ট মহাস্থান শৈল গন্ধকুটীং।"(৩)

অর্থাৎ তাঁহারা (স্থিরপাল ও বসন্তপাল) "ধর্ম্মরাজিকার" ও "সাঙ্গ ধর্ম্ম-চক্রের" জীর্ণসংস্কার এবং অষ্টমহাস্থানশৈলগন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এইবার হুয়েঙ্ সাঙ্ বর্ণনার সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া "ধর্ম্মরাজিকা" কি "ধর্ম্মচক্র" কি, "অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধকুটী" কি বুঝিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজিকা—ডাঃ ভোগেল বর্ত্তমান ধামেকস্তূপকে ধর্ম্মরাজিকা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ ভিনিসের "ধামেক" শব্দের "ধর্ম্মেক্ষা" ব্যুৎপত্তি প্রকাশের পর হইতে ডাঃ ভোগেল পূর্ব্ব অনুমান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(১) Introduction to the Sarnath Museum Catalogue p. 6.
(২) Asoka (Second Edition) p. 124.
(৩) সারনাথের ইতিহাস ১১০ পৃঃ, ৪২ পৃঃ

ধামেক স্তূপটী গুপ্তযুগের', অশোকযুগের নহে। ধর্ম্মরাজিকা শব্দটী অশোক-স্তূপকে বুঝাইয়া থাকে।(১) "জগৎসিংহ" স্তূপটী যে অশোককালীন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। অতএব "ধর্ম্মরাজিকা" শব্দে "জগৎসিংহ" স্তূপকেই বুঝাইতেছে। ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বিবরণ হইতে জানা যায় যে যেস্থলে পঞ্চ-বর্গীয়গণ বুদ্ধদেবকে অভিবাদন করেন, সেস্থলে তিনি একটী স্তূপ দেখিয়াছিলেন এবং তাহারই উত্তরে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের বিখ্যাত স্থান অবস্থিত ছিল।(২) এই স্তূপই ধর্ম্মরাজিকা" বা "জগৎসিংহ" স্তূপ।

ধর্ম্মচক্র—মহীপাল-লিপিতে "সাঙ্গ ধর্ম্মচক্র" উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ ভোগেল "সাঙ্গ" শব্দের "সমগ্র" (Complete) অর্থ করিয়াছেন। ডাঃ ভিনিসও এই মত অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন। "সাঙ্গ" শব্দের এই অর্থ বিচারসহ কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। "সাঙ্গ বেদ" বলিতে ষড়ঙ্গ বেদ বুঝায়। তেমনি "সাঙ্গ ধর্ম্মচক্র" বলিতে বিবিধ অঙ্গের সহিত বর্ত্তমান ধর্ম্মচক্র বুঝায় বলিয়া মনে হয়। এখন বুঝিতে হইবে "ধর্ম্মচক্র" বলিতে কি বুঝাইতেছে। বুদ্ধদেব সার-নাথে "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" করায় দেখা যাইতেছে, পরবর্ত্তিকালে "ধর্ম্মচক্র" চিহ্ন—চক্রের চিহ্ন "ধর্ম্মচক্র" মুদ্রা এমন কি সারনাথ-বিহারকে পর্য্যন্ত "ধর্ম্মচক্র"-বিহার বলা হইত।(৩) সারনাথের একটী মৃণ্ময় মোহরের উপর খোদিত আছে "শ্রীসদ্ধর্মচক্রে শ্রীমূলগন্ধকুটাং ভগবতো"।(৪) ইহা হইতেও বুঝা যায় সমগ্র বিহারটীকে "সদ্ধর্ম্মচক্র" বলা হইত ও তাহার মধ্যস্থিত একটী কুটীকে মূলগন্ধকুটী (main shrine) বলা হইত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, নানা অংশের সহিত বর্ত্তমান সমগ্র সঙ্ঘারামটী "সাঙ্গ ধর্ম্মচক্র" নামে কথিত হইয়াছে। আবার ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে অশোকস্তম্ভের উপরিভাগে যে একটী "ধর্ম্মচক্র" চিহ্ন ছিল, যাহা এখনও

(১) "84,00• Dharmarajikas built by Asoka Dharmaraja, as stated by Divyavadana (Ed. cowell V N cil, p. 379) quoted by Foucher. I con. Bouddhique p. 55 n.) In the Ms. miniature.

(২) The Pilgrimage of Fa-hien (Trans. by J. W. Laidlay) p. 307-08.

(৩) কুমরদেবীর প্রশস্তিতে সারনাথকে "সদ্ধর্ম্মচক্রবিহার" বলা হইয়াছে। সারনাথের ইতিহাস, ১১২পৃঃ।

(৪) Hargreave's Annual Progress Report for 1915, p-4.

ভগ্নাবস্থায় মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে(১) তাহাই "সাঙ্গ ধর্ম্মচক্র" রূপে মহীপাল-লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। অশোকস্তম্ভের উপরিভাগে এইরূপ ধর্ম্ম-চক্রচিহ্ন থাকিবার ব্যবস্থা, সাঞ্চীর স্তম্ভেও লক্ষ্য করা যায়। তবে জীর্ণসংস্কার কাহার হইয়াছিল বলিবার উপায় নাই, সমগ্র বিহারের? না অশোকস্তম্ভের? "ধর্ম্মরাজিকার" সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিহারের সংস্কার হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। কারণ বিহার, গন্ধকুটী, ধর্ম্মরাজিকা সকলই জীর্ণদশাপন্ন হইয়াছিল। পালভ্রাতৃদ্বয় এ সকলেরই সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অশোক-স্তম্ভের গাত্রে সংস্কারচিহ্নের কোন অবশেষ লক্ষিত হয় না, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"অষ্টমহাস্থান শৈলগন্ধকুটী"—ডাঃ হুল্‌স্, ভোগেল ও ভিনিস এই সমাসটীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ডাঃ ভিনিসের ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী। তাঁহার পরে আর এ বিষয়ে কেহ কিছু নূতন কথা লিখেন নাই। তিনি পাণ্ডিত্যের সহিত দেখাইয়াছেন যে "আটটী মহাস্থান হইতে আনীত শিলা-দ্বারা নির্ম্মিত গন্ধকুটী" এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে সমাসের নিয়মে ভুল থাকিয়া যায়। তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ :—"the shrine is made of stone ; and in the shrine are, or to it belong eight great places (positions)" (২) অর্থাৎ মন্দিরটী শিলানির্ম্মিত ; এবং ইহাতে বা এতৎ-সংসৃষ্ট আটটী বৃহৎ স্থান ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে এটীকে মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় ছাড়া আর কিছু বলিবার উপায় নাই। তাহা হইলে ব্যাসবাক্য এইরূপ দাঁড়াইবে :—"অষ্টমস্থানস্থিতা শৈলগন্ধকুটী"। এইবার আমাদের মত লিপিবদ্ধ করিব। এই কথাটীর ব্যাখ্যা কোন মতেই সন্তোষজনক হয় নাই এইরূপ—পুনঃপুনঃ শুনিতে পাই (৩) একে একে কথাটী বুঝা যাউক। "শৈলগন্ধকুটী" বলিতে আধুনিক সময়ে "প্রধান গৃহ" কে (main shrine) বুঝাইতেছে। এই গৃহের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও ভগ্নাবশেষ হইতে ১২শ শতাব্দীর

(১) Sir J. Marshall's Annual Report, A.s. 1904-5 p.36.

(২) J.A.S.B. ,New Series, vot II. No 9, p. 447.

(৩) মিঃ হারগ্রিভস্ আমাকে পত্রে জানাইয়াছেন, "ইহার ব্যাখ্যা চিরদিনই সন্দেহজনক থাকিবে।"

চিহ্নাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। "গন্ধকুটী" শব্দটী পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে (১) আবার মৃণ্ময়-মোহরে পাওয়া যাইতেছে "শ্রী সদ্ধর্ম্মচক্রে মূলগন্ধকুট্যাং ভগবতো" অর্থাৎ "সদ্ধর্ম্মচক্রবিহারস্থিত মূলগন্ধকুটীতে"। এই লিপির সময় মহীপাললিপির বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মচক্রবিহার বা সমগ্র বিহার ও গন্ধকুটী এই দুইটার সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। বুদ্ধদেবের বাস-ভবনের চারিদিকে পরবর্ত্তিকালে একটী সুবিশাল বিহার গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই বাস-ভবনটীকে লোকে "গন্ধকুটী" বলিত ও সমস্ত বিহারটীকে নানানামে পরিচিত করিত। পুনরায় হুয়েঙ্-সাঙের কাহিনীর সহিত মিলান যাউক। তাহাতে দেখা যাইবে, তিনিও সমগ্র বিহারটীকে দেখিয়াছিলেন ও একটী উচ্চ শৈলকুটী দেখিয়াছিলেন। তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, হুয়েঙ সাঙ একটী বিষয়ের উপর খুব জোর দিয়াছেন, তাহা এই—"এই সঙ্ঘারামটী আটভাগে বিভক্ত ছিল।" আমাদের মনে হয়, সঙ্ঘারামের এই আটটী অংশ ক্রমে আটটী বড় বড় স্থানে বা "থানে" বা বিহারে পরিণত হয়। পরে এই অষ্টধা বিভক্ত সঙ্ঘারামকে "অষ্ট মহাস্থান" বলা হইত। আশ্চর্য্যের বিষয়, আধুনিক খননে ছয়টি বিহারের স্থান স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কোন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জানাইয়াছেন যে সঙ্ঘারামের পূর্ব্বদিকে আরও বিহারের চিহ্ন ভূমধ্যে লুক্কায়িত আছে। সেদিকে এখনও খননকার্য্য চালিত হয় নাই। অতএব আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, "অষ্ট মহাস্থান" বলিতে সমগ্র সঙ্ঘারামকে বুঝাইত ও "শৈলগন্ধকুটী" বলিতে সঙ্ঘারামস্থিত প্রাচীন প্রস্তরনির্ম্মিত কুটীকে বুঝাইত।

---

(১) সারনাথের ইতিহাস, ১০৯ পৃঃ।